উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮২,২২৫.৯২ (-১০৬৮.৭৪)
নিফটি : ২৫,৪২৪.৬৫ (-২৮৮.৩৫)

কেরলম, ঝুলেই বাংলার নামবদল
জোট, কটাক্ষ মমতার ৭

বিদায়ের পথে পাকিস্তান ১২

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩২°	৩২°	৩২°	২৮°
সর্বনিম্ন	১৫°	১৪°	১৫°	১৫°

সংসদীয় বন্ধুত্বে আগ্রহী নয় তৃণমূল ৭

শিলিগুড়ি ১২ ফাল্গুন ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 25 February 2026 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 277

অশরীরীর সন্ধানে ‘ঘোস্ট রাইড’

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

দার্জিলিং, ২৪ ফেব্রুয়ারি : সারাদিন অবিরাম বর্ষণের পর সন্ধ্যায় বৃষ্টি কমেছে। গোটা শহরজুড়ে স্যাঁতসেঁতে গন্ধ। দার্জিলিং যেন ভিজে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে আছে। ম্যাল ধীরে ধীরে জেগে উঠছে। ভিজে বেঞ্চগুলো রুমালে মুছে বসে পড়ছেন পর্যটকেরা। মহাকাল মন্দিরের পেছনের রাস্তাটা বরাবরই একটু নির্জন। সেখানে পথবাতির আবছা হলুদ আলো কুয়াশার ভেতর ঢুকে আরও মলিন। গাছের ডালগুলো দু’দিক থেকে বৃষ্টির ভারে নুইয়ে ছাতার মতো হয়ে গিয়েছে। পাতা থেকে টুপটাপ জল পড়ছে- একফোঁটা, দুইফোঁটা, তারপর আবার নীরবতা। সবমিলিয়ে এক গা ছমছমে অনুভূতি, যেন কেউ খুব কাছে দাঁড়িয়ে শ্বাস নিচ্ছে।

ঘড়ির কাঁটা তখন সওয়া সাতটা পেরিয়েছে। মহাকাল মন্দিরের পেছনের রাস্তার ধারে ওপেন জিমের পাশে বেঞ্চে বসে চার অবাঙালি পর্যটক। দুজন ছেলে, দুজন মেয়ে। প্রত্যেকের চোখ স্থির হয়ে আছে পঞ্চম ব্যক্তির দিকে। মাঝবয়সি এক স্থানীয় মানুষ। নীচু কণ্ঠস্বরে ভাঙা ইংরেজিতে কিছু বলছিলেন। কিছুটা দূর থেকে কানে এল, ‘উই হ্যাভ সিন দেম মেনি টাইম। দে আর স্টিল হিয়ার।’ নির্জন রাস্তায় আবছা আলোয় পাশ দিয়ে হেঁটে যেতেই

ছবি : এআই

মুহূর্তের মধ্যে কথার স্রোত থেমে গেল। চারজোড়া চোখ একসঙ্গে আমার দিকে ঘুরল। সেই দৃষ্টিতে এক নিঃশব্দ সতর্কতা, যেন আমি মানুষ নই, তাদের গল্পের হাতেগরম প্রমাণ। হকচকিয়ে কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতেই বুঝলাম ভূতুড়ে গল্প চলছিল।

দার্জিলিং এমনই। এখানে সন্ধের পর গল্প আর বাস্তবের মাঝের রেখাটা ঝাপসা হয়ে যায়। বাতাসে ইতিহাসের গন্ধ মেশে, কুয়াশার আড়ালে লুকিয়ে থাকে অশরীরীর ছায়া। কে জানে, ওই চার পর্যটক রাতে হোটেলে ফিরে ঘুমোতে পারবেন কি না। হয়তো তাঁরা বলবেন, সবই বানানো গল্প। আবার হয়তো গভীর রাতে জানলার কাচে টুপটাপ শব্দ শুনে চমকে উঠবেন। শুনতে অদ্ভুত মনে হলেও বহু পর্যটক ওভাবেই চমকে উঠতে চান, সেই ‘অশরীরীদের’ অনুভব করতে চান। আর সেই টানেই ইদানীং দার্জিলিংয়ে ভিড় বাড়াচ্ছেন তাঁরা। রাতের দার্জিলিংয়ে শুরু হয়েছে ‘ঘোস্ট রাইড’। তার জন্য মিলছে গাইডও, যাদের নাম দেওয়া হয়েছে ‘ঘোস্ট গাইড’।

‘ঘোস্ট রাইড’-এর প্রধান শর্ত গোপনীয়তা। তা বজায় রাখার কথা দিলে তবেই মিলবে ভূতুড়ে ভ্রমণের সুযোগ। এক্ষেত্রে গাইড, পর্যটক বা পর্যটকদলকে শহরের ‘ভূতুড়ে’ জায়গাগুলি ঘুরে ঘুরে দেখান, অশরীরীদের নিয়ে প্রচলিত নানা রোমাঞ্চকর গল্প বলেন।

এরপর দশের পাতায়

এসআইআর সামলাতে সুপ্রিম নির্দেশ

ভিনরাজ্য থেকেও বিচারক

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি : ভোটারের নথি যাচাইয়ে হিমসিম অবস্থা বাংলায়। ২৫০ বিচারক (জুডিসিয়াল অফিসার) নিয়োগ করেও সামলানো যাচ্ছে না। পরিস্থিতি বুঝে আরও বিচারক নিয়োগের নির্দেশ দিল সুপ্রিম কোর্ট। বাংলার বিচারকদের দিয়েও যদি সামলানো না যায়, তাহলে ঝাড়খণ্ড, ওডিশা থেকে বিচারক আনার কথাও মঙ্গলবার বলে দিল প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের বেঞ্চ।

বাংলায় চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশে আর চারদিন বাকি। সব ঠিক থাকলে এখন কাউন্ট ডাউন চলতে থাকার কথা। কিন্তু বাস্তব বলছে অন্য কথা। এখনও প্রায় ৮০ লক্ষ নথি খতিয়ে দেখতে হবে। ২৫০ বিচারকের প্রত্যেকে যদি রোজ ৫০টি করে নথি যাচাই করেন, তাহলেও ৮০ দিন সময় লেগে যাবে। বিপুল সংখ্যায় দাবি-আপত্তি, অসংগতি আর নথির পাহাড়ের চাপের মধ্যে এখন বাংলার ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (এসআইআর) প্রক্রিয়া।

এই পরিস্থিতিতে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি বিপুল এম পাঞ্চোলির বেঞ্চ মঙ্গলবার পার্শ্ববর্তী রাজ্যের হাইকোর্টগুলিকে সহযোগিতার অনুরোধ জানানো হবে বলে জানিয়েছে। বাইরের রাজ্য থেকে বিচারকদের এই অতিরিক্ত নিয়োগের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার নির্বাচন কমিশনকেই বহন করতে বলেছে বেঞ্চ।

বাংলার বিভিন্ন জেলার কর্মরত যে সিভিল জজদের যুক্ত করার অনুমতি মিলেছে, তাঁদের কমপক্ষে তিন বছরের অভিজ্ঞতা থাকা বাধ্যতামূলক। আদালত অবশ্য জানিয়েছে, নথি যাচাই হবে কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী। ১৪ ফেব্রুয়ারির আগে জমা পড়া নথিই শুধু গ্রহণযোগ্য হবে। আধার কার্ড ও মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকে বৈধ নথি হিসেবে বিবেচনার অবস্থানও বহাল রেখেছে সুপ্রিম কোর্ট।

শীর্ষ আদালতের নির্দেশ ঘিরে যথারীতি তর্জা বহাল তৃণমূল ও বিজেপির। রাজ্যের শাসকদল এই নির্দেশকে তাদের ‘নৈতিক জয়’ হিসেবে দেখছে। তৃণমূলের দাবি, সুপ্রিম কোর্টের হস্তক্ষেপ প্রমাণ করছে, বাংলায় এসআইআর কমিশনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এব্যাপারে আশঙ্কা আদালতের এই নির্দেশে প্রতিফলিত হয়েছে।

তবে একটি প্রশ্নও তুলেছে তৃণমূল। দলের আইনজীবী-সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ‘ভিনরাজ্যের বিচারকরা বাংলা ভাষা না জানলে কি কাজের অসুবিধা হবে?’ উত্তরে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত যুক্তি দেন, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, একসময় এই অঞ্চলগুলি একই প্রশাসনিক কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফলে ভাষাগত পার্থক্য সত্ত্বেও কাজ করা সম্ভব।

বিজেপির আবার দাবি, ভোটার তালিকার অসংগতির নিষ্পত্তি হয়ে গেলে তৃণমূলের এই উল্লাস আর থাকবে না। যদিও দলের রাজ্য কমিটির অন্যতম নেতা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্যে স্পষ্ট, শীর্ষ আদালতের নির্দেশ বিজেপির নাপসন্দ।

এরপর দশের পাতায়

নথি যাচাই বৃত্তান্ত

- হাতে আর মাত্র চারদিন, ৮০ লক্ষ নথি যাচাই এখনও বাকি
- ইতিমধ্যে নিযুক্ত ২৫০ বিচারক রোজ ৫০টি নথি দেখলেও ৮০ দিন লাগবে
- পরিস্থিতি সামলাতে ভিনরাজ্য থেকে বিচারক আনার নির্দেশ
- ৩ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন রাজ্যের বিচারকদেরও কাজে লাগানো যাবে
- নথি যাচাই শেষ হলে তা চূড়ান্ত ভোটার তালিকার অংশ বলে ধরা হবে

বিপুল সংখ্যায় দাবি-আপত্তি, অসংগতি আর নথির পাহাড়ের চাপের মধ্যে এখন বাংলার ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (এসআইআর) প্রক্রিয়া।

বরফের চাদরে মুড়েছে সান্দাকফু। মঙ্গলবার।

খবর দশের পাতায়

‘জঙ্গি’ ফারুককে নিয়ে বহু রহস্য

আজাদ

মানিকচক, ২৪ ফেব্রুয়ারি : মানিকচকের গোপালপুর একটি ছোটখাটো শান্ত এলাকা। সেখানকার বাসিন্দাদের নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রায় একটা বেশ বড়সড়ো ঢিল পড়েছে উমার ফারুক নামের এক স্থানীয় তরুণের গ্রেপ্তারি ঘিরে। জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ সন্দেহে গত রবিবার কলকাতার নিউটাউন থেকে দিল্লি পুলিশের একটি বিশেষ দল গ্রেপ্তার করে ফারুককে। ফারুকের পরিজনের দাবি, তিনি নির্দোষ। গ্রামবাসীরাও সেই কথাই বলছেন। কিন্তু বাস্তবটা হল, মানিকচকের সেই তরুণকে নিয়ে অনেক প্রশ্নের কোনও উত্তর মিলছে না। তাঁর বাড়ির লোকজন কী বলতে চাইছেন, সেটাও খুব একটা স্পষ্ট নয়।

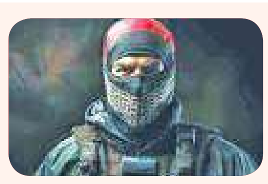

- ফারুক কত বছর ধরে গ্রামের বাইরে, কেউ বলতে পারছেন না
- তিনি বাইরে কী কাজ করতেন, কত টাকা উপার্জন করতেন, জানা নেই
- ফারুকের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে

বাংলাদেশের জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্তদের এই দেশে আশ্রয় দেওয়া ও দিল্লির বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনে দেশবিরোধী পোস্টার লাগানোর অভিযোগ উঠেছে ফারুকের বিরুদ্ধে। তবে দিল্লি পুলিশের এই দাবি মানতে নারাজ ধৃত ফারুকের পরিবার ও গ্রামবাসীর একাংশ। বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিককে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগ শোনা যাচ্ছে তাঁদের মুখে। কিন্তু ধৃতের পরিবারের তরফ

এরপর দশের পাতায়

বালাসনে বালি লুটে ঘুষের পাক্কা ব্যবস্থা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৪ ফেব্রুয়ারি : চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। চাপের মুখে বালাসনে কিছুদিন বালি তোলা ও পাচার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মাথার ওপর পঞ্চায়েত ও পুলিশের হাত থাকলে আটকায় কে! রুট বদলে প্রায় এক কিলোমিটার দূর থেকে ফের শুরু হয়েছে যথেচ্ছ খনন ও পাচার। তৃণমূলের নাম জড়ালেও মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার এই অনৈতিক কর্মকাণ্ডে অন্য দলও ধোয়া তুলসীপাতা নয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক মাটিগাড়ার এক সিপিএম নেতার বক্তব্য, ‘তৃণমূল, বিজেপির পাশাপাশি আমাদের দলের লোকও এতে জড়িত থাকতে পারে। তাই প্রকাশ্যে কিছু বলতে পারছি না।’ বিজেপির উত্তরবঙ্গ মেডিকেল মণ্ডলের সভাপতি প্রদীপ দেবনাথও স্পষ্টভাবে কিছু বলতে নারাজ। তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্য, এভাবে বালি পাচার হলে প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপ করা উচিত।

অভিযোগ, মাটিগাড়ায় বালাসন নদী থেকে প্রতি রাতে শতাধিক ডাম্পার এবং ট্র্যাক্টর-ট্রলিতে বালি পাচার করা হচ্ছে। আপনাঘর, কাওয়াখালি এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, এই সমস্যা তিন-চারদিন ধরে ভয়াবহ চেহারা নিয়েছে। কাওয়াখালির বাসিন্দারা জানিয়েছেন, আপনাঘর সংলগ্ন বালাসন ঘাট থেকে বালি উঠছে। ডাম্পার এবং ট্র্যাক্টরগুলি আপনাঘরের সামনে এসে কাওয়াখালি মেইন রোড ধরছে। ওই রোড দিয়ে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের পিছনের রাস্তা হয়ে কাওয়াখালি বাজার পেরিয়ে এশিয়ান হাইওয়েতে উঠছে। রাতভর এই পাচার চলছে।

ডাম্পার প্রতি ৫০০, ট্র্যাক্টর প্রতি ২৫০ টাকা নজরানা

রাতভর ডাম্পার, ট্র্যাক্টর চলাচল করায় রাস্তাগুলি খারাপ হচ্ছে। কিন্তু দেখবে কে? ওইসব গ্রামে যে কাউকে জিজ্ঞাসা করলে বলে দিচ্ছেন, গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্তাদের একাংশ ডাম্পার প্রতি ৫০০ টাকা, ট্র্যাক্টর প্রতি ২৫০ টাকা করে নিয়ে পাচারে ছাড় দিচ্ছে। পুলিশের একাংশের কাছেও পৌঁছাচ্ছে সমপরিমাণ টাকা।

যদিও পঞ্চায়েত বা পুলিশ সরাসরি সেই অভিযোগ অস্বীকার করছে। মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান কৃষ্ণ সরকারের বক্তব্য, ‘এরকম পাচারের খবর নেই।’ তবে তিনি মানছেন, আগে বালাসন থেকে বালি পাচার হত। তাঁর কথায়, ‘পুলিশকে আগেই পাচারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছিল। এখন নতুন করে কোনও পথে পাচার হচ্ছে কি না, খোঁজ নেব।’

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, ‘বালাসন নদী থেকে বালি পাচার তো বন্ধ করা হয়েছিলই। আবার পাচার শুরু হয়েছে বলে খবর নেই।’ মাটিগাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বালাসন নদীর নিমতলা ঘাটে বালি তোলার লিজের মেয়াদ কয়েক মাস আগে শেষ হয়ে গিয়েছে। তারপরেও ভারত-নেপাল সীমান্তে মেচি নদীর জন্য দেওয়া রয়্যালটির রসিদ দেখিয়ে বালাসন থেকে বালি পাচার হচ্ছিল।

এরপর দশের পাতায়

সংযোজিত এলাকা কি দুয়োরানি

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৪টি ওয়ার্ড জলপাইগুড়ি জেলার অধীন। এ শহরেরই অংশ হওয়া সত্ত্বেও বাকিদের থেকে তাদের আলাদা ‘চোখে’ দেখা হয় বরাবর। নগরায়ণের ছোঁয়া পেলেও উন্নয়ন নিয়ে বঞ্চনার অভিযোগ দীর্ঘদিনের। ৩১ থেকে ৩৫ নম্বর ওয়ার্ড ঘুরে দেখলেন **শমিদীপ দত্ত**

শিলিগুড়ি, ২৪ ফেব্রুয়ারি : ঠিক যেন সুয়োরানি আর দুয়োরানির গল্প।

প্রশাসনিক মানচিত্রে বিভাজন যেন উন্নয়নের গতিপ্রকৃতিকেও দু’ভাগে ভাগ করেছে। শিলিগুড়ির মূল ভূখণ্ডের অংশ হওয়া সত্ত্বেও এই ওয়ার্ডগুলোকে বরাবরই ভিন্ন নজরে দেখা হয় বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। শহুরে আধুনিকতার ছোঁয়া লাগলেও, বঞ্চনা আর অবহেলার দীর্ঘশ্বাস এখানকার অলিগলিতে স্পষ্ট। সম্প্রতি ৩১ থেকে ৩৫ নম্বর ওয়ার্ড সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেল এক বিমর্ষ ছবি।

শহরের প্রাণকেন্দ্রে যে নাগরিক সমস্যাগুলো নিমেষের মধ্যে সমাধান হয়ে যায়, এই সংযোজিত এলাকাগুলোতে তা বছরের পর বছর ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে থাকে। ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের ডিএস কলোনি যাওয়ার পথে সেতুর ওপর তিনটি বাতির মধ্যে মাত্র একটি জ্বলে, বাকি দুটি বিকল। সেদিকে আঙুল তুলে দেখিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা ভীম মাহাতোর আক্ষেপ, ‘কবে শেষবার এখানে আলো জ্বলেছিল তা আমি মনেই করতে পারছি না।’ ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের শীতলাপাড়ারও কঙ্কালসার দশা। সেখানকার ১০ নম্বর সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রে যাওয়ার রাস্তাটি এতটাই জরাজীর্ণ যে অসুস্থ রোগীদের নিয়ে যাতায়াত করা একরকম দুঃসাধ্য। ক্ষুব্ধ বাসিন্দা বিনয় দাসের সোজাসাপটা প্রশ্ন, ‘এই এলাকাটি যদি কলেজপাড়া বা সুভাষপল্লির মতো ভিভিআইপি ওয়ার্ড হত, তবে কি চার বছর ধরে রাস্তাটি এমন বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকত?’

সংযোজিত ওয়ার্ডগুলোর অলিগলিতে কান পাতলেই বঞ্চনার ক্ষোভ স্পষ্ট শোনা যায়। বেহাল রাস্তা থেকে শুরু করে অপরিকল্পিত নিকাশি ব্যবস্থা এবং সাফাইয়ের অভাব সর্বত্র প্রকট।

এরপর দশের পাতায়

ধুলো উড়ছে তিনবাত্তি থেকে এনজেপিগামী রাস্তায় (বাঁদিকে)। জঞ্জালে রুদ্ধ ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের নিকাশিনালা।

এসএসসি'তে প্রথম, বাড়ির কাছের স্কুলে শিক্ষকতায় যোগ

চাকরি বাতিলের বদনাম ঘুচে সাফল্য

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ২৪ ফেব্রুয়ারি : তাঁর দিশেহারা কান্না দেখেছিল গোটা রাজ্য। চোখে অসহায়তা, হাতে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হওয়ার ডিগ্রি। ভাইরাল হওয়া ভিডিও থেকে শিক্ষিকার নাম জেনেছিলেন সকলে। কৃষ্ণমৃত্তিকা নাথ। রাজ্যপালের হাত থেকে একসময় গোল্ড মেডেল নিয়েছিলেন তিনি। গত বছর সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ২০১৬ সালের এসএসসি প্যানেল বাতিল হয়ে যায়। সেই তালিকায় ২৫৭৫২ জনের মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন। স্কুলে আসার পর গত বছরের ৩ এপ্রিল আদালতের রায় শুনেই ভেঙে পড়েন। এবার অবশেষে মিলল স্বস্তি। এবার স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় প্রথম হয়ে বাড়ির সামনে স্কুলে কাজে যোগ দিচ্ছেন তিনি।

২০১৬ সালে সংগীত বিভাগে রাজ্যে দ্বিতীয় হয়ে রায়গঞ্জের দেবীনগর কৈলাসচন্দ্র রাধারানি বিদ্যাপীঠে সহ শিক্ষিকা হিসেবে তিনি কাজ করছিলেন। মঙ্গলবার কাউন্সেলিংয়ের পর পুরো বিষয়টি জানান শিক্ষিকা নিজেই। রায়গঞ্জ শহরের উকিলপাড়ায়

> আমি ২০১৬ সালে মা ছিলাম না। সেই সময় সংসার ছিল না। এখন ছোট বাচ্চা রয়েছে। সংসার ও স্কুল সামলে চাকরি পেলাম। সকলের শুভকামনায় শাপে বর হয়েছে।
>
> -কৃষ্ণমৃত্তিকা নাথ
> শিক্ষিকা

ভাড়াবাড়িতে সন্তানকে নিয়ে থাকতেন কৃষ্ণমৃত্তিকা। সাদামাটা জীবনে এত বড় বিপর্যয় আসবে কখনও ভাবেননি। আন্দোলনে পথে থেকেছেন যেমন, তেমনই ফের পরীক্ষায় বসার প্রস্তুতিও নিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'টাকা দিয়ে চাকরি পাওয়ার মতো অবস্থা নয় আমাদের। বাবা একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে সামান্য চাকরি করতেন। কোনওভাবে পড়াশোনা চালিয়ে উচ্চশিক্ষিত হয়েছি। পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে চাকরি পেয়েছিলাম। কিন্তু সেই অধিকার কেড়ে নেওয়া হল। তাই হতাশ হয়ে পড়েছিলাম।' কৃষ্ণমৃত্তিকার বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনা জেলার হাবড়ায়। মঙ্গলবার তিনি আরও বললেন, 'চাকরি পাবই এমন কনফিডেন্স ছিল না। কারণ আমি ২০১৬ সালে মা ছিলাম না। সেই সময় সংসার ছিল না। এখন ছোট বাচ্চা রয়েছে। সংসার ও স্কুল সামলে চাকরি পেলাম। সকলের শুভকামনায় শাপে বর হয়েছে। বাড়ির অনেকটা কাছে আসতে পেরেছি। এবার ওপেন রোস্টার হওয়ায় আমাদের সাহায্য হয়েছে।' আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে পড়াশোনাও যে করেছেন সমানতালে এদিন তাও জানিয়েছেন শিক্ষিকা। যদিও চাকরি জীবনের প্রথম স্কুল ছেড়ে চলে যেতে হবে, সেজন্য মন ভালো নেই তাঁর।

হতাশার সুরে তিনি জানালেন, আগামীদিনে কী হতে চলেছে তা জানা যাবে না। কারণ চাকরির বিষয় এখনও বিচারাধীন। তবুও জীবনের প্রথম সবকিছুই চিরন্তন। কিন্তু তবু শুধুমাত্র দূরত্বের কারণে জীবনের প্রথম কর্মস্থল ছেড়ে বাড়ির কাছের স্কুল নিতে হল। তবে ওই স্কুল আজীবন মনে রয়ে যাবেই। জীবনের প্রথম চাকরি, প্রথম রোজগারের সাক্ষী সেই স্কুল। তাই আনন্দেও মন ভার শিক্ষিকার।

ইএসআই রাজ্যকে দোষ তৃণমূলের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৪ ফেব্রুয়ারি : চা বাগান শ্রমিকদের চিকিৎসা পরিষেবার দায়িত্ব হস্তান্তর নিয়ে এবার সরাসরি শ্রম দপ্তরের সঙ্গে সংঘাতে তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়ন। শ্রমিকদের চিকিৎসা পরিষেবার পুরো দায়িত্ব এমপ্লয়িজ স্টেট ইনসুরেন্স কর্পোরেশন বা ইএসআইসি'র হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়েছিল বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের পাশাপাশি শাসকদলের চা শ্রমিক সংগঠন। অথচ বৈঠকের কার্যবিবরণীতে সমস্ত শ্রমিক সংগঠনই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে বলে লেখা হয়েছে। কার্যবিবরণীর শেষে খোদ শ্রমমন্ত্রী মলয় ঘটকের সই রয়েছে। ওই নথি হাতে আসাতেই শ্রমমন্ত্রী এবং শ্রম দপ্তরের প্রধান সচিবকে চিঠি পাঠিয়ে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় সভাপতি বীরেন্দ্র বরা। শ্রমমন্ত্রী কোন বাধ্যবাধকতা থেকে এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। শ্রমমন্ত্রী অবশ্য এদিন বলেছেন, 'কোথাও কোনও বিরোধিতার বিষয় নেই। শ্রমিক সংগঠনগুলির মতামতের ভিত্তিতেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।'

শ্রমিকদের চিকিৎসা পরিষেবার দায়িত্ব ইএসআইসিকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত কার্যত নিয়েছে শ্রম দপ্তর। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের জন্য ২ ফেব্রুয়ারি মালিকপক্ষ এবং ১৬ ফেব্রুয়ারি শ্রমিক সংগঠনগুলিকে নিয়ে শ্রমমন্ত্রী কলকাতায় বৈঠক করেছেন। সরকারের এই সিদ্ধান্তকে মালিকরা স্বাগত জানালেও বেঁকে বসেছিল শ্রমিক সংগঠনগুলি। শাসকদলের শ্রমিক সংগঠন, বামপন্থী এবং পাহাড়ের শাসকদলের শ্রমিক সংগঠনও বিরোধিতায় সরব। প্রত্যেকটি শ্রমিক সংগঠনেরই বক্তব্য, উত্তরবঙ্গে ইএসআইয়ের কোনও পরিকাঠামো নেই। ফুলবাড়িতে একটি হাসপাতাল তৈরি হলেও

■ বৈঠকের কার্যবিবরণী নিয়ে শ্রম দপ্তরের সঙ্গে সংঘাতে জড়াল তৃণমূলের চা শ্রমিক সংগঠন

■ কার্যবিবরণীতে সকলের স্বাগত জানানোর কথা উল্লেখ, প্রতিবাদে মুখর প্রতিটি শ্রমিক সংগঠন

■ শ্রমিকদের চিকিৎসার ভার ইএসআইসি-কে নয়, কার্যবিবরণী সংশোধনের দাবিতে শ্রমমন্ত্রীকে চিঠি

চালু হয়নি। রাজ্য সরকার যেখানে কেন্দ্রের জারি করা শ্রমকোড শ্রমিক বিরোধী দাবি করছে এবং এরাজ্যে কার্যকর করেনি, সেখানে শ্রম দপ্তর কেন শ্রমকোড মেনে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দায়িত্ব ইএসআইসি'র হাতে তুলে দিচ্ছে?

এরই মধ্যে শ্রমিক সংগঠনগুলিকে নিয়ে মন্ত্রীর বৈঠকের কার্যবিবরণী শাসক সংগঠনের হাতে এসেছে। বৈঠকে সশরীরে এবং ভার্চুয়ালি অংশ নেওয়া সমস্ত শ্রমিক সংগঠনের প্রতিনিধিই শ্রম দপ্তরের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন বলে কার্যবিবরণীতে লেখা হয়েছে। কার্যবিবরণীর কপি পেয়ে তেলেবেগুনে জ্বলছে শাসকদলের শ্রমিক সংগঠন। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি বীরেন্দ্রর বক্তব্য, 'বৈঠকে একবারের জন্যও শ্রমিক স্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাইনি। ইএসআইয়ের কোনও পরিকাঠামো নেই। তাহলে কেন জোর করে ওই সংস্থার হাতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে?' তাঁরা বৈঠকে যা বলেছেন এবং কার্যবিবরণীতে যা রয়েছে, তার মধ্যে কোনও মিল না থাকায় শ্রমমন্ত্রীকে চিঠি পাঠিয়েছেন বলে জানান তিনি। ঘুরপথে শ্রমকোড কার্যকরের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া হবে না বলে আইএনটিটিইউসির দার্জিলিং জেলা সভাপতি নির্জল দে জানান। তিনিও মন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন।

দার্জিলিং জেলা চিয়া কামান মজদুর ইউনিয়নের সম্পাদক গৌতম ঘোষ বলেন, 'ইএসআইয়ের হাতে শ্রমিকদের চিকিৎসার দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করি না। বৈঠকেও কঠোরভাবে প্রতিবাদ করেছিলাম। তারপরেও বৈঠকের কার্যবিবরণীতে কেন সবাই সমর্থন জানিয়েছে বলে লেখা হয়েছে, তা বোধগম্য হচ্ছে না।' পাহাড়ের শাসকদলের শ্রমিক সংগঠন হিল তরাই ডুয়ার্স প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সভাপতি জেবি তামাং বলেছেন, 'সরাসরি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করিনি। ৭-১০ দিনের মধ্যে শিলিগুড়িতে মালিক এবং শ্রমিকপক্ষকে নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের কথা বলেছিলেন মন্ত্রী। কিন্তু বৈঠক এখনও ডাকা হয়নি।'

হোলিতে শিকার নয়

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২৪ ফেব্রুয়ারি : শিকার রুখতে দোল বা হোলির আগে কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে ডুয়ার্সের সংরক্ষিত বনাঞ্চল। বিশেষ করে গরুমারা জাতীয় উদ্যান সংলগ্ন এলাকায় বাড়ানো হয়েছে নজরদারি। বন দপ্তর গঠন করেছে বিশেষ অ্যান্টি পোচিং টিম। কুনকি হাতি ও ড্রোন ক্যামেরার সাহায্যে জঙ্গলের আনাচ-কানাচে কড়া নজর রাখা হচ্ছে। জঙ্গলের প্রবেশপথ, বিস্তীর্ণ ঘাসবন এবং সংলগ্ন চা বাগান এলাকাতেও বাড়ানো হয়েছে টহলদারি।

দীর্ঘদিনের রীতি অনুযায়ী হোলির আগে ডুয়ার্সের কিছু এলাকায় শিকার উৎসবের প্রবণতা দেখা যায়। সংরক্ষিত এলাকার বাইরে দলবেঁধে শিকারে নামার ঘটনাও অতীতে ঘটেছে। তিন বছর আগে গরুমারা সংলগ্ন নাথুয়া রেঞ্জে শিকারিদের তাড়া খেয়ে দুটি সম্বরের মৃত্যুর ঘটনাও সে সময় আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল। চলতি বছরও জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান এলাকায় হাতির দাঁত সহ দুই চোরাকারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে বন দপ্তর। এমন কয়েকটি ঘটনার ওপর নজর রেখেই বন দপ্তরের বাড়তি সতর্কতা এবং নজরদারি।

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ ও জলপাইগুড়ি বন বিভাগের আওতাধীন স্পর্শকাতর এলাকাগুলি চিহ্নিত করে বিশেষ নজরদারি শুরু হয়েছে। গরুমারায় ১৫টি এবং জলদাপাড়ায় ৪৫টি

হোলিতে শিকার রুখতে কুনকির সাহায্যে নজর রাখছে বন দপ্তর। গরুমারায় মঙ্গলবার। -সংবাদচিত্র

কুনকি হাতিকে কাজে লাগানো হয়েছে। পাশাপাশি ড্রোন ক্যামেরা ও নজরমিনার থেকেও চলছে পর্যবেক্ষণ। অরণ্যের বিভিন্ন এন্ট্রি পয়েন্ট এবং নাথুয়া রেঞ্জের বিস্তীর্ণ ঘাসবন এলাকাতেও কড়া নজর রাখা হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গ বন্যপ্রাণ বিভাগের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি বলছেন, 'এ বছর অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে নজরদারি দল মোতায়েন করা হয়েছে। যৌথ বন পরিচালন কমিটির সদস্যদেরও সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।' গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের এডিএফও রাজীব দে জানান, উৎসবের সময় কোনওভাবেই বন্যপ্রাণীর ক্ষতি না হয়, সেদিকে নজর রেখে হোলির ১০ দিন আগে থেকে হোলি পরবর্তী ১০ দিন বিশেষ নজরদারি রাখা হবে।

Vacancy Notice

Application are invited from retired High School Teacher and Govt. employees (Group 'C' & 'D') for Kharibari Govt. Model School (English medium) & retired NVF/Ex-Service Man/Home Guard for Security Guard for Kharibari & Phansidewa Govt. model School (English medium). No. of **Teaching posts is 5 (five) Bengali, Physical Science, English, Mathematics, & Life Science, 1 (one) Gr-'C' and (two) Group-'D' & 2 (two) Security Guard for Kharibari Govt. Model School** and **1 (one) Security Guard for Phansidewa Govt. Model School**. The engagement is on purely temporary and contractual basis. No one will continue after 65 years of age. Age should be between 60 years and 62 years as on the date of Notification and they may appear for Walk-in-interview on 12/03/2026 at Kharibari BDO officer for Kharibari Govt.Model School and on 13/03/2026 at Phansidewa BDO office for Phansidewa Govt. Model School with original testimonial and two sets of self-attested xerox copies and PPO. Reporting time is 10:00 am sharp. The engagement is for six months or until regular teachers join in the post whichever is earlier. For details please see the notice board of SDO, Siliguri, BDO, Kharibari & Phansidewa & DPO, SSM, Siliguri & DI of Schools (SE), Siliguri, SDI & CO. Siliguri and district official website (darjeeling.gov.in_category/recruitment)

Sd/-
District Magistrate
Darjeeling

রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

ডিওয়াই. সিএমএম/এনএফআর/নিউ জলপাইগুড়ি অধিক্ষেত্রের অধীনে মার্চ' ২০২৬ মাসের জন্য ইউনিট ভিত্তিক রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য নিম্নবিবরণ অনুযায়ী ই-নিলাম কর্মসূচি স্থির করা হয়েছে :

জিএসডি-নিউ জলপাইগুড়ির জন্য

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	মার্চ, ২০২৬	০৬-০৩-২০২৬, ১২-০৩-২০২৬, ১৯-০৩-২০২৬ ও ৩০-০৩-২০২৬

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের জন্য

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	মার্চ, ২০২৬	০৬-০৩-২০২৬, ১২-০৩-২০২৬, ১৯-০৩-২০২৬ ও ৩০-০৩-২০২৬

কাটিহার ডিভিশনের জন্য

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	মার্চ, ২০২৬	০৬-০৩-২০২৬, ১২-০৩-২০২৬, ১৯-০৩-২০২৬ ও ৩০-০৩-২০২৬

আগ্রহী বিডাররা আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর মাধ্যমে ই-নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

ডিওয়াই. চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার/নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

হোলি স্পেশাল ট্রেন

হোলি, ২০২৬ -এর সময় অতিরিক্ত ভিড় নিয়ন্ত্রণ করার জন্য, হোলি স্পেশাল ট্রেনগুলি নিম্নলিখিতভাবে চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিশেষ ট্রেনগুলির বিবরণ নীচে দেওয়া হল।

ট্রেন নং. ০৪৬১৪ অমৃতসর থেকে ২৫-০২-২০২৬, ০১-০৩-২০২৬ এবং ০৫-০৩-২০২৬ (বুধবার) = ০৩টি ট্রিপ			ট্রেন নং. ০৪৬১৩ কাটিহার থেকে ২৭-০২-২০২৬, ০৩-০৩-২০২৬ এবং ০৭-০৩-২০২৬ (শুক্রবার) = ০৩টি ট্রিপ	
আগমন	প্রস্থান	স্টেশন	আগমন	প্রস্থান
—	১৪:১৫	অমৃতসর	১৪:৪০	—
১১:১৫	১১:২৫	গোরখপুর	১৫:৪০	১৫:৫০
২০:৩০	২০:৪০	বারাউনি জং	০৭:২৫	০৭:৩৫
০১:০০	—	কাটিহার জং	—	০৪:০০

অন্যান্য স্টপেজ : বিয়াস, জলন্ধর সিটি, ধান্দারি কালান, আম্বালা ক্যান্ট, সাহারানপুর জং., মোরাদাবাদ, বারেলি, শাহজাহানপুর, সীতাপুর জং., গোন্ডা জং., বস্তি, সিওয়ান, ছাপড়া, সোনপুর, সাহপুর পাটোরী, বাচওয়ারা জং., খাগরিয়া জং., মানসী জং. ও নওগাছিয়া।

গঠন : স্লিপার ক্লাস (আট), জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস (চার), এসএলআর (দুই) = ১৪টি কোচ।

জেনারেল ম্যানেজার (অপারেশনস), মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

KENDRIYA VIDYALAYA, NHPC, RAMBI
DT.-DARJEELING (W.B), PIN 734008

WAIK-IN-INTERVIEW

The Vidyalaya is going to conduct walk-in-Interview for engagement of part time teachers purely on contractual basis for preparing panel for the academic session 2026-27 for various posts of **PRTs, TGT(Social Science), Computer Instructor, Special Educator & Sports Coach**. For these posts the interview will be conducted on **12.03.2026 (Thursday)** at **KV NHPC RAMBI** reporting time at venue **8:30 AM**. Eligibility criteria, registration form and details information please visit website https://nhpcrambi.kvs.ac.in/

Principal I/C
KV NHPC RAMBI

কর্মখালি

শিলিগুড়ি হাকিমপাড়াস্থিত কাপড়ের দোকানে কাজের জন্য অভিজ্ঞ যুবতি (Sales Person & Tailor) প্রয়োজন। সিমা টেক্সটাইল, শিলিগুড়ি। ৭০০৪১৯৯৮৪৯। (C/120478)

TENDER NOTICE
NIT :111 fund: 15TH FC is invited by the undersigned. Last date of submission of tender bid for NIT :111 is 26/02/26. The details of the NIT may be viewed & downloaded from https://wbtenders.gov.in
Sd/-
BDO & Executive Officer
Nagrakata Panchayet Samity

e-TENDER NOTICE
The Chairman, Mal Municipality
Invites e-NIT & e-NIQ for Water Supply within Mal Municipality, under 15th Finance scheme. eNIT No. MM/C/DTW/15th Finance/03/2025-26 eNIQ No. MM/C/TUBE WELL/15th FC/2583/25-26 Tender ID.
(1) 2026_MAD_1013278_1 & 2
(2) 2026_MAD_1013389_1 & 2
Last date of bidding (online) : 02.03.2026 upto 16.00 Hrs.
Details of Tender Documents will be available at www.wbtenders.gov.in and in the office of the undersigned during the office hours.
Sd/- Chairman
Mal Municipality

e-TENDER NOTICE
Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender vide N.I.T No:-
1) WBMAD/JM/CH/eNIT-80/2025-26
Memo No: 6361/JM Date: 24/02/2026
(Tender ID:2026_MAD_1013778_1)
Last date of bidding (On line) dated: 13/03/2026 at 6.55 P.M.
Details of which are available in the web portal www.wbtenders.gov.in & www.jalpaigurimunicpality.org & in the office of the undersigned during the office hours.
Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

বিভিন্ন সেবা ভবনের নবীকরণ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি./০৬ অফ ২০২৬ তারিখ: ১৯-০২-২০২৬। নিচে উল্লেখিত কাজের হেতু নিম্নস্বাক্ষরকারি ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: নিবিদা সংখ্যা. ১। কাজের নাম: নিউ জলপাইগুড়িতে: বিভিন্ন সেবা ভবনের নবীকরণ সহিত আরপিএফ ব্যারাকে নর্দমা এবং বাউন্ডারি ওয়ালের সংস্কার। টেন্ডার রাশি: ৩,০৬,৮৪,৩৩৮.৭৫/- টাকা। বায়না রাশি: ৩,০৩,৪০০/- টাকা। নিবিদা সংখ্যা. ২। কাজের নাম: (১) শিলিগুড়ি টাউনে- চতুর্দিকের এলাকা, প্ল্যাটফর্মের পৃষ্ঠভাগ, পিপি শেড আদির উন্নয়ন সহিত পুরোনো স্টেশন ভবনের নবীকরণ। (২) শিলিগুড়ি টাউনে- এনজি এবং বিজি প্রান্ত সহিত ১৪৫০ মিটারের বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ। (৩) ২০০০ মিটার ক্ষমতাসম্পন্ন ওভারহেড ওয়াটার ট্যাঙ্ক সহিত জল যোগান প্রণালীর নবীকরণ। (৪) শিলিগুড়ি টাউনে: পুরোনো স্টেশন ভবনের সমীপে ৩০০/২০০ মিলিমিটার ডায়া গভীর নলকূপের সঙ্গে আইআরপির ব্যবস্থা করা। টেন্ডার রাশি: ৪,৪৫,৮৯,৬৮৫.৭৪/- টাকা। বায়না রাশি: ৩,৭৩,০০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে: ১৯-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবে: ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ সবিশেষ সহিত টেন্ডার প্র-পত্র আগামী ১৯-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ)/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

কর্মখালি

Urgently need an experienced candidate (M/F) of Tally ERP-9 is required for a reputed Book-Shop in Siliguri. (M)-9733066255 (C/120478)

Wanted English & Science Teacher for an English Medium School in Siliguri. Call: 9434812168, 7908490493. (C/120478)

JOB in Siliguri. Male Teacher Support Staff Required in Siliguri. No. of Post : 04, Salary : 10000/Month (Increment Facility available), Freshers invited. Contact : 7001224016. (120477)

ভর্তি চলছে

PCI স্বীকৃত SMFWB অনুমোদিত জলপাইগুড়ি জেলার স্বনামধন্য কলেজ Rabindranath Thakur College of Pharmacy তে 2025-2027 শিক্ষাবর্ষে উচ্চমাধ্যমিক বিজ্ঞান বিভাগের পাশ করা ছাত্রছাত্রীদের ডিপ্লোমা অফ ফার্মাসি দুই বছরের কোর্সে ভর্তি চলিতেছে। যোগাযোগ : 9832632235 /9933390405.

অ্যাফিডেভিট

আমি শ্রীমতি লক্ষি সরকার, পিতা রণজিৎ সরকার Ward-No. 5 (S.M.C)-এর বাসিন্দা শিলিগুড়ি কোর্টে 24/11/25 তারিখে Affidavit করে জানাই যে 'লক্ষিমালা ভৌমিক সরকার,' লক্ষি ভৌমিক সরকার ও লক্ষি সরকার একই ব্যক্তি। (C/120921)

আমি, Bilas Nunia, S/o Late Santosh Nunia, গ্রাম-কাপসিয়া, পোস্ট-মলিকান, থানা- চাঁচল, জেলা- মালদা, আমার বাবার Death Certification Regd. No RG2500162453, who expire on 19/10/2025 of 2025 date of issue 27/11/2025 from Chanchal S.S.Hospital নাম লিপিবদ্ধ আছে Santo Nunia, Age-72, S/o- Sukdeb Nunia এবং বাবার ভোটার ID কার্ডে নাম আছে Nuniya Santosh গত 24/02/26 তারিখে JM 2nd কোর্ট, চাঁচল মালদায় হইতে অ্যাফিডেভিট (নং 665) বলে ভুল সংশোধন করে Santo Nunia, Nuniya Santosh থেকে Santosh Nunia, Age-58 এবং ঠাকুরদা Sukdeb Nunia থেকে Sukdeb যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হলো। (S/T)

ব্যবসা/বাণিজ্য

শিলিগুড়িতে বিনাভাড়ায় বাড়িতে বসে সিমেন্ট ও রড নিন। কে.পি. উদ্যোগ, ঈস্টার্ন বাইপাস রোড। (M):-7699002803/5 (শর্ত প্রযোজ্য)। (C/120433)

অ্যাফিডেভিট

আমি Gita Mandal আমার আধার কার্ডে Gita Biswas (Mandal) থাকায় গত ইং 20/2/26 জলপাইগুড়ি 1st Class J.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Gita Mandal ও Gita Biswas (Mandal) উভয়ই এক ও একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হইল। পশ্চিম শালবাড়ী, ধূপগুড়ি। (A/B)

2002 সালের ভোটার লিস্ট (অংশ-9, ক্রমিক- 396)-এ আমার ও পিতার নাম ভুল থাকায় 23-02-2026 তারিখে মাথাভাঙ্গা E M কোর্টের অ্যাফিডেভিটে জানাই, আমি Galjar Hossain Pradhan ও Goljan Hossain এবং পিতা Abdul Monnaf Pradhan ও Abdul Monnaf একই ব্যক্তি। পূর্বখণ্ড বামুনিয়া, মাথাভাঙ্গা, কোচবিহার। (C/120920)

পুত্রের (Raihan Hossain) জন্ম শংসাপত্র Regd. No- B-2019:19-00788-007836 বাবার ও মায়ের নাম ভুল থাকায় গত 12.11.25, J.M. 1st চাঁচল কোর্টে অ্যাফিডেভিট (নং 1018) দ্বারা আমি (মা) Sulatana Bibi এবং Sultana Bibi ও (বাবা) Anwarul Hossain এবং Anowarul Hossain উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। সং- উত্তর গোপালপুর, শেরপুর মকদমপুর, মালদা। (S/T)

I, Debjani Dasgupta Sinha, W/o- Utpal Sinha of Bihan Apartment, Babu Para, PS:- Kotwali, PO & Dt.- Jalpaiguri vide affidavit before Notary Jalpaiguri 23/02/2026 have changed my Surname from Sinha and Dasgupta to Dasgupta Sinha. Henceforth I shall be known as Debjani Dasgupta Sinha. (C/120814)

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং-WB63-20060940823-এ আমার ও বাবার নাম ভুলবশত Mukul Ray Sarkar, S/o. Sudhir Ch. Ray Sarkar হওয়ায় গত 18/02/26 J.M 1st Class সদর কোচবিহার-এর অ্যাফিডেভিট বলে Mukul Roy Sarkar, S/o. Sudhir Chandra Roy Sarkar এবং Mukul Ray Sarkar, S/o. Sudhir Ch. Ray Sarkar - উভয়ই একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হল। বড় লঙ্গীবাড়ী, পাটছড়া, কোচবিহার।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫৯৫৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৬০৩৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৫২৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৬৬৭৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৬৬৮৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

কেএ (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) সন্ধে ৭.৫৫ জি সিনেমা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ যমুনা ও প্রজাপতি রহস্য (বাংলা ভার্সন), দুপুর ১২.৪৫ কেলোর কীর্তি, বিকেল ৪.০০ অরুন্ধতী, সন্ধে ৭.০০ জামাইবাবু জিন্দাবাদ, রাত ১০.৩০ এক বাজিগর (বাংলা ভার্সন)
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৩০ মান মর্যাদা, দুপুর ১২.৪৫ সেজবউ, বিকেল ৪.০০ হুল্লোড়, সন্ধে ৬.৪৫ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, রাত ১০.০০ খিলাড়ি
জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.০০ শুধু তুমি, দুপুর ১২.০০ পুত্রবধূ, ২.৩০ বিদ্রোহিনী নারী, বিকেল ৫.০০ মাটির মানুষ, সন্ধে ৭.৩০ তিনমূর্ত্তি, রাত ১০.৩০ পরিণাম
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অনু
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মানিক
জি সিনেমা : সকাল ১০.০৫ গীতা গোবিন্দম, দুপুর ১.৪৯ সংক্রান্তি কো আনে ওয়ালে হ্যায়, বিকেল ৪.৪০ বীরা দ্য পাওয়ার, সন্ধে ৭.৫৫ কেএ, রাত ১০.৫৫ অখণ্ড
জি বলিউড : বেলা ১১.১৪ বুলন্দি, দুপুর ২.১৪ হোগি পেয়ার কি জিত, বিকেল ৪.৫৩ জখমি সিপাহি, সন্ধে ৭.৫৯ মর্দ, রাত ১১.২০ ম্যায় তেরা দুশমন

অন দ্য ট্রেল অফ স্নো লেপার্ড
সন্ধে ৭.০০ অ্যানিমাল প্ল্যানেট

অনু দুপুর ২.৩০
ডিডি বাংলা

স্টার গোল্ড : বেলা ১১.৫৮ জলি এলএলবি-টু, দুপুর ২.১৫ তকদির, বিকেল ৪.৫০ লক্ষ্মী, সন্ধে ৭.৫০ টোটাল ধমাল, রাত ১০.১৬ ওএমজি
সোনি ম্যাক্স টু : বিকেল ৪.৪৪ অমর প্রেম, সন্ধে ৭.৪৭ ইজ্জত, রাত ১০.৩৫ দিলদার

শম্পা মান্না আজ গন্ধরাজ চিকেন বল এবং বেগুনের কাটলেট তৈরির পদ্ধতি শেখাবেন রাঁধুনি অনুষ্ঠানে। দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কঠোর পরিশ্রমের ইতিবাচক ফল পাবেন। বাড়ি, গাড়ি কেনার সুযোগ পাবেন আজ। ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। বৃষ : শেয়ারে বিনিয়োগ করার আগে অভিভাবকদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। পরিবারের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। মিথুন : কর্মক্ষেত্রে জটিল কাজের সমাধান করতে পেরে প্রশংসিত হবেন। পুরোনো সম্পত্তি বিক্রি করে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা। কর্কট : মানসিক চাপ কাটাতে যোগাভ্যাস করুন, সুফল পাবেন। সংসারে আর্থিক সমস্যা কেটে যাবে। সিংহ : দূরের কোনও আত্মীয়ের পরামর্শে সাংসারিক সমস্যার সমাধান করতে পারবেন। রিয়েল এস্টেটে লেনদেন থেকে সতর্ক থাকুন। কন্যা : কর্মপ্রার্থীরা আজ ভালো খবর পেতে পারেন। আপনার জীবনে কোনও গোপন জিনিস প্রকাশ্যে আসায় অস্বস্তি হতে পারে। তুলা : লটারিতে আজ অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা। অন্যের কাছে খুব বেশি আশা করবেন না। নিরাশ হতে পারেন। বৃশ্চিক : মিথ্যা প্রলোভনে পা দিয়ে প্রচুর টাকা নষ্ট হতে পারে। পুরোনো কোনও সম্পর্ক ফের জোড়া লাগতে পারে। ধনু : শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। উত্তরাধিকার সূত্রে প্রচুর সম্পত্তির মালিকানা পাওয়ার সম্ভাবনা। মকর : আর্থিক লেনদেনে সতর্ক থাকুন। সামান্য বিষয় নিয়ে বাবার সঙ্গে মতপার্থক্য। স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কাটবে। কুম্ভ : সন্তানের পড়াশোনা নিয়ে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। আজ বিকল্প আয়ের পথ খুঁজে পাবেন। প্রেমে শুভ। মীন : অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। উচ্চরক্তচাপের রোগীরা আজ একটু সাবধানে থাকুন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সম্ভাবনা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১২ ফাল্গুন, ১৪৩২, ভাঃ ৬ ফাল্গুন, ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ১২ ফাগুন, সংবৎ ৯ ফাল্গুন সুদি, ৭ রমজান। সূঃ উঃ ৬।৮ অঃ ৫।৩৪। বুধবার, নবমী রাত্রি ২।৪৭। রোহিণীনক্ষত্র দিবা ২।৭। বিষ্কুম্ভযোগ রাত্রি ২।৩। বালবকরণ দিবা ৩।৫৮ গতে কৌলবকরণ রাত্রি ২।৪৭ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে- বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা, দিবা ২।৭ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, রাত্রি ১।১৯ গতে মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- পূর্বে, রাত্রি ২।৪৭ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৮।৫৯ গতে ১০।২৫ মধ্যে ও ১১।৫১ গতে ১।১৭ মধ্যে। কালরাত্রি ২।৫৯ গতে ৪।৩৪ মধ্যে। যাত্রা- শুভ উত্তরে দক্ষিণে ও পশ্চিমে নিষেধ, দিবা ২।৭ গতে পশ্চিমে শুভ, রাত্রি ১১।১১ গতে পূর্বেও নিষেধ, রাত্রি ২।৪৭ গতে মাত্র উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবাহ- শেষরাত্রি ৫।২১ গতে ৬।৭ মধ্যে কুম্ভলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ – দিবা ৭।৩১ মধ্যে ও ৯।৫১ গতে ১১।২৪ মধ্যে ও ৩।১৮ গতে ৪।৫৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।২৭ গতে ৮।৫৫ মধ্যে ও ১।৫১ গতে ৬।৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ১।৪৪ গতে ৩।১৮ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৫৫ গতে ১০।৩৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

দেবাংশুকে হাতকড়া না পরানোয় প্রশ্ন

কোর্টে বিক্ষোভে শংকরের পরিজন

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৪ ফেব্রুয়ারি : ন্যায়বিচারের দাবিতে মঙ্গলবার সকাল থেকে শংকর ছেত্রীর ছবি, ব্যানার হাতে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত চত্বরে হাজির হন তাঁর আত্মীয়, স্থানীয় বাসিন্দারা। ছিলেন শংকরের দিদি মানু ছেত্রীও। গত বুধবার রাতে সেবক রোডে গাড়ি দিয়ে ওই তরুণ ও তাঁর বান্ধবীকে ধাক্কা মেরে চলে যাওয়ার ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল দেবাংশু পাল চৌধুরীকে। শংকর শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে মারা যান। তাঁকে কড়া শাস্তি দেওয়ার দাবিতে এদিন সকাল থেকে আদালতের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন সকলে। বিক্ষোভ দেখানোর সময় বারবারই কান্নায় ভেঙে পড়ছিলেন মানু।

হাতজোড় করে তাঁকে বলতে শোনা গেল, 'আমার ভাইয়ের মৃত্যুর ঘটনায় আমরা যদি ন্যায় না পাই, তাহলে আমরা পুরো পরিবার রাস্তায় বসে যাচ্ছি। আমাদের সবাইকে ভাইয়ের মতনই পিষে মেরে দেওয়া হোক।' এদিকে, এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলার পর দেবাংশুকে চারদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

শংকরের পরিবারের পক্ষের আইনজীবী অভয়পদ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'ঘটনার পেছনে নিশ্চয়ই কোনও রহস্য রয়েছে। নাহলে শংকর এবং তাঁর বান্ধবীকে ধাক্কা মারার পর দেবাংশু গাড়ি নিয়ে পালিয়ে গেলেন কেন? দেবাংশুর তো উচিত ছিল, পুলিশের কাছে যাওয়া। গাড়িটাই বা লুকিয়ে রেখেছিলেন কেন? প্রশাসনের উচিত, খুব ভালোভাবে তদন্ত করা।'

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেছেন, 'আমরা তথ্যপ্রমাণ লোপাটের ধারাও যুক্ত করেছি। ঘটনার পেছনে কোনও কারণ রয়েছে কি না, সেটা দেখার পাশাপাশি ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হবে।'

মঙ্গলবার সকাল থেকে আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা মোতায়েন ছিল মহকুমা আদালত চত্বরে। গত এক সপ্তাহে কোর্ট লক আপে

শংকরের ছবি হাতে কান্নায় ভেঙে পড়েছেন দিদি। শিলিগুড়িতে।

> **আমার ভাইয়ের মৃত্যুর ঘটনায় আমরা যদি ন্যায় না পাই, তাহলে আমরা পুরো পরিবার রাস্তায় বসে যাচ্ছি। আমাদের সবাইকে ভাইয়ের মতনই পিষে মেরে দেওয়া হোক।**
>
> **মানু ছেত্রী**
> *শংকরের দিদি*

অভিযুক্তকে ঢোকানোকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়কে নিয়ে একাধিকবার প্রশ্নের মুখে পড়েছিল পুলিশ ও প্রশাসন। মঙ্গলবারও এমন পরিস্থিতি হতে পারে, সেটা ধরে নিয়ে সকাল থেকে মহকুমা আদালত চত্বরে নিরাপত্তা বাড়ানোর ব্যাপারে জোর দেওয়া হয়।

সকালেই উইনার্সবাহিনী কোর্ট চত্বরে চলে আসে। পুলিশেরও একটি দল আদালত চত্বরে পৌঁছায়। আসেন শিলিগুড়ি থানার আইসি প্রসেনজিৎ বিশ্বাস।

এদিকে, অভিযুক্তকে কোর্ট লক আপে ঢোকানোর পরেই মানু ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা কোর্ট চত্বরে চলে আসেন। তবে কোর্টের মূল গেটে ঢোকার মুখেই বিক্ষোভ দেখানো শুরু করেন মানুরা। বিক্ষোভকারীদের প্রত্যেকের হাতেই ছিল শংকরের ছবি, ব্যানার। এদিনের বিক্ষোভে শংকরের সঙ্গে ঘটনার রাতে থাকা তরুণীর পরিবারও হাজির হয়েছিলেন। তরুণী এখনও উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর আত্মীয় বলেন, 'আমাদের বাড়ির মেয়ের একটা পা নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমরা বিচার চাই।'

এদিকে, অভিযুক্ত দেবাংশুকে হাতকড়া না পরানো নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। প্রভাবশালী পরিবারের ছেলে বলে কোনও বাড়তি সুবিধা দেওয়া হচ্ছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন শহরের সাধারণ মানুষ। ডিসিপি (ইস্ট) বলেন, 'যে কোনও আসামিকেই প্রয়োজনীয়তা হিসেবে হাতকড়া পরানো হয়।'

'মন কি বাত' জানতে সভা

শিলিগুড়ি, ২৪ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়িবাসী কী চান তা জানতে শহরের বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠিতদের থেকে উপদেশ নিতে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল বিজেপি। মঙ্গলবার সকালে মাটিগাড়ার একটি হোটেলে ওই আয়োজন করা হয়েছিল। সেই আলোচনা সভা থেকেই শিলিগুড়িকে স্মার্ট সিটি গড়ার প্রস্তাব উঠে এসেছে। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে একটি এইমসের ধাঁচে হাসপাতাল গড়ার প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। এই দুটি বাদ দিয়ে আরও কয়েকটি প্রস্তাব এদিন শহরের বিভিন্ন স্তরের মানুষের থেকে শুনে লিপিবদ্ধ করেছেন বিজেপি নেতারা। এদিনের ওই আলোচনা সভায় দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট, শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ, রাজ্যসভার সাংসদ স্বপন দাশগুপ্ত, বিজেপির জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য অনির্বাণ গঙ্গোপাধ্যায় সহ বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

এদিন রাজু বিস্টের বক্তব্য, 'আমাদের কাছে অনেক প্রস্তাব এসেছে। তার মধ্যে উত্তরবঙ্গে এইমসের ধাঁচে হাসপাতাল গড়ার প্রস্তাব রয়েছে। শিলিগুড়ির পরিবহণ সমস্যা নিয়েও প্রস্তাব এসেছে। সেগুলি আমরা দেখব।'

সামনেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে সাধারণ মানুষের মন কি বাত জানতে শিলিগুড়ির উপকণ্ঠে মাটিগাড়ার খাপরাইল সংলগ্ন এলাকার একটি হোটেলে আলোচনা সভার ডাক দিয়েছিল বিজেপি। সোশ্যাল ওয়ার্কার, ব্যবসায়ী, আইনজীবী, স্টক মার্কেট বিশেষজ্ঞ, চা বাগানের শ্রমিক সহ একাধিক ক্ষেত্রের লোককে ডাকা হয়েছিল। বিজেপির নির্বাচনি ইস্তাহারে কী রাখা উচিত সেই সম্পর্কে পরামর্শ নেওয়া হচ্ছিল। সেখানে এদিন একাধিক পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বিচার ব্যবস্থার আরও উন্নতিকরণ, পার্শ্বশিক্ষকদের মাইনে ন্যূনতম ২০ হাজার টাকা করা, শিক্ষক নিয়োগে স্বচ্ছতা আনা, চা শ্রমিকদের অবসরের বয়সসীমা ৫৮ থেকে ৬০ করার প্রস্তাব এসেছে।

রাজুর দবি, 'তৃণমূল সরকারের আমলে বাংলায় বিদ্যুতের খরচ সবচাইতে বেড়েছে। যে কারণে বড় বড় ব্যবসায়ী গোষ্ঠী তল্পিতল্পা গুটিয়ে অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে।'

জখম মহিলা

চোপড়া, ২৪ ফেব্রুয়ারি : ঘিরনিগাঁওয়ের লালবাজার এলাকায় মঙ্গলবার বিকালে একটি চার চাকার ছোট গাড়ি এক সাইকেল আরোহীকে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারের একটি দোকানে ঢুকে পড়ে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দাসপাড়া থেকে চোপড়া অভিমুখী যাওয়ার পথে গাড়িটি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হলে একটি মিষ্টি ও মুদি দোকানর আংশিক ক্ষতি হয়। ঘটনায় একজন মহিলা জখম হয়েছেন। দাসপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ সূত্রে খবব, গাড়িটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। চালক পলাতক। তদন্ত চলছে।

ব্যস্ত মা।
মঙ্গলবার দুপুরে ইসলামপুর কোর্ট ময়দানে সরকারি শিবিরে রাজু দাসের তোলা ছবি।

রেইনবো ট্রাউট চাষে ভরতুকি

মাছটি জনপ্রিয়তা বাড়ছে পাহাড়ে

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২৪ ফেব্রুয়ারি : শীতল জলের মাছ হিসেবে 'রেইনবো ট্রাউটের' যথেষ্টই খ্যাতি রয়েছে। হিমাচলপ্রদেশ থেকে কাশ্মীর, এমনকি সিকিমেও রেইনবো ট্রাউটের জনপ্রিয়তা ঈর্ষণীয়। এবার রাজ্যের মৎস্য দপ্তর কালিম্পং ও দার্জিলিং জেলার পাহাড়ি এলাকায় রেইনবো ট্রাউট মাছের উৎপাদন বাড়াতে উদ্যোগ নিয়েছে। জনপ্রিয় এই মাছ চাষে আগ্রহ বাড়াতে সরকারিভাবে ভরতুকিও দেওয়া হচ্ছে। দুই জেলার বিক্ষিপ্তভাবে পাহাড়ি ঝোরার ঠান্ডা জলকে কাজে লাগিয়ে রেইনবো ট্রাউটের চাষ শুরু হয়েছে। উৎপাদনও নেহাত কম হচ্ছে না। প্রশাসনিক কর্তাদের দাবি, পাহাড়ি এলাকায় মাছটির জনপ্রিয়তা বাড়ছে। রেস্তারাঁগুলিতেও বাড়ছে চাহিদা। যে কারণে হোটেল ও হোমস্টেগুলিতে এই মাছ সরবরাহের চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। যাতে আত্মনির্ভর হতে পারে পাহাড়ের তরুণ-তরুণীরা।

রেইনবো ট্রাউট মূলত স্বচ্ছ হিমশীতল জলের মাছ। এই মাছ চাষের ক্ষেত্রে প্রবহমান জল প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে এই মাছ চাষের জন্য দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের বিভিন্ন ঝোরার জলকে কাজে লাগিয়ে রেসওয়ে তৈরি করা হচ্ছে। রেসওয়ে তৈরি করা অবশ্য যথেষ্টই ব্যয়বহুল। যে কারণে সাধারণত এই মাছ চাষে তেমন কেউ আগ্রহ দেখায় না। তবে পাহাড়ি এলাকায় এই মাছের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকায় সরকারিভাবে মাছচাষিদের ভরতুকি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনার আওতায় ইতিমধ্যে দার্জিলিং জেলার প্রায় ২২ জন মাছচাষিকে রেসওয়ে গড়ে তোলার জন্য ভরতুকি দেওয়া হয়েছে। কালিম্পং জেলার মাছচাষিদেরও ভরতুকি দেওয়া হবে। মহিলা মাছচাষিদের ক্ষেত্রে ভরতুকির পরিমাণ মোট খরচের ৬০ শতাংশ এবং পুরুষদের তা ৪৫ শতাংশ।

মীন ভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, দার্জিলিংয়ের পোখরি ও বিজনবাড়ি এবং কালিম্পংয়ের পেডং সহ কয়েকটি এলাকায় রেইনবো ট্রাউটের চাষ হচ্ছে। ৬০০-৭০০ টাকা প্রতি কেজি মাছটি বিকোচ্ছে। জনপ্রিয়তা অনুসারে উৎপাদন আরও বাড়ানো প্রয়োজন বলেই আধিকারিকেরা মনে করছেন। মৎস্য দপ্তরের নর্দার্ন জোনের ডেপুটি ডিরেক্টর সিদ্ধার্থ সরকার বলেন, 'হিমশীতল জলে বেড়ে ওঠা রেইনবো ট্রাউট মাছের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। সে কারণে উৎপাদন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাহাড়ি এলাকা ছাড়া এই চাষ সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সরকারিভাবে ভরতুকির বন্দোবস্তও রয়েছে। অনেকেই সরকারি সাহায্যে চাষ শুরু করেছেন। আমাদের লক্ষ্য হোটেল ও হোমস্টেগুলিতে এই মাছ সরবরাহ করা।'

- মৎস্য দপ্তর কালিম্পং ও দার্জিলিংয়ে রেইনবো ট্রাউটের উৎপাদন বাড়াতে উদ্যোগ নিয়েছে
- দুই জেলার পাহাড়ি ঝোরার ঠান্ডা জলকে কাজে লাগিয়ে চাষ শুরু হয়েছে
- পাহাড়ি এলাকায় এই মাছের জনপ্রিয়তা দেখে এই উদ্যোগ

> **হিমশীতল জলে বেড়ে ওঠা রেইনবো ট্রাউট মাছের জনপ্রিয়তা বাড়ছে। সে কারণে উৎপাদন বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পাহাড়ি এলাকা ছাড়া এই চাষ সম্ভব নয়।**
>
> **সিদ্ধার্থ সরকার**
> ডেপুটি ডিরেক্টর
> মৎস্য দপ্তরের নর্দার্ন জোন

দার্জিলিংয়ের বিজনবাড়ি এলাকার মাছচাষি দাওয়া শেরপা বলেন, 'প্রায় ৫ বছর ধরে এই মাছ চাষ করছি। শুরুতে সামান্য মাছের চাষ করতাম। ধীরে ধীরে এই মাছের চাহিদা বাড়তে থাকায় উৎপাদন বাড়ানোয় জোর দিয়েছি। এই পরিস্থিতিতে সরকারিভাবে ভরতুকি পাওয়ায় অনেকটাই সুবিধা হয়েছে।'

সাংসদের উদ্যোগে দিল্লিতে

শিলিগুড়ি, ২৪ ফেব্রুয়ারি : উপরাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেয়ে উচ্ছ্বসিত দার্জিলিংয়ের তরুণ-তরুণীরা। রাজ্যসভার সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলার উদ্যোগে পাহাড়ের ২০ জন তরুণ-তরুণীকে দিল্লি সফরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই তরুণ-তরুণীরা দার্জিলিং ওয়েলফেয়ার সোসাইটির অধীনে ইউপিএসসি সহ অন্য চাকরির পরীক্ষার প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন। ২২-২৭ ফেব্রুয়ারি এই ছ'দিনের দিল্লি সফরে তাঁরা ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় ক্রীড়া ও যুবকল্যাণমন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্যের সঙ্গে দেখা করেছেন। পাশাপাশি ইউপিএসসি-র সদর দপ্তরে গিয়ে সেখানকার মিউজিয়াম ঘুরে দেখেছেন। মঙ্গলবার শ্রিংলার উপস্থিতিতে তাঁরা উপরাষ্ট্রপতি ভবনে পৌঁছান। সেখানে উপরাষ্ট্রপতি সিপি রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে দেখা করেন। উপরাষ্ট্রপতিকে পাহাড়ি সংস্কৃতির বিভিন্ন উপহার তুলে দেন তরুণ-তরুণীরা। সেখানে প্রত্যেককে পাহাড়ের নিজস্ব সংস্কৃতির পোশাকে দেখে প্রশংসা করেন উপরাষ্ট্রপতি। উপরাষ্ট্রপতি বলেন, 'দার্জিলিং চা এবং পর্যটনের ওপরে নির্ভরশীল। সেখানে ভারী শিল্প সম্ভব নয়। তবে, পরিবেশবান্ধব ও টেকসই পর্যটনের ওপরে গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।'

উপরাষ্ট্রপতি ভবন থেকে বেরিয়ে শ্রিংলার নেতৃত্বে তরুণ-তরুণীরা সংসদ বিষয়কমন্ত্রী কিরেন রিজিজুর সঙ্গে কথা বলেন। পাহাড়ি তরুণ-তরুণীদের এই সফরের মূল উদ্যোক্তা শ্রিংলার কথায়, 'দার্জিলিংয়ের যুবসমাজ সরাসরি দেশের সর্বোচ্চ সাংবিধানিক নেতৃত্বের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ পেল। এতে তাদের আত্মবিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি এবং জাতির প্রতি দায়িত্ববোধকে আরও দৃঢ় করবে।'

গ্রেপ্তার ব্যবসায়ী

ফাঁসিদেওয়া, ২৪ ফেব্রুয়ারি : ঘোষপুকুরের গান্ধি মোড় এলাকায় সাবানের কৌটোয় মাদক পাচারের অভিযোগে ধৃত ব্যবসায়ী সুরজিৎ সরকারকে তিনদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দিল শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত। মঙ্গলবার ধৃতকে আদালতে তোলা হলে বিচারক এই নির্দেশ দেন।

পুলিশ সূত্রে খবর, বিধাননগরের ওই টিভি ব্যবসায়ী কোনও বড় মাদক পাচারকারী চক্রে জড়িত কি না, তা জানতেই ধৃতকে হেপাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়েছে। সোমবার রাতে অভিযান চালিয়ে মোটরবাইকের সিটের নীচে লুকিয়ে পাচারের সময় প্রায় ১০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ সুরজিৎকে গ্রেপ্তার করেছিল ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ।

মন্দির-বাড়িতে চুরি, ধৃত ৩

শিলিগুড়ি ও নকশালবাড়ি, ২৪ ফেব্রুয়ারি : মন্দির থেকে চুরি করা সামগ্রী বিক্রি করতে গিয়ে মাটিগাড়া থানার পুলিশের জালে দুজন ধরা পড়লেন। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতরা হলেন মাটিগাড়ার খোলাইবক্তরির বাসিন্দা বিশাল রায় ও স্বপন সাহা। সোমবার রাতে মাটিগাড়ার বিশ্বাস কলোনি এলাকা থেকে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। গত ২০ ফেব্রুয়ারি তুম্বাজোতের একটি মন্দির থেকে পুজোর বাসন সহ অন্যান্য সামগ্রী চুরি যায়। তদন্তে নেমে পুলিশ দুই অভিযুক্তকে পুজোর বাসন সহ গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ধৃতদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

অন্যদিকে, নকশালবাড়ির খালপাড়াতেও চুরির ঘটনায় এক তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মহম্মদ জামশেদ নামে ওই ব্যক্তি তোতারামজোতের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, গত শনিবার দিনেরবেলায় ওই এলাকার বাসিন্দা বিশাল পাঞ্জির বাড়িতে চুরি হয়। বাড়ি ফাঁকা থাকার সুযোগ বুঝে এক ব্যক্তি বাড়িতে ঢুকে টিভি, সেটটপ বক্স ও ঘড়ি নিয়ে চম্পট দেয়। বিশাল নকশালবাড়ি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পরে পুলিশ তদন্তে নেমে সিসি ক্যামেরার ফুটেজে তোতারামজোতের ওই তরুণের হদিস পায়। চোরাই সামগ্রী সহ ওই তরুণকে সোমবার রাতে গ্রেপ্তার করা হয়।

সংক্রামিত গ্রামে চিকিৎসকরা

রাজগঞ্জ, ২৪ ফেব্রুয়ারি : রোগ সারাতে ওঝার কাছে সংক্রামিতদের যাওয়া ঠেকাতে স্বাস্থ্য দপ্তর উদ্যোগী হল। 'রোগ সারাতে ওঝার কাছে' শীর্ষক প্রতিবেদন মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হওয়ার পর রাজগঞ্জ ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তরের একটি বিশেষ দল সংক্রামিত এলাকাগুলিতে গিয়ে বাড়ি বাড়ি পরিদর্শন শুরু করে। সংক্রমণের এই কঠিন সময়েও গ্রামের মানুষের মধ্যে কুসংস্কারের প্রভাব দেখে চিকিৎসকরা উদ্বিগ্ন। স্বাস্থ্য দপ্তরের দলের সদস্যরা স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন এবং হেপাটাইটিসের উপসর্গ দেখা দিলে দ্রুত হাসপাতালে যাওয়ার পরামর্শ দেন।

রাজগঞ্জ ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক রাহুল রায় জানান, স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিনিধিরা এদিন এলাকায় গিয়ে বাসিন্দাদের সচেতন করেন। যাঁরা ওঝার কাছে গিয়েছিলেন, বুঝিয়ে বলার পর তাঁরা এখন হাসপাতালে আসতে রাজি হয়েছেন। বর্তমানে সংক্রামিত গ্রামগুলিতে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার কাজ নিয়মিত চলছে বলে তিনি জানান। তাঁর কথায়, 'হেপাটাইটিসের উপসর্গ নিয়ে নতুন করে মানুষ হাসপাতালে এলেও রোগটি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।'

সংক্রামিতদের বাড়িতে স্বাস্থ্য দপ্তরের টিম। মঙ্গলবার।

স্বাস্থ্য দপ্তরের দলটি এদিন প্রথমে নৃপেন রায়ের বাড়িতে যায়। তাঁর ছেলের শরীরে হেপাটাইটিসের উপসর্গ দেখা দিয়েছে। ঝাড়ফুঁক করাতে নৃপেন তাকে ওঝার কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন। স্বাস্থ্যকর্মীদের উপস্থিতিতে নৃপেনকে বলতে শোনা যায়, 'হাসপাতালে চিকিৎসা করানোর থেকে ওঝার ঝাড়ফুঁকে জন্ডিস রোগ তাড়াতাড়ি সারে বলে আমরা গ্রামের বাসিন্দারা বিশ্বাস করি।' জলপড়া বা তেলপড়ায় এই রোগ সারে না বলে জানিয়ে দলের এক চিকিৎসক তাঁকে গোটা বিষয়টি পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে বলেন। রোগের প্রকৃত কারণ এবং বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কেও তিনি আলোচনা করেন। চিকিৎসকের কথা শুনে নৃপেন ভুল বুঝতে পারেন এবং ছেলেকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে তাঁদের আশ্বস্ত করেন। এরপর স্বাস্থ্য দপ্তরের দলটি জুলি রায়ের বাড়িতে উপস্থিত হন। স্বাস্থ্য আধিকারিকরা পরিস্থিতি বুঝতে পেরে এলাকায় দ্রুত অ্যাম্বুল্যান্স পাঠানো হবে বলে তাঁদের আশ্বাস দেন। সরকারি সহায়তার আশ্বাস পেয়ে জুলি শেষপর্যন্ত তাঁর সন্তানদের হাসপাতালে পাঠাতে রাজি হন। এলাকায় হেপাটাইটিসের প্রকোপ এখনও সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসেনি। এদিন রাজগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে ১১ জনের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের বায়োলজিকাল ল্যাবে টেস্টের জন্য পাঠানো হয়েছে।

ভেষজ আবিরে মহিলাদের স্বনির্ভরতা

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২৪ ফেব্রুয়ারি : প্রাকৃতিক ও ভেষজ আবির তৈরির মাধ্যমে খড়িবাড়ির গাইনজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের মায়েদের নিয়ে গঠিত একটি মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী স্বনির্ভরতার এক অনন্য নজির স্থাপন করল। গত বছর দোল উৎসবের প্রাক্কালে এই স্কুলের পড়ুয়ারা নিজেরাই ভেষজ আবির তৈরি করে সকলকে চমকে দিয়েছিল। সন্তানদের সেই সৃজনশীল কাজে অনুপ্রাণিত হয়ে এবছর মায়েরা দলবদ্ধভাবে স্বনির্ভর হওয়ার স্বপ্ন দেখছেন। অভিভাবকদের এই স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে স্কুলের শিক্ষকরাই প্রশিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন।

গাইনজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৌভিক চক্রবর্তী, সহকারী শিক্ষক সইবা সিনহা ও সজেন্দ্রনাথ রায়ের সক্রিয় সহযোগিতায় এই উদ্যোগ পূর্ণতা পেয়েছে। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক উপাদান যেমন— অ্যারোরুট পাউডার, জবা, অপরাজিতা ও গাঁদা ফুলের নির্যাস এবং বিটরুট ও হলুদের মিশ্রণে এই রাসায়নিকমুক্ত আবির তৈরি হচ্ছে। স্কুলের স্বাভাবিক পাঠদান প্রক্রিয়া যাতে কোনওভাবেই ব্যাহত না হয়, সেই লক্ষ্যে স্কুলের নির্ধারিত সময়ের পরেই আবির তৈরির কাজ করা হচ্ছে। এই প্রচেষ্টা যেমন একদিকে ক্ষতিকর রাসায়নিক রংয়ের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াচ্ছে, তেমনই গ্রামীণ মহিলাদের আয়ের বিকল্প পথ তৈরি করে দিচ্ছে।

খড়িবাড়ি গাইনজোত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভেষজ আবির তৈরি।

অভিভাবকদের মধ্যে সুজলা সিংহ বলেন, 'গত বছর আমাদের সন্তানরা স্যরদের সহযোগিতায় ভেষজ আবির তৈরি করেছিল। খুব ভালো উদ্যোগ ছিল। স্যরদের সহযোগিতায় এবছর আমরা স্যরদের কাছে ট্রেনিং নিয়ে নিজেরাই আবির তৈরি করেছি।' অপর এক অভিভাবক গীতা ভগত বললেন, 'প্রথমে ফুল, পাতা শিলপাটায় পিষে তার রস নিংড়ে অ্যারোরুটের সঙ্গে মেশানো হচ্ছে। এরপর তার সঙ্গে খাবারের জন্য ব্যবহৃত রং হাত দিয়ে মিশিয়ে রোদে শুকিয়ে প্রাকৃতিক আবির তৈরি করা হচ্ছে। এরপর তা প্যাকেটজাত করে বাজারে বিক্রির কাজ শুরু হয়েছে।' বিক্রির ক্ষেত্রে শিক্ষকরা সহযোগিতা করেছেন বলে তিনি জানান।

সহ শিক্ষিকা সইবা সিনহা জানান, মূলত সোশ্যাল মিডিয়া ও শিক্ষকদের বিভিন্ন গ্রুপে প্রচারের মাধ্যমে বিক্রির কাজ শুরু হয়েছে। প্রধান শিক্ষক বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য শুধু ভেষজ আবির বিক্রি নয়, গ্রামের প্রান্তিক মহিলাদের স্বনির্ভর করে তোলা এবং রংয়ের উৎসবের সময় মানুষকে নিরাপদ ও প্রাকৃতিক রং ব্যবহারে উৎসাহিত করা।' গ্রামীণ নারীদের এই সাহসী উদ্যোগ বর্তমানে সর্বস্তরের মানুষের প্রশংসা কুড়োচ্ছে এবং 'ভোকাল ফর লোকাল' ভাবনাকে বাস্তবে সার্থক করে তুলছে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, (নিলাম পরিচালনকারী আধিকারিক) ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর : ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২, পশ্চিমবঙ্গ কর্তৃক মালদা ডিভিসনের এসএলআর-এ পার্সেল স্পেস পরিচালনার জন্য ই-নিলাম আহ্বান করে www.ireps.gov.in-এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। **অকশন ক্যাটালগ নং. পার্সেল-ইএ-এমএমআর-৪। নিলাম শুরু হবে :** ০৭.০৩.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে। **ক্রম নং ও লট নিম্নরূপ :** ১. ১৩৪৬৬-এসএলআর-এফ২- এমএলডিটি-এইচডব্লুএইচ-২৫-৩ (পার্সেল - এসএলআর), ২. ১৪০০৩-এসএলআর-এফ১-এমএলডিটি-এনডিএলএস-২৫-৩, (পার্সেল - এসএলআর), ৩. ১৩৪৬৬-এসএলআর- এফ১-এমএলডিটি-এইচডব্লুএইচ-২৫-৩, (পার্সেল - এসএলআর), ৪. ১৩০৭২-এসএলআর- এফ১-জেএমপি-এইচডব্লুএইচ-২৫-২, (পার্সেল - এসএলআর)। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদের আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-345/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর : ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন-৭৩২১০২, (পশ্চিমবঙ্গ) (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) কর্তৃক মালদা ডিভিসনের কহলগাঁও (সিএলজি), সুলতানগঞ্জ (এসজিজি), শিবনারায়ণপুর (এসভিআরপি), গোড্ডা (জিওডিএ), ঘোঘা (জিজিএ), মুঙ্গের (এমজিআর), পীরপৈন্তী (পিপিটি) এবং রাজমহল (আরজেএল) স্টেশনে সুলভ শৌচালয় পরিচালনার জন্য ই-নিলাম আহ্বান করে www.ireps.gov.in-এ ই-নিলাম কর্মসূচির তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। **অকশন ক্যাটালগ নং পিএনইউ-০৭-২০২৬। নিলাম শুরুর তারিখ :** ০৯.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে। **ক্র. নং, লট নং এবং স্টেশনঃ** ১. পিএনইউ-এমএলডিটি-সিএলজি-টিওআই-৩৬-২৬-১, কহলগাঁও (সিএলজি), ২. পিএনইউ-এমএলডিটি-এসজিজি-টিওআই-৪১-২৫-৩, সুলতানগঞ্জ (এসজিজি), ৩. পিএনইউ-এমএলডিটি-এসভিআরপি-টিওআই-৫০-২৫-২, শিবনারায়ণপুর (এসভিআরপি), ৪. পিএনইউ-এমএলডিটি-এসভিআরপি-টিওআই-৫১-২৫-২, শিবনারায়ণপুর (এসভিআরপি), ৫. পিএনইউ-এমএলডিটি-জিওডিএ-টিওআই-৩৩-২৬-১, গোড্ডা (জিওডিএ), ৬. পিএনইউ-এমএলডিটি-জিজিএ-টিওআই-১৭-২৬-১, ঘোঘা (জিজিএ), ৭. পিএনইউ-এমএলডিটি-এমজিআর-টিওআই-৩৭-২৫-২, মুঙ্গের (এমজিআর), ৮. পিএনইউ-এমএলডিটি-পিপিটি-টিওআই-৩৪-২৫-২, পীরপৈন্তী (পিপিটি), ৯. পিএনইউ-এমএলডিটি-আরজেএল-টিওআই-৩৯-২৫-৩, রাজমহল (আরজেএল), সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাগণকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-344/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১ কোটির বিজয়ী হলেন
দক্ষিণ ২৪ পরগণা -এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ,দক্ষিণ ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা সরিফুল মোল্লা - কে

23.11.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 80G 76642 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি এবং সিকিম রাজ্য লটারিকে অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ দেওয়া যে কোনো বিজয়ীর দায়িত্ব হবে কারণ এক কোটি টাকা আয় করা সহজ কাজ নয়। ডিয়ার লটারি থেকে এই বিশাল পুরস্কারের টাকা জেতার পর আমার জীবনযাত্রা উন্নত করার বেশ কিছু বিকল্প আছে, তাই ডিয়ার লটারির প্রতি আমার সমস্ত কৃতজ্ঞতা।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪১৫, তারিখ ১৯.০২.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/জি, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর : ঝলঝলিয়া, জেলা: মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞ এবং আর্থিক সঙ্গতিপন্ন প্রখ্যাত সংস্থা/এজেন্সি/ঠিকাদারদের নিকট থেকে ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস আহ্বান করা হচ্ছে : **কাজের নাম :** i) ''মালদা ডিভিসনে এসবিজি-বিজিপি শাখায় জিজিএ-এসএলএম স্টেশনের মধ্যে কিমি ২৮৬/৫-৬-তে এলসি গেট নং ৮/এসপিএল-এর পরিবর্তে সাবওয়ে নির্মাণের'' পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ। ii) ''মালদা ডিভিসনে বিজিপি-জেএমপি শাখায় এনএটি-একেএম স্টেশনের মধ্যে কিমি ৩১৪/৯-৩১৫/০-তে এলসি গেট নং ২৪-এর পরিবর্তে সাবওয়ে নির্মাণের'' পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ iii) ''মালদা ডিভিসনে বিজিপি-জেএমপি শাখায় এনএটি-একেএম স্টেশনের মধ্যে কিমি ৩১৬/৭-৮-তে এলসি গেট নং ২-এর পরিবর্তে সাবওয়ে নির্মাণের'' পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ iv) ''মালদা ডিভিসনে বিজিপি-জেএমপি শাখায় একেএন-এসজিজি স্টেশনের মধ্যে কিমি ৩২৫.৬৩৬-তে এলসি গেট নং ৭-এর পরিবর্তে সাবওয়ে নির্মাণের'' পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ v) ''মালদা ডিভিসনে বিজিপি-জেএমপি শাখায় এসজিজি-জিএনএনএ স্টেশনের মধ্যে কিমি ৩৩১.৬২৯-তে এলসি গেট নং ১১-এর পরিবর্তে সাবওয়ে নির্মাণের'' পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ vi) ''মালদা ডিভিসনে বিজিপি-জেএমপি শাখায় আরপিইউআর ইয়ার্ডে কিমি৩৫১/৮-৯-তে এলসি গেট নং ১৬-এর পরিবর্তে সাবওয়ে নির্মাণের'' পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ vii) ''মালদা ডিভিসনে বিজিপি-জেএমপি শাখায় জেএমপি-ডিআরটিপি স্টেশনের মধ্যে কিমি ৩৬১/৬-৭-তে এলসি গেট নং ১৬/এসপিএল-এর পরিবর্তে সাবওয়ে নির্মাণের'' পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ viii) ''মালদা ডিভিসনে জেএমপি-কেইইউ শাখায় জেএমপি-ডিআরটিপি স্টেশনের মধ্যে কিমি ৩৬২/৭-৮-তে এলসি গেট নং ১৭/এসপিএল-এর পরিবর্তে সাবওয়ে নির্মাণের'' পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ ix) ''মালদা ডিভিসনে জেএমপি-কেইইউ শাখায় এমএসডিএন-এএইচএ স্টেশনের মধ্যে কিমি ৩৭৭/৯-৩৭৮/০-তে এলসি গেট নং ২৩-এর পরিবর্তে সাবওয়ে নির্মাণের'' পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ x) ''মালদা ডিভিসনে জেএমপি- কেইইউ শাখায় এএইচএ-কেজেএইচ স্টেশনের মধ্যে কিমি ৩৮২/৬-৭-তে এলসি গেট নং ২৬-এর পরিবর্তে সাবওয়ে নির্মাণের'' পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ xi) ''মালদা ডিভিসনে জেএমপি- কেইইউ শাখায় এএইচএ-কেজেএইচ স্টেশনের মধ্যে কিমি ৩৮৬/৪-৫-তে এলসি গেট নং ২৭-এর পরিবর্তে সাবওয়ে নির্মাণের'' পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ xii) ''মালদা ডিভিসনে জেএমপি-কেএইউ শাখায় ডিএনআরই-কেইইউ স্টেশনের মধ্যে কিমি ৪০০/০-১-তে এলসি গেট নং ৩৪/এসপিএল-এর পরিবর্তে সাবওয়ে নির্মাণের'' পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ। xiii) ''মালদা ডিভিসনে বিজিপি-এমডিএলই শাখায় বিএইচএলবি-পিজেএলই স্টেশনের মধ্যে কিমি ৪১/১৪-১৫-তে এলসি গেট নং ২৯-এর পরিবর্তে সাবওয়ে নির্মাণের'' পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য :** ১,৩৮,৭৯,০৮৩.২০ টাকা। **বায়না অর্থ** ২,১৯,৪০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য :** শূন্য। **ই-টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময় :** ২৭.০২.২০২৬ তারিখ থেকে ১৩.০৩.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত। **ওয়েবসাইট বিবরণ ও নোটিসবোর্ড :** ওয়েবসাইট : www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড : সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউনের কার্যালয়। টেন্ডারদাতাগণকে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথি পড়ে দেখতে বলা হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হবে না।

MLD-341/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

রিভলভার 'দেখিয়ে' তৃণমূলে যোগ

শিবশংকর সূত্রধর ও অমৃতা দে

কোচবিহার ও দিনহাটা, ২৪ ফেব্রুয়ারি : বিজেপির প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতি তথা জেলা কমিটির সদস্য কমল বর্মনকে রিভলভার দেখিয়ে তুলে নিয়ে গিয়ে 'তৃণমূলে যোগ' দেওয়ানোর অভিযোগ উঠল। দিনহাটা-২ ব্লকের কিশামত দশগ্রামের শাসকদলের অঞ্চল সভাপতি অর্জুন বর্মন, যুব সভাপতি অভিজিৎ বর্মনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে এদিন সরব হয়েছেন কমল। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ ও ব্লক সভাপতি দীপক ভট্টাচার্যের মদতেই জোর করে তৃণমূলে যোগ দেওয়ানো হয়েছে বলে বিজেপির অভিযোগ। তাদের আরও অভিযোগ, নির্বাচন এগিয়ে আসতেই জেলার বিভিন্ন জায়গায় বিজেপির নেতা-কর্মীদের ভয় দেখিয়ে দলবদলে বাধ্য করা হচ্ছে। যদিও শাসকদল অভিযোগ মানতে নারাজ। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহর কথা, 'মিথ্যে বলা যাদের অভ্যাস তারা মিথ্যেই বলবে। যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে তা পুরোপুরি ভিত্তিহীন।'

সোমবার রাতে বামনহাটে দীপক ভট্টাচার্যের বাড়িতে দলীয় কর্মসূচিতে কমলের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিতে দেখা যায় দীপক ও অর্জুনকে। সেই সময় কমল বলেছিলেন, 'মণ্ডল সভাপতির দায়িত্ব পাওয়ার পর কিছুদিন আমি বসেছিলাম। এখন স্বেচ্ছায় তৃণমূলে যোগ দিলাম।' কিন্তু সেই ঘটনার কয়েকঘণ্টা পর মঙ্গলবার দুপুরে বিজেপির জেলা কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন তিনি। মাথায় রিভলভার ঠেকিয়ে, মারধর করে তাঁকে ভয় দেখিয়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়ার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বলে দাবি করেন তিনি। কমল বলেছেন, 'নিগমনগর বাজারে ওষুধ আনতে গিয়েছিলাম। তৃণমূলের অর্জুন বর্মন ও অভিজিৎ বর্মন সহ কয়েকজন আমাকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। অর্জুন রিভলভার দেখিয়েছিল। ভয় দেখিয়ে আমার হাতে তৃণমূলের পতাকা তুলে দিয়েছিল।'

বিজেপির অভিযোগকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অভিযোগ অস্বীকার করে দীপক বলেছেন, 'দিনহাটায় আমাদের এতটাও দুর্দিন আসেনি যে কাউকে জোর করে তৃণমূলে ঢোকাতে হবে। কমল বর্মন আগে বিজেপির মণ্ডল সভাপতি ছিলেন। এখন সেই দায়িত্বে নেই। দলে গুরুত্ব পাচ্ছিলেন না বলে তৃণমূলে যোগ দিতে চেয়েছিলেন। তাই নেওয়া হয়েছিল। এখন মনে হচ্ছে উনি এই নাটক করলেন।' একই কথা বলেছেন অর্জুনও। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগই অস্বীকার করেছেন তিনি।

বিজেপির জেলা সম্পাদক অজয় রায় তৃণমূলকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বলেছেন, 'উদয়ন গুহ যেভাবে সন্ত্রাস তৈরি করেছেন তাতে স্পষ্ট মানুষ ওঁদের পাশে নেই। আমরা আইনত পদক্ষেপ করব। তৃণমূলের গুন্ডাবাহিনীকে কীভাবে ঘরে ঢোকাতে হয় তা আমাদের জানা রয়েছে।' বিজেপির অভিযোগ, নির্বাচনের আগে দিনহাটায় সন্ত্রাস ছড়াতে ব্লক সভাপতি দীপক ভট্টাচার্য একটি 'মস্তান গ্রুপ' তৈরি করেছেন। যেখানে বড় শাকদলের প্রাক্তন প্রধান তাপস দাস, অর্জুন, অভিজিৎ সহ আরও বেশ কয়েকজন রয়েছেন।

■ বিজেপির প্রাক্তন মণ্ডল সভাপতিকে রিভলভার দেখিয়ে 'তৃণমূলে যোগ' দেওয়ানোর অভিযোগ

■ উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীর মদতে জোর করে তৃণমূলে যোগ দেওয়ানোর অভিযোগ

■ যদিও শাসকদল অভিযোগ মানতে নারাজ

কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক সুকুমার রায়ের বুথেও 'তৃণমূলে যোগদান' নিয়ে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার মধ্য কালারায়েরকুঠিতে তৃণমূলের কোচবিহার-২ ব্লক সভাপতি শুভঙ্কর দে'র মাধ্যমে কয়েকজন 'তৃণমূলে যোগদান' করেন। এরপরই সুকুমারবাবু অভিযোগ তুলে বলেছেন, 'তৃণমূলের কর্মীদেরই তৃণমূলে যোগ দেওয়ানো হচ্ছে। আর বলা হচ্ছে বিজেপির কর্মীরা যোগ দিয়েছেন।' পালটা অভিযোগ তুলে শুভঙ্কর বলেছেন, 'সুকুমার রায়ের বুথের বিজেপি কর্মীরা তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

গোধূলির রং।। ইসলামপুরের দক্ষিণ কদমগাছিতে ছবিটি তুলেছেন পূর্ণ দাস।

রংয়ের খেলায় মাতবেন মেয়র, বিধায়ক

জনসংযোগের প্রস্তুতি দোলে

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৪ ফেব্রুয়ারি : সামনেই দোল উৎসব। বিধানসভা ভোটের আগে দোলের সময়টা হাতছাড়া করতে চাইছেন না বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রীরা। উৎসবের আবহে জনসংযোগের প্রস্তুতি নিচ্ছেন তাঁদের অনেকেই। কেউ দলের তরফে এলাকায় ঘুরে উৎসবে যোগ দেবেন পরিকল্পনা করেছেন। শিলিগুড়ির কোনও কোনও নেতা আবার বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মাধ্যমে দোল উৎসবে শামিল হতে চাইছেন। কারও পরিকল্পনা দোলের শোভাযাত্রায় শামিল হওয়া। ফলে এই বছর দোলকে কেন্দ্র করে রংখেলার থেকে রাজনীতির খেলাই যে প্রাধান্য পেতে চলেছে নেতাদের কাছে, তা মনে করছেন অনেকেই।

শিলিগুড়ি মেয়র তৃণমূলের গৌতম দেব ডাবগ্রামে প্রার্থী হতে চান না বলে ইতিমধ্যেই ঘোষণা করে দিয়েছেন। শিলিগুড়ি আসনে দলের প্রার্থী হওয়াই তাঁর লক্ষ্য বলে গুঞ্জন রাজনৈতিক মহলে। তবে তিনি দোলের উৎসবে প্রত্যেকবারই শামিল হন, রংয়ের খেলায় মেতে ওঠেন। এবারও তা বাদ যাবে না বলে জানিয়েছেন। মেয়র বলেন, 'পুরনিগমের তরফে দোল উৎসব আয়োজন করা হয় না। আমিও দোল উৎসবের আয়োজন করি না। প্রত্যেক বছরের মতো এবারও অনেকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। সেখানে যাওয়ার চেষ্টা করব। নতুন করে কিছু করছি না।'

এবারও বিজেপির টিকিট পাওয়ার দৌড়ে রয়েছেন শিলিগুড়ির বর্তমান বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ। তিনিও একাধিক সংস্থার দোল উৎসবে যোগ দেবেন ঠিক করেছেন। শংকর বলছেন, 'বিভিন্ন জায়গা থেকে আমন্ত্রণ পাচ্ছি। নিজেও এলাকায় ঘুরে ঘুরে উৎসবে যোগ দেব।' তবে এর সঙ্গে রাজনীতির যোগ নেই বলে দাবি তাঁর।

■ দোলের উৎসবে রংয়ের খেলায় এবারও শামিল হবেন শিলিগুড়ির মেয়র

■ দোলের নানা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আগাম সূচি তৈরিতে ব্যস্ত মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক

■ জনসংযোগ এবং রং খেলায় মাতবেন ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক

রংখেলার প্রতিযোগিতায় বাদ নেই মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিজেপি বিধায়ক আনন্দময় বর্মনও। দোলের নানা অনুষ্ঠানে শামিল হবেন বলে তিনি এবার আগাম পরিকল্পনা করে রেখেছেন। আপাতত দোলের নানা অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আগাম সূচি তৈরিতে ব্যস্ত বলে জানিয়েছেন।

তৃণমূলের বিভিন্ন স্তরের নেতারাও আলাদা আলাদাভাবে দোলকে কেন্দ্র করে উৎসবের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। দলীয় সূত্রে খবর, মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, তৃণমূলের কর্মাধ্যক্ষ, সদস্য থেকে নেত্রী পাপিয়া ঘোষরা নিজেদের মতো করে দোল উৎসবে যোগ দেবেন। অরুণ বলছেন, 'ইতিমধ্যে আবির, রং কেনা শেষের পথে। দোল রংয়ের উৎসব। আমরা সেভাবেই মানুষের সঙ্গে উৎসবে শামিল হব।' তৃণমূলের রাজ্য সহ সভাপতি শংকর মালাকারের কথায়, 'প্রচুর আমন্ত্রণ পাচ্ছি। মাটিগাড়া-নকশালবাড়িতে বেশি সময় দেওয়ার চেষ্টা করব।'

ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু তো বিভিন্ন এলাকার নেতাদের ফোন করে দোল উৎসবের প্রস্তুতি নিতে বলছেন বলে জানিয়েছেন। তবে দুর্গার কথায়, 'উৎসব পালনে তো আর নির্দেশের প্রয়োজন হয় না। তবে দলের তরফে হবে। বিধায়ক হিসাবে আমার তরফ থেকেও জনসংযোগ হবে, খেলায় মাতব আমরা।'

ধোঁয়ায় সাময়িক বন্ধ পরীক্ষা

থানা চত্বরে অগ্নিকাণ্ড

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২৪ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার সকালে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটল নকশালবাড়ি থানা চত্বরে। ধোঁয়ায় ভরে যায় গোটা থানা সহ পাশেই স্কুল ও হাসপাতালের এলাকা। থানার পেছনে প্রাচীর ঘেঁষে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল এবং নন্দপ্রসাদ হাইস্কুল। অগ্নিকাণ্ডের সময় স্কুলে উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষা চলছিল। সেসময়ে গোটা স্কুল চত্বর ধোঁয়ায় ভরে যায়। ফলে পরীক্ষার রুম ছেড়ে বেরিয়ে আসেন পরীক্ষার্থী সহ শিক্ষকরা। কিছুক্ষণের জন্য পরীক্ষা বন্ধ থাকে। তবে এজন্য বাড়তি কোনও সময় পরীক্ষার্থীদের দেওয়া হয়নি বলে জানা গিয়েছে। সেসময়ে পরিস্থিতি এমন হয় যে, হাসপাতালে ভর্তি থাকা রোগীরাও আতঙ্কে বাইরে বেরিয়ে আসেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, থানায় থাকা পরীক্ষার প্রশ্নপত্রগুলি ঠিক আছে কি না জানতে ফোন আসে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ থেকে। তবে সেসবের ক্ষতি হয়নি। এদিকে, এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই।

থানার পেছনদিকে দীর্ঘদিন ধরে পড়ে রয়েছে বাজেয়াপ্ত করা যানবাহনগুলি। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে গোটা এলাকাটি আগাছায় ভরে গিয়েছে। সকাল ১১টা নাগাদ সেখানেই আগুন লাগে। ওই এলাকাতেই নকশালবাড়ি থানার ওসির আবাসন। এছাড়া একটি মোবাইল টাওয়ার ও জেনারেটর রুম রয়েছে। এই ঘটনায় থানার পেছনে বাজেয়াপ্ত করে রাখা বেশ কিছু বাইক পুড়ে গিয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন হঠাৎই থানার পেছনের অংশে ধোঁয়া ও আগুনের শিখা দেখা যায়। আগুনের তীব্রতা এতটাই ছিল যে, মুহূর্তের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ে সার দিয়ে রাখা বাইকগুলিতে। দ্রুত খবর দেওয়া হয় নকশালবাড়ি দমকলকেন্দ্রে। দমকলের দুটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসে। পুলিশ ও দমকলকর্মীদের প্রায় আধ ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে ততক্ষণে ২০টি বাইক ভস্মীভূত হয়ে যায়।

নকশালবাড়ি নন্দপ্রসাদ হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক কাজল দে বলছেন, 'যেখানে আগুন লেগেছে, তার পাশেই রয়েছে উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষার রুম। তখন উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষা চলছিল। ধোঁয়ায় ভরে যায় এলাকা। শেষে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকরা আতঙ্কে বেরিয়ে আসেন। আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পর ফের পরীক্ষা শুরু হয়।'

এদিকে নকশালবাড়ি দমকল দপ্তরের অফিসার ইনচার্জ নবরঞ্জন মণ্ডল বলেন, 'কীভাবে আগুন লেগেছে তা নিয়ে তদন্ত হচ্ছে।'

অনুমান করা হচ্ছে, কোনও গাড়িতে শর্টসার্কিটের ফলে ঘটনাটি ঘটেছে। আমরা পুরো বিষয়টি তদন্তের জন্য ফরেন্সিক টিমকে ডাকব।

অভিজিৎ বিশ্বাস *ওসি নকশালবাড়ি থানা*

এদিকে, নকশালবাড়ি থানার ওসি অভিজিৎ বিশ্বাস বলছেন, 'অনুমান করা হচ্ছে, কোনও গাড়িতে শর্টসার্কিটের ফলে ঘটনাটি ঘটেছে। আমরা পুরো বিষয়টি তদন্তের জন্য ফরেন্সিক টিমকে ডেকেছি।'

থানার প্রাচীর ঘেঁষে মহম্মদ সাজিদের ফলের দোকান রয়েছে। তাঁর কথায়, 'প্রথমেই বাইকের স্তূপ থেকে ধোঁয়া বের হতে থাকে। সেই সময় আমি দ্রুত আমার দোকানের জিনিসপত্র অন্য জায়গায় সরিয়ে নিয়ে যাই।'

নকশালবাড়ি থানা চত্বরে আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় দমকলকর্মী।

চোপড়ায় পুড়ল আটটি ঘর

চোপড়া, ২৪ ফেব্রুয়ারি : চোপড়ার চুটিয়াখোর গ্রাম পঞ্চায়েতের জাগিরবস্তি নিকলবাড়ি গ্রামে মঙ্গলবার সকালে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তিনটি পরিবারের আটটি কাঁচা ঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের সময় বাড়িতে অধিকাংশ লোকজন না থাকায় ঘরের আসবাবপত্র থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র বের করা সম্ভব হয়নি। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, দমকল আসতে দেরি করায় ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেড়েছে। চোপড়ায় দ্রুত একটি স্থায়ী দমকলকেন্দ্র স্থাপনের দাবি তুলেছেন। ঘটনাস্থলে যান বিধায়ক হামিদুল রহমান। স্থানীয়রা বিধায়কের কাছেও এলাকায় দমকলকেন্দ্র স্থাপনের দাবি তুলেছেন।

ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির সদস্যদের মধ্যে নূরজাহান খাতুন বলেন, 'ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠিয়ে দেওয়ার পর মাঠে গিয়েছিলাম। হঠাৎ চিৎকার শুনে দৌড়ে এসে দেখি ঘরবাড়ি দাউদাউ করে জ্বলছে। শুধু উঠোনে দুটো গোরুর বাঁধন ছাড়াতে পেরেছি। তাছাড়া ঘর থেকে আর কিছু বের করতে পারিনি। বাড়ির সমগ্র সামগ্রী পুড়ে গিয়েছে।' বাড়ির আরেক মহিলা লাভলি খাতুন বলছেন, 'ওই সময় আমরা বাড়িতে ছিলাম না। চোপড়ায় জমি রেজিস্ট্রি করার কাজে গিয়েছিলাম। বাড়ির ভেতর থেকে কোনও কিছু বাঁচাতে পারিনি। গ্রামবাসীরা এসে আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও মুহূর্তের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়দের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়।'

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য দারাজুল ইসলাম বলেন, 'চান আলি এবং তাঁর দুই ছেলের মোট আটটি কাঁচা ঘর পুড়ে গিয়েছে। মজুত থাকা ধান, চাল, নগদ টাকা ছাড়াও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পুড়ে নষ্ট হয়ে গিয়েছে।'

এলাকার উপপ্রধান মহম্মদ সুলেমান বলছেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে খাদ্যসামগ্রী দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনীয় আরও কিছু জিনিসপত্র দেওয়া হবে।' খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় চোপড়া থানার পুলিশ ও ইসলামপুর থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন। আগুন কীভাবে লেগেছে তা পরিষ্কার হয়নি। বিধায়ক বলেন, 'জমি অধিগ্রহণ থেকে শুরু করে সব কাজ এগিয়ে রাখা হয়েছে। এলাকায় যাতে দ্রুত দমকলকেন্দ্রের কাজ শুরুর ব্যবস্থা করা হয়, এব্যাপারে দমকলমন্ত্রীকেও জানানো হয়েছে। আশা করা যায়, দ্রুত টেন্ডার প্রক্রিয়ার কাজ শুরু হবে।'

নষ্ট বহু গাছ

ফাঁসিদেওয়া, ২৪ ফেব্রুয়ারি : লিম্বুটারি এলাকায় বনসৃজন প্রকল্পের অধীনে ৫ একর এলাকাজুড়ে থাকা গাছে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। মঙ্গলবার রাতে হঠাৎই স্থানীয় বাসিন্দারা বন বিভাগের গাছগুলিতে দাউদাউ করে আগুন জ্বলতে দেখেন। খবর পেয়ে কার্সিয়াং বন বিভাগের ঘোষপুকুর রেঞ্জের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছান। স্থানীয়দের সহযোগিতায় দীর্ঘক্ষণের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। বন বিভাগ সূত্রে জানা গিয়েছে, বহুমূল্য অনেক গাছ পুড়ে গিয়েছে। আগুন লাগার সঠিক কারণ এখনও জানা যায়নি। তবে কেউ ধূমপান করে সিগারেট বা বিড়ির জ্বলন্ত অংশ ফেলে দেওয়ায় এই বিপত্তি ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে।

ডেঙ্গিমুক্ত

নকশালবাড়ি, ২৪ ফেব্রুয়ারি : নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৬টি সংসদকে ডেঙ্গিমুক্ত ঘোষণা করা হল। মঙ্গলবার নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ে একটি অনুষ্ঠান করে স্বাস্থ্যকর্মীদের এজন্য সংবর্ধনা দেন প্রধান, উপপ্রধান সহ পঞ্চায়েত সদস্যরা। গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিআরপি এবং ভেক্টর কন্ট্রোল টিমের নিরলস পরিশ্রমের ফলেই এলাকাকে ডেঙ্গিমুক্ত করা সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধান জয়ন্তী কিরো।

সরঞ্জাম বিতরণ ঘিরে তর্জা

ফাঁসিদেওয়া, ২৪ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের লিউসিপাকড়ি এলাকায় কেন্দ্রীয় সরকারের সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়নমন্ত্রকের সহায়তায়, দুঃস্থ ও বিশেষভাবে সক্ষমদের হাতে হুইলচেয়ার এবং অন্য সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্টের উদ্যোগে এই কর্মসূচিটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকার কথা ছিল সাংসদের। কিন্তু তিনি উপস্থিত থাকতে না পারায় ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু এই কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন।

এই কর্মসূচিকে তৃণমূলের তরফে 'নির্বাচনি চমক' বলে তোপ দাগা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের দার্জিলিং জেলা (সমতল) চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল বলেন, 'ভোটের আগে বিজেপি বরাবর এমন কর্মসূচির আয়োজন করে। এগুলো নির্বাচনি গিমিক ছাড়া আর কিছু না। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাজ্যের ২ লক্ষ কোটি টাকার বেশি বকেয়া রয়েছে। বিজেপির এমএলএ, এমপিদের উচিত আগে সেই বকেয়া টাকা আদায় করে নিয়ে আসা।' তিনি যোগ করেন, 'মুখ্যমন্ত্রী সারাবছর মানুষের জন্য কাজ করেন। বিজেপি শুধুই ভোটের সময় আসে।'

বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতি অরুণ মণ্ডল বলেন, 'এই কর্মসূচি পূর্ব পরিকল্পিত।' তিনি কটাক্ষ করে বলেন, 'তৃণমূল সারাবছর তোলাবাজি করে। যেখানে পয়সা হাতানোর সুযোগ আছে, তৃণমূল শুধুমাত্র সেখানেই কর্মসূচির আয়োজন করে।' অনুষ্ঠানে দুর্গা রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। তিনি বলেন, 'রাজ্য সরকার সাধারণ মানুষকে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ। সম্প্রতি চিকনমাটি, বিধাননগর ও পেটকির মতো এলাকায় একের পর এক চুরির ঘটনা ঘটছে। সোমবার রাতে এক সেনাকর্মীর বাড়িতে লুট হয়েছে।' তিনি যোগ করেন, 'পুলিশের কাছে অপরাধীদের যাবতীয় তথ্য থাকা সত্ত্বেও, ড্রাগ মাফিয়া এবং গোরু পাচারকারীদের বিরুদ্ধে কোনও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। পুলিশকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে।'

প্রশ্নে বিজেপির দীপক

পদ নেই, তবুও গাড়িতে ফলক

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৪ ফেব্রুয়ারি : দলীয় পদের বদল হয়েছে। কিন্তু তাঁর গাড়িতে লাগানো ফলকের বদল হয়নি। তিনি এখন রাজ্য বিজেপির সহ সভাপতি। কিন্তু ফালাকাটার বিজেপি বিধায়ক দীপক বর্মনের গাড়িতে এখনও রাজ্য সাধারণ সম্পাদকের ফলক লাগানো। অথচ তিনি বর্তমানে সেই দায়িত্বে নেই। তাসত্ত্বেও দীপক গাড়িতে দলের সাধারণ সম্পাদকের ফলক লাগিয়ে ঘুরছেন।

এ বিষয়ে রাজ্য বিজেপির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক বাপি গোস্বামীর বক্তব্য, 'দীপকদা আমাদের নেতা। আমি সাধারণ সম্পাদকের হওয়ায় উনি খুশিই হয়েছেন।'

আর দীপক বলছেন, 'কেউ তো অভিযোগ করেননি। কেউ বিতর্ক তৈরি করতে চাইলে লাভ হবে না। ফলক খুললেই খোলা যেতে পারে।' তিনি জানিয়েছেন, নির্বাচনি বিধি কার্যকর হলে সব বোর্ড খুলে ফেলতে হবে। সেই ভেবে আর বোর্ড খোলেননি বলে তাঁর দাবি।

বিজেপির একাংশের অভিযোগ, ভোটের আগে বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে বেশকিছু নাম প্রার্থীর দৌড়ে উঠে আসছে। তা নিয়ে কোন্দলের আশঙ্কা করছেন নেতাদের অনেকে। তার মধ্যে দলীয় পদের অপব্যবহার হলে কোন্দল আরও বাড়তে পারে। দলের একাংশের অভিযোগ, দীপক সাধারণ সম্পাদক পদ ছাড়তে রাজি ছিলেন না। কিন্তু তাঁকে পদ থেকে সরিয়ে নিজের বিধানসভা এলাকায় মনোযোগ দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি।

বিজেপির রাজ্য সভাপতি বদলের পরেও পুরানো লবির প্রাধান্য ছিল বেশ কিছুদিন। এই পরিস্থিতিতে ভোটের কয়েক মাস আগে বিজেপির নতুন রাজ্য কমিটি ঘোষণা হয়। সেসময় দীপককে সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এখনও কি দীপক তাঁর লবির জোর খাটিয়ে যেতে ফলক ব্যবহার করছেন?

■ দীপক বর্মনের গাড়িতে এখনও রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদকের ফলক লাগানো রয়েছে

■ অথচ বর্তমানে তিনি আর ওই পদে নেই

■ প্রভাব খাটাতেই সেই ফলক সরানো হয়নি বলে মনে করছেন অনেকে

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক রাজ্য বিজেপির আরেক নেতার কথায়, 'দলের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে থাকলে টিকিট পাবেন না, সেরকম নিয়ম নেই। তবে কোর কমিটির দায়িত্বে থাকলে ভোটের প্রচুর দায়িত্ব সামলাতে হয়। সেদিক থেকে গুরুদায়িত্বে থাকাদের বিধানসভা নির্বাচনে দলের টিকিটের আশা থেকে দূরে থাকতে বলা হয়েছে।'

গৌতমকে চ্যালেঞ্জ বাম নেতার

শিলিগুড়ি, ২৪ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি শহরের উন্নয়নমূলক কাজ বন্ধ থাকার অভিযোগ তুলে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত পুর বোর্ডকে দুষলেন বাম কাউন্সিলাররা। মঙ্গলবার দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে সিপিএম নেতৃত্ব দাবি করে, এই পুর বোর্ড মানুষের প্রত্যাশা পূরণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। শহরের উন্নয়ন নিয়ে বিতর্ক সভায় বসার জন্য মেয়র গৌতম দেবকে 'ওপেন চ্যালেঞ্জ' ছুড়ে দিয়ে কাউন্সিলার তথা সিপিএমের দার্জিলিং জেলার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য মুন্সী নুরুল ইসলাম বলেন, 'শহরে বাম পুর বোর্ড থাকাকালীন সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। বর্তমান বোর্ডের তরফে শুধু মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। কিছু কাজ করে না।' যদিও সিপিএমের অভিযোগ নিয়ে মেয়র গৌতম দেব বলছেন, 'এসব মিথ্যা অভিযোগ তুলে যদি কেউ খুশি থাকে, তাহলে সে খুশি থাকুক। আমার কিছু বলার নেই।'

শহরের উন্নয়ন প্রসঙ্গে নুরুল ইসলাম তৃণমূলের পাশাপাশি বিজেপিকেও সরাসরি বিতর্ক সভায় বসার জন্য চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন। তবে, সিপিএম কাউন্সিলাররা সাংবাদিক বৈঠক ডেকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেও বোর্ড সভা এবং বাজেট বিতর্কে তাঁদের নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কাউন্সিলাররা পুরনিগমের ভিতরে সেভাবে প্রতিবাদ, প্রতিরোধে সোচ্চার হতে পারছেন না বলেও দলের অন্দরে চর্চা চলছে।

বিধানসভার ভোটের আগে নিজেদের মাটি শক্ত করতে প্রায় প্রতিটি রাজনৈতিক দলই রাস্তায় নেমেছে। তৃণমূলের তরফে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে 'উন্নয়নের পাঁচালি' পড়ে নিজেদের উন্নয়নমূলক কাজগুলো সাধারণ মানুষের কাছে তুলে ধরা হচ্ছে। পিছিয়ে নেই বিজেপিও। 'মোদির চিঠি'-র মাধ্যমে দলের তরফে প্রচারপত্র বিলি করা হচ্ছে। সিপিএমও 'মানুষের কাছে চলো' নাম দিয়ে জনসংযোগে বেরিয়েছে। সিপিএমের অভিযোগ, পুরনিগম, শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (এসজেডিএ) এবং উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর কেউই কোনও কাজ করছে না। অথচ একটা সময় শহরের উন্নয়নে এসজেডিএ'র অপরিসীম ভূমিকা ছিল। কিন্তু তৃণমূলের সরকার আসার পরে এসজেডিএ-তে বিপুল আর্থিক দুর্নীতি হয়েছে। মানুষের উন্নয়নে কোনও কাজ হয়নি।

ইন্টারভিউ ২ মার্চ

শিলিগুড়ি, ২৪ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যের ১১টি মেডিকেল কলেজে অধ্যক্ষের পদ ফাঁকা রয়েছে। অস্থায়ী অধ্যক্ষ দিয়ে কলেজগুলি চালানো হচ্ছে। এর মধ্যে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গ এবং উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল রয়েছে। এই মেডিকেল কলেজগুলিতে স্থায়ী অধ্যক্ষ দেওয়ার লক্ষ্যে বা শূন্যপদ পূরণে গত বছরের অক্টোবর মাসে ইচ্ছুক অধ্যাপক চিকিৎসকদের কাছ থেকে আবেদনপত্র নিয়েছিল রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর। তারপর বেশ কয়েকমাস কেটে গেলেও নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও উচ্চবাচ্য হয়নি।

অবশেষে মঙ্গলবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ২ মার্চ আবেদনকারীদের ইন্টারভিউয়ের জন্য স্বাস্থ্য ভবনে ডাকা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২ মার্চ স্বাস্থ্য ভবনের চারতলায় নিয়োগ কমিটির সামনে প্রত্যেক আবেদনকারীকে উপস্থিত হতে হবে।

প্রসঙ্গত, অধ্যক্ষ পদে আবেদনকারীদের তালিকায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের পাঁচজন অধ্যাপক চিকিৎসক রয়েছেন।

দেবের শুটিংয়ে হাসপাতালে হয়রানি

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ২৪ ফেব্রুয়ারি : অ্যাম্বুল্যান্স বাইক দাদার বায়োপিক নিয়ে বিতর্ক যেন থামারই নয়। করিমুলের ভূমিকায় অভিনেতা দেব অভিনয় করছেন। তাঁকে নিয়েই সিনেমা, অথচ খোদ তিনিই শুটিংয়ে আমন্ত্রণ পাননি বলে করিমুল দাবি করেছেন। এনিয়ে বেশ বিতর্ক হয়েছে। তবে এখানেই সমস্যার শেষ নয়। মঙ্গলবার মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে এই সিনেমার শুটিং নিয়ে দিনভর বেশ উত্তেজনা ছড়ায়। শুটিংয়ের 'দাপটে' হাসপাতালের স্বাভাবিক কাজকর্ম কার্যত শিকেয় ওঠে। রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের ব্যাপক ভোগান্তির শিকার হতে হয়। পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, শুটিং টিমের সদস্যরা হাসপাতালের কর্মী ও অ্যাম্বুল্যান্সচালকদের সঙ্গে সরাসরি বচসায় জড়ান। এদিকে, বুধবার জাতীয় সড়কে শুটিং হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও, এখনও পর্যন্ত তার কোনও প্রশাসনিক অনুমতি নেওয়া হয়নি বলেই খবর।

অন্যদিনের তুলনায় এদিন মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। তবে সেখানে চিকিৎসা পরিষেবা নিতে আসা রোগীর চেয়ে দেবের ভক্তদের সংখ্যাই বেশি ছিল। সাধারণ মানুষের কাছে ডাক্তার দেখানোর চেয়ে শুটিং দেখা যেন অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। সকাল সাড়ে ৫টা নাগাদ দেবের শুটিং টিম মালবাজারে এসে পৌঁছায়। তারা এসেই দ্রুত শুটিংয়ের প্রস্তুতি শুরু করে দেয়। সকাল সাড়ে ৮টার দিকে দেব যখন হাসপাতাল চত্বরে প্রবেশ করেন, তখন রোগীদের পরিজনদের ভিড় উপচে পড়ছিল। সেই সময় অনেকেই রোগীদের জন্য খাবার নিয়ে ওয়ার্ডে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু হাসপাতালের প্রবেশপথে ব্যাপক ভিড় থাকায় সাধারণের চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায়। মূল দুটি প্রবেশপথের মধ্যে একটি সকাল থেকেই পুলিশ বন্ধ করে দিয়েছিল। একটিমাত্র পথ খোলা থাকায় টোটো ও অন্যান্য যানবাহন চলাচলে ব্যাপক সমস্যা দেখা দেয়। শুটিংয়ের কারণে হাসপাতালের পরিষেবা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়। এমনকি কর্তব্যরত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীদের অনেককেই কাজ ফেলে শুটিং দেখতে ভিড় করতে দেখা যায়।

সোমবার রাত থেকেই হাসপাতাল চত্বরে বেশ কিছু অ্যাম্বুল্যান্স দাঁড়িয়ে ছিল। এদিন সকালে শুটিং টিম আচমকাই সেগুলিকে হাসপাতাল চত্বর থেকে বের করে দেয়। অ্যাম্বুল্যান্স সংগঠনের অভিযোগ, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ এই শুটিং নিয়ে তাদের আগাম কিছুই জানায়নি। দেব এদিন মেটেলির একটি বেসরকারি রিসর্ট থেকে ভিআইপি কনভয় নিয়ে বের হন। মালবাজার হাসপাতালের কাছে জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা সাংবাদিকরা তাঁর ছবি তুলতে গেলে শুটিং টিমের বাধার মুখে পড়েন। অভিযোগ, শুটিং টিমের এক মহিলা কর্মী সাংবাদিকদের মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়ার হুমকি দেন ও তাঁদের 'বেয়াদপ' বলে সম্বোধন করেন। পুলিশের উপস্থিতিতেই এই ঘটনা ঘটে। অ্যাম্বুল্যান্সচালক সুবল দে বলেন, 'হাসপাতাল থেকে অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে বাইরে বের হতে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে পড়ে যাই। শুটিং টিমের এক মহিলা সদস্য এসে খুব অভদ্রভাবে আচরণ করেন।' হেনস্তার শিকার সাংবাদিকরা ইতিমধ্যেই মহকুমা শাসকের পাশাপাশি মালবাজার থানার আইসির কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছেন।

মালবাজার সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে সিনেমার শুটিং দেখতে ভিড়।

প্রতি বুথে ৩০-৪০ বাদ, চিন্তায় শাসক

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যের প্রায় প্রতিটি বুথে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির কারণ দেখিয়ে অন্তত ৩০ থেকে ৪০টি করে নাম বাদ গিয়েছে। তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ সমীক্ষায় এই তথ্য উঠে এসেছে। এই নাম বাদ যাওয়ার ফলে বিধানসভায় অন্তত কম-ব্যবধানে এগিয়ে থাকা বা পিছিয়ে থাকা আসনগুলিতে ফলাফলে ব্যাপক পরিবর্তন হতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন তৃণমূল নেতারা। তাই প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ গেলে তা নিয়ে বিচার ব্যবস্থার দ্বারস্থ হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দল। তৃণমূলের দাবি, বাদ যাওয়া ভোটারদের অধিকাংশ তাদের ভোটার। এই প্রেক্ষাপটে প্রকৃত ভোটারদের চিহ্নিত করতে এবং গণতান্ত্রিক অধিকার সুনিশ্চিত করতে তৃণমূল বিশেষ যাচাই প্রক্রিয়া শুরু করেছে। এই তালিকা জুডিশিয়াল অফিসারদের হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। তৃণমূলের অভিযোগ, প্রকৃত ভোটারদের নাম ইচ্ছাকৃতভাবে ৭ নম্বর ফর্ম জমা করে বাদ দেওয়া হয়েছে কমিশনের মদতে।

এই পরিস্থিতির মোকাবিলায় তৃণমূল বুথ স্তরে যে যাচাইপ্রক্রিয়া শুরু করেছে, তার পিছনে মূলত তিনটি কারণ রয়েছে। তাই বাড়ি-বাড়ি গিয়ে ভোটারদের তালিকা মিলিয়ে দেখা এবং ফের তাঁদের নাম নথিভুক্ত করা এখন তৃণমূলের প্রধান লক্ষ্য। দ্বিতীয়, এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দলের বুথ লেভেল কর্মীদের আরও সক্রিয়া করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে পরীক্ষা করার মাধ্যমে জনসংযোগ বৃদ্ধির একটি মোক্ষম সুযোগ থাকবে। তৃতীয়, সঠিক তথ্য সংগ্রহ করে নির্বাচন কমিশনের কাছে জোরালো সওয়াল করতে চায় তৃণমূল। যদি তথ্য সহ প্রমাণ করা যায় যে, প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ গিয়েছে, তবে তা কমিশনের ওপর নতুন করে চাপ তৈরি করবে। তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ সমীক্ষা বলছে শুধু সংখ্যালঘু নয়, আদিবাসী, নমশূদ্র, নস্যশেখ, মতুয়া সম্প্রদায়ের নামও তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাই এই সম্প্রদায়ের নেতাদের সামনের সারিতে আনতে চাইছে তৃণমূল।

■ ৭ নম্বর ফর্ম জমা দিয়ে প্রকৃত ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চক্রান্ত হচ্ছে বলে তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ সমীক্ষা

■ বাড়ি বাড়ি গিয়ে তালিকা যাচাই করার নির্দেশ বুথ স্তরের কর্মীদের

■ এর মাধ্যমে জনসংযোগও বাড়ানো যাবে বলে ধারণা দলের

নস্যশেখ ওয়েলফেয়ার বোর্ডের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি মহম্মদ সারওয়ার্দি বলেন, 'ইচ্ছাকৃতভাবে বুথ পিছু ৩০ থেকে ৪০ জন ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে। আমরা তার তথ্য সংগ্রহ করে কমিশনের ওপর চাপ তৈরি করব।' নমশূদ্র ওয়েলফেয়ার বোর্ডের চেয়ারম্যান মুকুল বৈরাগ্য বলেন, 'প্রকৃত ভোটারদের নাম ৭ নম্বর ফর্ম জমা দিয়ে বাদ দেওয়া হয়েছে। কমিশনের মদতে বিজেপি এটা করেছে। আমরা যাচাই শুরু করেছি।' রাজ্যের বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা বলেন, 'পরিকল্পিতভাবে এই ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। আমরা যাচাই করে নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দেব। তাঁদের ভোটাধিকার সুরক্ষিত রাখতেই হবে।'

তৃণমূলের যাচাইপ্রক্রিয়া যদি সফল হয়, তবে তা বাদ পড়া ভোটারদের তালিকায় ফেরাতে সাহায্য করবে এবং নির্বাচনের ময়দানে তাদের সুবিধাজনক অবস্থায় রাখবে।

তবে কি হাজার বিচারক?

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারি : বিচারপতিদের হাতে এসআইআরের বিতর্কিত তালিকার দায়িত্ব বর্তানোর পর নিষ্পত্তি নিয়ে সংশয়ে তৃণমূল। মঙ্গলবার সুপ্রিম নির্দেশে এই রায়ে জয় দেখলেও ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত তালিকা (আংশিক) প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত স্বস্তি নেই তৃণমূল শিবিরে। বিজেপি এদিনও স্পষ্ট করে দিয়েছে, এসআইআর সম্পূর্ণ করেই ভোট করতে হবে। তৃণমূলের উচ্ছ্বাসকে কটাক্ষ করলেও বিজেপিও তাকিয়ে আছে ২৮-এর দিকেই।

সন্দেহজনক তালিকার নিষ্পত্তিতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে জুডিসিয়াল অফিসার নিয়োগ সংক্রান্ত বৈঠকের পর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন, পর্যাপ্ত অফিসার না পেলে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি শেষ করা সম্ভব হবে না। সেই চিঠিতেই জরুরি ভিত্তিতে এদিন ফের শুনানি করে সুপ্রিম কোর্ট। শুনানিতে বেশ কিছু রায় ও পর্যবেক্ষণ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। তার মধ্যে অন্যতম জুডিসিয়াল অফিসারদের নথি নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ইআরও, এইআরওরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করবেন, মাইক্রো অবজার্ভাররা নয়। সুপ্রিম এই নির্দেশে সিঁদুরে মেঘ দেখছে বিজেপি। এদিন রায় ঘোষণার পর নবান্ন থেকে রাজ্য সরকারের প্রতিক্রিয়ার পরেই সিইও দপ্তরে ছুটে গিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। পরে শুভেন্দু বলেন, রাজ্যের ৭০-৮০ শতাংশ ইআরও, এইআরওরা ভালো। দু-চারজনের জন্য রাজ্যের অন্তত ৭ ইআরও, এইআরওর মাথায় কমিশনের খাঁড়া ঝুলছে। ওঁরা বুঝতে পেরেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওঁদের বাঁচাবেন না। তাই আশা করি মুখ্যসচিব বা তৃণমূলের বশংবদ জেলা শাসকদের নির্দেশে তাঁরা ভুল করবেন না।

মঙ্গলবার থেকে সন্দেহজনক তালিকা পরীক্ষা শুরু করেছেন জেলা জজরা। কিন্তু এই তালিকায় মোট কত নাম রয়েছে, তা নিয়ে খোলসা করছে না কমিশন। সুপ্রিম কোর্টে জুডিসিয়াল অফিসারদের নিষ্পত্তির জন্য প্রথমে ৪৫ লক্ষের তালিকার কথা জানালেও পরে দফায় দফায় সেই সংখ্যা বেড়েছে। নিষ্পত্তি নিয়েও ধোঁয়াশা রয়েছে। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছিলেন ২৫০ জন জুডিসিয়াল অফিসার যদি প্রতিদিন প্রত্যেকে ২৫০টি করেও নিষ্পত্তি করেন তাহলেও ৫০ লক্ষের নিষ্পত্তি করতে অন্তত ৮০ দিন লাগবে। এরপরই প্রয়োজনে ভিনরাজ্য থেকে জেলা জজ নিয়োগের জন্য হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে নির্দেশ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। তার প্রেক্ষিতেই এদিন ওডিশা ও ঝাড়খণ্ড থেকে জেলা জজ নিয়োগের জন্য প্রাথমিক তালিকা তৈরি করা শুরু করে দিয়েছে হাইকোর্ট। এই নির্দেশ দিতে গিয়ে সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যাতে অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করে ভোটাধিকার নিশ্চিত করাই এর লক্ষ্য। এদিন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেছেন, '৮০ দিন লাগুক বা ১৮০ দিন লাগুক এসআইআর সম্পূর্ণ করেই ভোট করতে হবে। ফর্ম-৭ সংক্রান্ত প্রতিটি অভিযোগ গ্রহণ ও তার নিষ্পত্তি করেই ভোট করতে হবে।' কিন্তু হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ ও জুডিসিয়াল শুনানির বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষিতে এই দাবি পূরণ করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভোট সম্ভব কি না তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। যদিও এদিন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল বলেছেন, 'জুডিসিয়াল নিষ্পত্তির জন্য ৬০ লক্ষ নামের তালিকা দেওয়া হয়েছে। মোট ১ হাজার জুডিসিয়াল অফিসার নিয়োগ করার চেষ্টা করছেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। ২৮ ফেব্রুয়ারির পরে যেমন যেমন নিষ্পত্তি হবে সেই মতো তালিকাও প্রকাশ করা হবে। মনোনয়ন জমা দেওয়া শুরুর আগের দিন পর্যন্ত যত নামের নিষ্পত্তি হবে তাঁরা সবাই ভোট দিতে পারবেন।' এদিন সিইও দপ্তরে অভিযোগ জানাতে এসে তৃণমূলী বিএলওদের বিক্ষোভের মুখে পড়েন শুভেন্দু। 'চোর চোর'-এর পালটা শুভেন্দুর 'জয় শ্রী রাম', 'হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই' স্লোগানে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি হয়।

মনোজ পন্থকে গ্রেপ্তারের দাবি

কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারি : হাইকোর্টের বৈঠকে মনোজ পন্থের হাজির থাকা নিয়ে প্রশ্ন তুলল বিজেপি। সুকান্ত মজুমদারের দাবি, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ লঙ্ঘন করে এক্তিয়ার বহির্ভূতভাবে বৈঠকে যোগ দিয়েছেন মনোজ পন্থ। এজন্যে কমিশনের উচিত, তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর করে গ্রেপ্তার করা। মঙ্গলবার পন্থের বিরুদ্ধে সিইও দপ্তরে অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী।

ফুলে ফুলে ঢলে ঢলে... মঙ্গলবার নদিয়ায়। ছবি : পিটিআই

কোর্টে বোমা, মেইলে আতঙ্ক

রিমি শীল

কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যজুড়ে নিম্ন আদালতগুলিতে মঙ্গলবার বোমাতঙ্ক ছড়ানোর ঘটনায় নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার আশ্বাস দিয়েছে রাজ্য পুলিশ প্রশাসন। এদিন কলকাতা সহ একাধিক জেলার নিম্ন আদালতগুলিতে বোমা রাখার হুমকি ই-মেল পাঠানো হয়। সিটি সিভিল আদালত, আসানসোল জেলা আদালত, দুর্গাপুর মহকুমা আদালত, চুঁচুড়া আদালত, বহরমপুরে জেলা দেওয়ানি ও দায়রা আদালতেও বোমাতঙ্ক ছড়িয়েছে। সমস্ত জায়গায় বম্ব স্কোয়াড ও পুলিশ বাহিনী তল্লাশি চালিয়েছে। রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তী নবান্নে সাংবাদিক সম্মেলন করে বলেন, 'এই ই-মেল নজরে আসার পরেই পুলিশ সক্রিয় হয়েছে। আতঙ্ক তৈরির জন্যই ভুয়ো আইডি থেকে এই ই-মেল পাঠানো হয়েছে।' রাজ্য পুলিশের ডিজি পীযূষ পান্ডে বলেন, 'ইতিমধ্যেই রাজ্য ও কলকাতা পুলিশের সাইবার ক্রাইম সেল ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। আইপি অ্যাড্রেস খতিয়ে দেখে খুব শীঘ্রই অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে।'

এসআইআরের কাজ শুরু করেছেন বিচারকরা। তারই মধ্যে এই ধরনের উড়ো মেলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। জানা গিয়েছে, ই-মেলে দাবি করা হয়, সিটি সিভিল কোর্টে বোমা রাখা হয়েছে। তার পরই গোটা বিল্ডিং খালি করে তল্লাশি চালায় পুলিশ। তবে সন্দেহজনক কিছু উদ্ধার করা যায়নি। কলকাতা নগর ও দায়রা আদালতেও হুমকি মেল আসে। তল্লাশি চালান পুলিশ আধিকারিকরা। তেমনই পশ্চিম বর্ধমান জেলা ও দায়রা জজ আদালতে মুখ্য বিচারকের কাছে সকাল ১১টা নাগাদ মেল করে হুমকি দেওয়া হয়। ঘটনাস্থলে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশের ডিসি সেন্ট্রাল ধ্রুব দাস সহ অন্যরা তল্লাশি শুরু করেন।

আসানসোল জেলা আদালতের জেলা বিচারক দেবপ্রসাদ নাথ জানান, এই ই-মেল ভুয়ো। আতঙ্ক তৈরি করার জন্য এটি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, বাংলায় লেখা তামিলনাড়ু থেকে আসা এই মেলে আদালতে আরডিএক্স লাগানো রয়েছে বলে দাবি করা হয়। জেলা বিচারকের তরফে দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারকে জানানো হয়। তবে তল্লাশিতে সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি। দুর্গাপুর মহকুমা আদালতেও এদিন বোমাতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। হুগলির চুঁচুড়া আদালতে জেলা বিচারকের কাছে মেল করা হয়। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের স্পেশাল ব্রাঞ্চ তল্লাশি চালায়। চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার কোটেশ্বর রাও জানান, আদালত চত্বরে নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যদিও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, এই ঘটনার নেপথ্যে জামাতের হাত আছে। এনআইএ-র মাধ্যমে তদন্ত হোক।

ধীরগতিতে কাজ, ফের বানভাসির শঙ্কা ঘাটালে

কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারি : দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ শুরু হলেও তিন মাস পার হওয়ার পর কাজের অগ্রগতি নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। গত ডিসেম্বর থেকে শিলাবতী নদীর নিম্নাংশ সংস্কারের কাজ শুরু হলেও ৫০০ মিটারও এখনও ড্রেজিং সম্পূর্ণ হয়নি। তার ফলে বাসিন্দাদের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে। এইরকম ঢিমে তালে কাজ চললে আগামী বর্ষায় এই এলাকা ফের বন্যা কবলিত হবে বলেই আশঙ্কা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ইতিমধ্যেই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ সংগ্রাম কমিটি বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের দ্বারস্থ হয়েছে।

ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান শুধু একটি সেচ প্রকল্প নয়, এটি এই অঞ্চলের একটি বড় রাজনৈতিক হাতিয়ার। মুখ্যমন্ত্রী এই প্রকল্পের উদ্বোধন করে বিধানসভা নির্বাচনের আগে বড় চমক দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতিতে কাজের মন্থর গতি এবং ওয়ার্ক অর্ডার অনুযায়ী অগ্রগতি না হওয়া প্রশাসনের সমন্বয়হীনতাকেই

প্রশ্নে মাস্টার প্ল্যান

প্রকট করছে বলে মনে হচ্ছে রাজনৈতিক মহলের। নদীগর্ভ থেকে অবৈধ নির্মাণ সরানো বা মাটি ফেলার জায়গা চিহ্নিতকরণের মতো প্রাথমিক কাজগুলি নিয়েও জটিলতা রয়েছে। ইতিমধ্যেই ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান রূপায়ণ কমিটি সোমবার সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়ার কাছে এই নিয়ে স্মারকলিপি জমা দিয়েছে।

সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণচন্দ্র নায়েক বলেন, 'যথাযথ ড্রেজিং এবং বাঁধ নির্মাণ না হলে আগামী বর্ষায় ঘাটাল মহকুমার আবারও জলের তলায় যাওয়ার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। যদি বর্ষার আগে শিলাবতী ও কংসাবতী নদীর সংস্কার আশানুরূপ না হয়, তাহলে এলাকার মানুষের উপকার হবে না।' আর এটাই তৃণমূলের কাছে আশঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করতে সেচ দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার এতদিন এই প্রকল্পের কাজ করেনি। রাজ্য উদ্যোগ নিয়ে কাজ শুরু করেছে। ফলে রাজ্য সরকারের সদিচ্ছা রয়েছে।'

বাম-আইএসএফ রফা আজ

কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভা নির্বাচনে বাম ও আইএসএফের আসন রফা নিয়ে জট কাটাতেই পারল না তারা। আইএসএফ যা আসন দাবি করেছে, সিপিএম তা ছাড়তে নারাজ। মঙ্গলবারও আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসুর উপস্থিতিতে বৈঠক হয় আইএসএফের। বিধায়ক নৌসাদ সিদ্দিকী জানিয়েছেন, বুধবার এই নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে।

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে দেগঙ্গা আসন সিপিএম আইএসএফকে ছাড়লেও ফরওয়ার্ড ব্লকের তরফে প্রার্থী দেওয়া হয়। এই ঘটনা যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়, তা নিয়ে এই বৈঠকে আলোচনা হয়েছে। জেলাভিত্তিক সমীকরণ খতিয়ে দেখে প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করা হবে। একাধিক দল আইএসএফের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। কিন্তু জোটের বিষয়ে নৌসাদ জানিয়ে দিয়েছেন, যাঁরা জোটে সামিল হতে চায় তাদের বামফ্রন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৭৭ সংখ্যা, বুধবার, ১২ ফাল্গুন ১৪৩২

সুস্থ গণতন্ত্রের ইঙ্গিত

শুধু গণতন্ত্র নয়, কূটনৈতিক নিয়ম, এমনকি শিষ্টাচারে ইউনূস সরকারের বিশ্বাস ছিল না। এই সাধারণ ধারণা ছিলই। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মহম্মদ সাহাবুদ্দিনের সাম্প্রতিক সাক্ষাৎকার তা পুরোপুরি বেআব্রু করে দিল। আরও স্পষ্ট হল যে, সেনাবাহিনী তো বটেই, দেশের কূটনৈতিক মহলের একটি প্রভাবশালী অংশের সঙ্গে অন্তর্বর্তী সরকারের সম্পর্কটি একেবারে কাজ চালানোর মতো ছিল। ইউনূসের সরকারের সব তৎপরতায় ওইসব মহলের সায় ছিল না।

ছিল না বলেই রাষ্ট্রপতির পদ থেকে সাহাবুদ্দিনকে অপসারণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে ইউনূসের সরকার। নানাভাবে উপেক্ষা করে, কূটনৈতিক-প্রশাসনিক নিয়মবিধি ভঙ্গ করে রাষ্ট্রপতির ওপর দেড় বছর ধরে বারবার চাপ সৃষ্টি করেছেন ইউনূস ও উপদেষ্টা পরিষদে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা। দেড় বছরে ১২-১৩ বার বিদেশ সফর করেছেন ইউনূস। কিন্তু বিভিন্ন দেশ থেকে আমন্ত্রণ এলেও সাহাবুদ্দিনকে একবারও যেতে দেয়নি তাঁর সরকার।

বিদেশ সফরের আগে ও পরে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে দেখা করে রিপোর্ট দেওয়ার শিষ্টাচার পালনের বালাই ছিল না প্রধান উপদেষ্টার। তাঁর বাসভবন ঘেরাও করে বিক্ষোভ-জমায়েতের সময় দেশের সরকার কোনও পদক্ষেপ করেনি। বাংলাদেশের একটি প্রথম সারির সংবাদপত্রে সাক্ষাৎকারে সাহাবুদ্দিন যা বলেছেন, তাতে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, সেনাবাহিনীর তৎপরতায় শেষপর্যন্ত সেবারের সেই বিপদ থেকে তিনি রেহাই পেয়েছেন।

অর্থাৎ প্রধান উপদেষ্টার আনুষ্ঠানিক সায় ছাড়া সেনাবাহিনী দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে রক্ষা করেছে। সাহাবুদ্দিন যাতে নিজে পদ ছেড়ে চলে যান, সেজন্যও চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে। এমনকি পদত্যাগ করলে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য সেফ প্যাসেজ দেওয়ার শর্ত তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। সংসদ অকেজো ও নির্বাচিত সরকার না থাকায় রাষ্ট্রপতি ইস্তফা দিলে সাংবিধানিক সংকট তৈরি হতে পারে জেনেও সাহাবুদ্দিনকে সরাতে মরিয়া ছিলেন ইউনূস।

অন্তর্বর্তী সরকারের দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনায় বাছাই করা আমলাদের দায়িত্বে নিয়ে আসা হয়েছিল বটে। কিন্তু দেশের কূটনৈতিক মহলের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ সেই সংকট এড়াতে রাষ্ট্রপতির অপসারণ আটকাতে কড়া অবস্থান নিয়েছিল। সে কারণেই শেখ হাসিনার মনোনীত রাষ্ট্রপতি সাহাবুদ্দিন সেই কঠিন সময়ে থেকে যেতে পেরেছিলেন। প্রধানমন্ত্রীকে দেশ থেকে চলে যেতে বাধ্য করলেও বাংলাদেশের সেনাবাহিনী কার্যত রাষ্ট্রপতিকে সর্বোচ্চ রক্ষাকবচ দিয়ে রেখেছিল।

সাক্ষাৎকারে সাহাবুদ্দিন এও স্পষ্ট করেছেন যে, শাসনক্ষমতায় না থাকলেও আওয়ামী লিগের কট্টর বিরোধী বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট পার্টি (বিএনপি) সবসময় তাঁর পাশে ছিল। ইউনূস কখনও বিএনপি-কে চটাতে চায়নি। এমনকি তিনি লন্ডনে গিয়ে বিএনপি নেতা তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠক পর্যন্ত করেছেন। তারেক দেশে ফেরার পর তাঁর সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করেছে তাঁর সরকার। ফলে বিএনপি'র আপত্তি ছিল বলেই সাহাবুদ্দিনকে রাষ্ট্রপতির পদ থেকে সরাতে তেমন কড়া কোনও পদক্ষেপ করার সাহস দেখাননি মুহাম্মদ সরকার।

কিন্তু রাষ্ট্রপতির সাক্ষাৎকার স্পষ্টভাবে অন্তর্বর্তী সরকারের অনৈতিক কাজকর্মকে বেআব্রু করে দিয়েছে। এমনকি ওই সরকার অবৈধ বলে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন সাহাবুদ্দিন। যে সুসম্পর্কের উল্লেখ তিনি করেছেন, সেই সূত্রে বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বিএনপি'র সম্মতিতেই সাহাবুদ্দিন এসব কথা এতদিন পরে বলেছেন। সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামির ভরাডুবিতে বিএনপি-ও বুঝতে পারছে, বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ প্রকৃত গণতন্ত্রের পক্ষে।

এই রায় কার্যত অন্তর্বর্তী সরকারের নানা তৎপরতা ও ইচ্ছাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছে। যে কারণে জেতার পরেও তারেক বা বিএনপি'র অন্য নেতারা প্রকাশ্যে আওয়ামী লিগ বিরোধী কট্টর অবস্থান দেখাচ্ছেন না। ইতিমধ্যে দেশের নানাপ্রান্তে আওয়ামী লিগের প্রকাশ্য তৎপরতা শুরু হয়েছে। বিএনপি'র প্রচ্ছন্ন সমর্থন না থাকলে তা সম্ভব হত না। গণতন্ত্র ও কূটনীতিকে যেভাবে অবজ্ঞা করেছিলেন ইউনূস, মনে হচ্ছে তা মাথায় রেখে এখনও সংযত পদক্ষেপের পথে আছে বিএনপি।

অমৃতধারা

মনকে একাগ্র করতে হলে মনের ভেতরকার কোথায় কি দুর্বলতা ও হীনভাব আছে তাকে খুঁজে বার করতে হয়। আত্মবিশ্লেষণ না করলে মনের অসচ্ছলতা ধরতে পারা যায় না। সুচিন্তাই মনস্থির করার ও শান্তিলাভের প্রধান উপায়। সত্য ও অসত্য- এই দুইকে জানবার জন্য প্রকৃত বিচারবুদ্ধি থাকা চাই। মনকে সর্বদা বিচারশীল করতে হবে- যাতে আমরা সত্য ও অসত্যের পার্থক্য বুঝতে পারি। তাই বিচার ও ধ্যান দুইই একসঙ্গে দরকার। অবিদ্যার অর্থ হল অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচি-বুদ্ধি, অধর্মে ধর্ম-বুদ্ধি করা। অসত্যকে সত্য বলে ধরে থাকাই অবিদ্যার লক্ষণ। 'অবিদ্যা' মানে অজ্ঞান অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষ আপনার দিব্যস্বরূপকে জানে না তাকেই 'অবিদ্যা' বলে।

-স্বামী অভেদানন্দ

মুসলিম বিবাহে ঐতিহ্যের আড়াল ও বিপন্নতা

শিকড়হীন আভিজাত্যের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া এক সম্প্রদায়ের আত্মপরিচয় এবং সমকালীন সংকটের ব্যবচ্ছেদ।

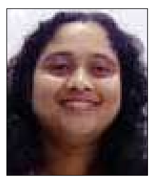

মৌমিতা আলম

বিপন্নতা পরিমাপের কোনও রিখটার স্কেল নেই, নেই কোনও থার্মোমিটার। এটি অনুভব করতে হয় যাপনের অলিগলিতে কান পেতে। বর্তমান সময়ে পশ্চিমবঙ্গ তথা উত্তরবঙ্গের মধ্যবিত্ত মুসলিম সমাজের যাপনে যে বিপন্নতা দানা বেঁধেছে, তা যেন সবচেয়ে বেশি প্রকট হয়ে ওঠে তাঁদের জাঁকজমকপূর্ণ সামাজিক অনুষ্ঠানগুলোতে। একদিকে পরিচয় সংকটের আতঙ্ক- ভোটার তালিকায় নাম সংশোধন থেকে শুরু করে পরিযায়ী শ্রমিকের 'বাংলাদেশি' তকমা পাওয়ার ভয়- অন্যদিকে এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করে এক কৃত্রিম 'ইকো চেম্বার'-এ ঢুকে পড়া। মধ্যবিত্ত মুসলিম সমাজ আজ এক অদ্ভুত দোটানায়। একদিকে ধর্মীয় পরিচিতির আতিশয্য, অন্যদিকে পুঁজিবাদের হাত ধরে আসা বিজাতীয় সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ। এই দুইয়ের যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে হারিয়ে যাচ্ছে বাঙালির নিজস্ব 'হাড়ি-জিয়াপতের' সেই চিরচেনা আন্তরিকতা। আজকের বিয়েবাড়িগুলো যেন এক একটি প্রদর্শনী, যেখানে সহমর্মিতার চেয়ে দেখনদারির জৌলুসই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

- এআই

শহরের প্রান্তিক ঘেটো ও অলীক সুখের মায়া

পশ্চিমবঙ্গের জেলা শহরগুলোর মানচিত্র লক্ষ করলে দেখা যায়, কেন্দ্র থেকে কিছুটা দূরে গড়ে উঠেছে নির্দিষ্ট কিছু 'মুসলিম ঘেটো'। বাম আমল থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত যে মধ্যবিত্ত মুসলিম শ্রেণির উত্থান, তারা শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের উন্নত পরিষেবা পেতে গ্রাম ছেড়ে শহরের এই প্রান্তিক এলাকাগুলোতে ভিড় জমিয়েছে। শহরের মূল কেন্দ্রে জমি বা ভাড়া পাওয়ার দুষ্কর বাস্তবতাই তাদের এই 'ঘেটো' জীবনে অভ্যস্ত করেছে। এই ঘেরাটোপের ভেতরে বাস করতে করতে তাদের মধ্যে এক অলীক বিশ্বাসের জন্ম হয়- মনে হয় পৃথিবীটা বুঝি ঠিকই চলছে। ধর্ম আর আধুনিকতার এক অদ্ভুত মিশেলে তারা তৈরি করেছে নিজেদের এক বিচ্ছিন্ন জগৎ। এই দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রজন্মের চাকরিজীবী শ্রেণির বিয়েবাড়িগুলোতে গেলে বোঝা যায়, তারা কতটা ছিন্নমূল এবং মধ্যবিত্ত সুলভ উদাসীনতায় আচ্ছন্ন। সেখানে চারপাশের রাজনৈতিক অস্থিরতা বা সামাজিক লাঞ্ছনার কোনও ছায়া পড়ে না।

দুলহা-দুলহন ও মোহরানার অলিখিত সমীকরণ

বাঙালি মুসলমানের চিরাচরিত 'বর-বৌ' শব্দ দুটি এখন ব্রাত্য হয়ে পড়ছে। আভিজাত্য দেখাতে কার্ডে ছাপা হচ্ছে 'নিকাহ', আর মণ্ডপে লেখা থাকছে 'দুলহা' ও 'দুলহন'। পাকিস্তানি সিরিয়ালের আদলে সবুজ চাঁদোয়ার নীচে রজনীগন্ধার খোঁপের ভেতর যখন কনে 'কবুল' বলছেন, তখন তার পেছনে থাকা নারীর অধিকারের প্রশ্নটি ধামাচাপা পড়ে যাচ্ছে। ইসলামি শরিয়তে মোহরানা নারীর একটি শক্তিশালী আইনি ও আর্থিক সুরক্ষা। অথচ আজকের মধ্যবিত্ত সমাজে তা ধর্মীয় দোহাই দিয়ে নামমাত্র অঙ্কে নামিয়ে আনা হয়েছে। আগেকার বিয়েতে বিদায়বেলায় কনের কান্না এক গাম্ভীর্য তৈরি করত, কিন্তু এখনকার 'ক্যামেরা সচেতন' কনে রিলসের লাইক কমে যাওয়ার ভয়ে চোখের জল বিসর্জন দেন না। এই কৃত্রিম হাসির আড়ালে চাপা পড়ে যায় পিতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থার সেই পুরোনো শোষণ, যা রজনীগন্ধার ঝালর দিয়ে ঢাকা সম্ভব নয়।

আর্থসামাজিক অস্থিরতা আর পরিচয় সংকটের এক চরম সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আজ বাংলার মধ্যবিত্ত মুসলিম সমাজ। একদিকে বিপন্নতার মেঘ, অন্যদিকে চারদিকের রুক্ষ বাস্তবতাকে অস্বীকার করে এক কৃত্রিম আভিজাত্যের প্রদর্শনী। নিজস্ব শিকড় আর 'বর-বৌ'-এর মতো আটপৌরে শব্দ হারিয়ে আজ জায়গা করে নিয়েছে 'নিকাহ' আর 'দুলহা-দুলহন'-এর মতো ভিনদেশি সংস্কৃতি। পুঁজিবাদের আগ্রাসনে বিলাসিতার চাদরে ঢাকা পড়ছে নৈতিক অবক্ষয় আর চরম পিতৃতন্ত্র।

জেন জেড প্রজন্ম ও পিতৃতন্ত্রের নতুন মোড়ক

বর্তমান প্রজন্মের বিয়েবাড়িতে আধুনিকতার নামে যেসব প্রথা ঢুকছে, তা মূলত পুঁজিবাদেরই নামান্তর। বরের গলায় টাকার মালা কিংবা গেট ধরার নামে 'No Money, No Honey'-র মতো স্লোগান লেখা পোস্টারগুলো চরম পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। আশ্চর্যের বিষয় হল, এই তথাকথিত শিক্ষিত 'জেন জেড' বা 'জেন-আলফা'রা একে মজা হিসেবেই দেখে। যখন তাদের এই লিঙ্গবৈষম্যমূলক আচরণের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়, তারা আধুনিক ইংরেজি বুলিতে তা খণ্ডন করতে চায়। আসলে এরা সবাই 'ম্যানোস্ফিয়ার'-এর ফসল, যারা নারীকে স্রেফ এক পণ্য হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত। মুসলিম সমাজের যে সহজ-সরল বিয়ের রীতি ছিল, তা আজ পুঁজির আগ্রাসনে এবং পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের পাঁকে তলিয়ে যাচ্ছে। আত্মীয়তার বন্ধনের চেয়ে এখানে বড় হয়ে উঠছে কে কত দামি সেট বসাতে পারল কিংবা কত ভালো কেটারিং পরিষেবা দিতে পারল।

রোশনাই ও করলা নদীর দীর্ঘশ্বাস

শীতের কুয়াশা যখন উত্তরবঙ্গের শহরগুলোর ওপর চাদর বিছিয়ে দেয়, তখন বিয়েবাড়ির রোশনাই এক মায়া তৈরি করে। মৃতপ্রায় করলা নদীর বুকে জমে থাকা প্লাস্টিকের স্তর সেই আলোতে সাময়িকভাবে ঢাকা পড়ে যায়, ঠিক যেমন মধ্যবিত্তের ভেতরের কদর্যতা ঢাকা পড়ে রেশমি পোশাকে। এই জাঁকজমকের মাঝেই হঠাৎ দেখা মেলে বাস্তবের। নোংরা নাইটি পরা, মুখভর্তি লালা আর ধুলো মাখা এক উন্মাদিনী যখন বিয়েবাড়ির লনে ঢুকে পড়েন, তখন তৈরি হয় এক চরম অস্বস্তি। ক্যামেরাম্যান বিরক্ত হন তাঁর 'পারফেক্ট শট' নষ্ট হওয়ায়, আর অভিজাত অতিথিরা 'পাগলি' বলে চিৎকার করে ওঠেন। এই দৃশ্যটিই বুঝিয়ে দেয়, আমাদের সমাজ কতটা অসংবেদনশীল হয়ে পড়েছে। যাঁরা নিজেদের আভিজাত্য নিয়ে ব্যস্ত, তাঁদের কাছে সমাজের ব্রাত্য মানুষের কোনও স্থান নেই।

ডাস্টবিনের দর্শন ও আগামীর শিক্ষা

সেই উন্মাদিনী নারীটি যখন খাঁচা থেকে কৃত্রিম ফুল ছিঁড়ে ফেলে ডাস্টবিন থেকে খাবারের কাপ তুলে নিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে যান, তখন সেটি এক নীরব প্রতিবাদ বা 'রেজিস্ট্যান্স' হয়ে দাঁড়ায়। মধ্যবিত্তের অপচয় আর ডাস্টবিনের প্রাণীদের মধ্যে যে খুব বেশি তফাত নেই, সেই চরম সত্যটিই যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে যান তিনি। আমরা যারা খাবারের নিশ্চয়তা থাকা শ্রেণিতে বাস করি, তারা গরিব মুসলিমের লিঞ্চিং কিংবা সমাজের প্রান্তিক মানুষের হাহাকার ভুলে বিরিয়ানির পাতে আনন্দ খুঁজি। অথচ এই বিপন্ন সময়ে আমাদের সন্তানদের কী শেখাব, তা নিয়ে আমরা দিশেহারা। বিলাসিতার এই ফানুস একদিন ফুটবে, সেদিন হয়তো বোঝা যাবে যে 'নিকাহ' আর 'দুলহন' শব্দের আড়ালে আমরা আসলে আমাদের শিকড় আর মানবিকতা দুটোই হারিয়েছি। উপচে পড়া ডাস্টবিনটাই তখন হবে আমাদের প্রকৃত আয়না।

(লেখক শিক্ষক ও অক্ষরকর্মী।)

আজ

১৯৮১

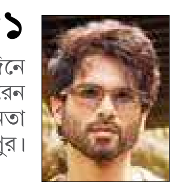

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা শাহিদ কাপুর।

১৯৭৪

অভিনেত্রী দিব্যা ভারতীর জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

সুপ্রিম কোর্টের স্ক্রুটিনিতে বাংলার ভোটার তালিকা চূড়ান্ত হতে চলেছে। বিচারকদের যদি ভুল হয়, তাহলে তাঁরাও আইনের আতশকাচের নীচে চলে আসবেন। পরে যদি দেখা যায় বিচারকের হাত দিয়ে কোনও অনুপ্রবেশকারী গলে গিয়েছেন, তবে সেই দায় সুপ্রিম কোর্টকেই নিতে হবে।

-জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়
(বিজেপি নেতা)

ভাইরাল/১

রাজস্থানে ঘোড়ায় চড়ে গ্রাহকদের অর্ডার পৌঁছে দিচ্ছেন এক ডেলিভারি বয়। দ্রুত খাবার ডেলিভারিতে মোটরবাইকের বদলে টগবগিয়ে ঘোড়া ছোটাচ্ছেন তরুণ। পিঠে বিখ্যাত কুইক কমার্স সংস্থার ব্যাগ। নিছক মজা নাকি প্রচার কৌশল তা নিয়ে ধন্দে নেটিজেনরা।

ভাইরাল/২

কর্ণাটকের আরসাম্মা মন্দিরে আশীর্বাদ নিতে আসেন নবদম্পতি। কিন্তু মন্দিরে ঢুকতে গিয়ে তাঁরা এক ব্যক্তির বাধার মুখে পড়েন। তাঁর মধ্যে দেবী ভর করেছে, তাঁরই নির্দেশ পালন করছেন বলে ওই ব্যক্তি জানান। দম্পতির অভিযোগ, জাত তুলে ওই ব্যক্তি তাঁদের গালিগালাজও করেন। সমাজমাধ্যমে ক্ষোভ।

জনমন

জনমত

দায় নিতে হবে সবাইকেই

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একবার মুখ ফসকে বলে ফেলেছিলেন, উত্তরবঙ্গকে সুইৎজারল্যান্ড বানাবেন। আর অমনি একশ্রেণির জনতা খিল্লি করতে শুরু করলেন। আমরা তাঁর কথার পেছনে না পড়ে নিজেদের কী করণীয় তার দিকে একটু তাকাব না? কেন প্রথম পাঠ নেব না?

আমরা সুইৎজারল্যান্ড বানাতে না-ই পারি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সুস্থ উত্তরবঙ্গ বানাতে তো পারি, নাকি? একজন সুনাগরিক হিসেবে আমরা প্রথমেই যা করতে পারি তা হল, কাপড় বা চটের ব্যাগ নিয়ে বাজারে যেতে পারি। দোকানদারকে বলতে পারি, পলিব্যাগের প্রয়োজন নেই আমাদের। একেকটা বাড়িতে প্রতিদিন তিন-চারটে করে পলিব্যাগ ঢুকলে দিন শেষে মোট কতগুলো ব্যাগ একটা শহরের নালানর্দমায় সাঁতার কাটে চোখ খুলে আমরা দেখেছি কখনও? শুধু দৃশ্যদূষণ নয়, স্বাস্থ্যের পক্ষে কতটা মারাত্মক ক্ষতির কারণ আমরা নিজেরাই সৃষ্টি করি সেটা দেখা ও ভাবা দরকার।

দ্বিতীয়ত, পথ চলতে চলতে থুতু, পানের পিক, গুটখার পিক, কফ ইত্যাদি রাস্তার মাঝেই তো অনেকেই ফেলেন। রেল, ব্যাংক, পোস্ট অফিস, প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ জায়গায় আমাদের অশৈল্পিক গ্রাফিতি সত্যিই লজ্জাজনক। আমরা আমাদের এই কু-অভ্যাস নিজেরাই সহজে শুধরে নিতে পারি। পারি না কি?

তৃতীয়ত, রাস্তায় যেখানে-সেখানে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়াটা খুবই দৃষ্টিকটু ও অস্বাস্থ্যকর। হয়তো অনেক সময় উপায় থাকে না। কিন্তু তা বললে তো চলে না। আমরা কি মিউনিসিপ্যালিটির কাছে দরবার করেছি? না করলে এখনই তা করা যেতে পারে।

চতুর্থত, যেখানে-সেখানে সব রকমের পোস্টার সেঁটে দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে ও অন্যকে সচেতন করতে হবে। কিন্তু আমরা মোটেও সে বিষয়ে মাথা ঘামাই না।

পঞ্চমত, বাড়ির আবর্জনা যথাসময়ে মিউনিসিপ্যালিটির গাড়িতে তুলে না দিয়ে অনেককেই দেখেছি গাড়ি চলে যাওয়ার দু'মিনিট পরে রাস্তায় ফেলে দিয়ে যান। কেউ কেউ দোতলা-তিনতলা থেকে রাস্তায় ছুড়ে ফেলেন। একেবারে 'নুইসেন্স' যাকে বলে।

ষষ্ঠত, গাছের যত্ন নেওয়া, তাদের রক্ষা করার জন্য তৎপরতা দেখাতে হবে। রাস্তার ধারে যে সামান্য ক'টা গাছ দেখা যায়, তাদের গায়ে পেরেক ঠুকে বিজ্ঞাপন লাগাতে আমাদের বিবেক কাঁদে না।

সপ্তমত, রাস্তার ওপরে দুই বা চার চাকা দাঁড় করিয়ে শপিং করি। বুঝতেই চাই না আমাদের কারণেই যানজট পাকিয়ে গিয়েছে রাস্তায়। এসব কি সভ্যতার লক্ষণ?

অষ্টমত, নিজের দোকানঘরকে গুদাম বানিয়ে রাস্তায় পসরা সাজিয়ে ব্যবসা করি আর প্রতিদিন ভাবি আরেকটু রাস্তা কীভাবে দখলে আনা যায়।

এরকম হাজার কু-অভ্যাসে আমরা নিজেদের জড়িয়ে রেখেছি। এগুলো বদলাতে না পারলে সুইৎজারল্যান্ড বানিয়ে দিলে আমরা কি তা যত্ন করে ধরে রাখতে পারব? ভাবা দরকার। প্র্যাকটিসটা এখনই শুরু হোক না! তারপরে না হয় নেতাদের চুটিয়ে খিল্লি করা যাবে।

শুভব্রত লাহিড়ি
রায়গঞ্জ।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বিপন্ন মাতৃভাষা ও সরকারি স্কুলের অস্তিত্ব সংকট

শিলিগুড়ির ব্যস্ততম রাজপথে আজ বাংলা ভাষা ব্রাত্য, ইংরেজিমাধ্যমের দাপটে ফিকে হচ্ছে শিকড়ের টান।

সন্দীপন নন্দী

মহানন্দা ব্রিজ পেরিয়ে কিলোমিটারখানেক গেলেই দৃশ্যপট বদলে যায়। হিলকার্ট রোড থেকে হাসমি চক কিংবা সেবক রোড হয়ে শালুগাড়া—রাস্তার দুই ধারের উজ্জ্বল আলোকমালায় বাংলা সাইনবোর্ড খুঁজে পাওয়া আজ দুষ্কর। ইংরেজি বর্ণমালার দাপটে মনে হতে পারে এটি লন্ডনের কোনও সরণি। এভাবেই শিলিগুড়ি শহরের হৃদয়ে প্রতিদিন বাংলা ভাষা গুরুত্ব হারাচ্ছে। ওষুধের দোকান থেকে সেলুন—সর্বত্রই 'জরুরত' বা 'অ্যাটিটিউড'-এর মতো অ-বাংলা নামের ভিড়। অথচ ভাষা দিবসে বাঘা যতীন পার্কের বেদিতে ঠিকই মালা পড়ে। সতীনাথ ভাদুড়ি বা বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের নামে থাকা রাস্তার নির্দেশিকাগুলো আজ জং ধরা কঙ্কাল মাত্র, কারও তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই।

শহরের কসমোপলিটান চরিত্রের দোহাই দিয়ে অনেকে একে ছোট ঘটনা বলে এড়িয়ে যান। কিন্তু বাস্তব হল, এই শহরে বাংলা শিল্পচর্চার কেন্দ্র বলতে সেই দীনবন্ধু মঞ্চই ভরসা। বিকল্প তৈরির কোনও জোরালো দাবি নেই। এমনকি বইয়ের দোকানেও শরৎ রচনাবলি বা পুরোনো গোয়েন্দা কাহিনীর বাইরে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আকাল। নতুন প্রজন্মের কাছে হরেন ঘোষ বা ভবানী সরকাররা অচেনা, চারু মজুমদারের দালানবাড়িটি নিছক কুইজের উত্তরহীন প্রশ্ন হয়েই রয়ে গিয়েছে।

তবুও লড়াই চলছে।

তবে আশার আলো যে একেবারে নেই, তা নয়। শিলিগুড়ি কলেজের পাশে 'আংরাভাসা' বা কোনও বাড়ির সামনে 'প্রতীচী' নামফলক দেখলে বোঝা যায়, কিছু বিরল বাঙালি আজও ভাষাপ্রেমকে আঁকড়ে ধরে আছেন। কিন্তু মুদ্রার উলটো পিঠটি ভয়াবহ। প্রতিদিন ভোরে শহরের মোড়গুলো একেকটি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের বাসস্টপে পরিণত হয়। এক বিপুল বিভ্রমে মজে সাধারণ টোটোচালক থেকে শুরু করে উচ্চবিত্ত—সবাই সন্তানকে ইংরেজিমাধ্যমে পড়াতে মরিয়া। 'রক্ত বেচে হলেও মেয়েকে ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াব'—এনজেপি ফেরত এক রিকশাচালকের এই জেদ আজ ঘরে ঘরে। এর ফলে শ্যাওলা ধরা জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস বা জগদীশচন্দ্র বিদ্যাপীঠের ক্লাসরুমগুলো আজ অভিভাবকহীন। শিক্ষা এখানে কেবল একটি 'বিনিয়োগ', যার রিটার্ন মাপা হয় ইংরেজি বুলি দিয়ে।

এই সংকটের চেনা ছবি ধরা পড়ে সূর্যনগর মাস্টার প্রীতনাথ মেমোরিয়াল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের মতো স্কুলগুলোতে। কর্পোরেট এই শহরের বুকেই এমন অনেক বাংলামাধ্যম স্কুল আছে যাদের নামটুকু অনেকেরই অজানা। হয়তো এখান থেকে কোনও ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার তৈরি হয়নি, কিন্তু এই স্কুলের ছেলেরাই জেলায় সুব্রত কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে গৌরবের পরিচয় দিয়েছিল। অথচ চরম পরিকাঠামোর অভাবে তারা ধুঁকছে। পাঁচশো ছাত্রের জন্য একটি মাত্র কল, শীতকালে সোয়েটারের অভাবে ক্লাসে একদল ছাত্রের অনুপস্থিতি—এটাই আজ বাংলার সরকারি স্কুলগুলোর কঙ্কালসার চেহারা। এই চিত্র বালুরঘাট থেকে মালদা বা কোচবিহারের সর্বত্রই এক।

সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক হল, যে শিক্ষকরা এই স্কুলগুলোতে কর্মরত, তাঁরাই অনেকে নিজেদের সন্তানদের নামী ইংরেজিমাধ্যমে পাঠান। অথচ তাঁরাই আবার ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষা রক্ষার মিছিলে হাঁটেন। 'ছাত্র চাই' বলে চিৎকার করে শহর মুখরিত করলেও, বাস্তব পরিস্থিতি অত্যন্ত হতাশাজনক। সরকারি অনুদান বা ভাতার ঘোষণা থাকলেও বাংলামাধ্যম স্কুলগুলোর প্রাণহীন দশা কাটছে না। শিক্ষা দপ্তরের সাম্প্রতিক প্রতিবেদনগুলো ইঙ্গিত দিচ্ছে যে, আমরা এক নব্য অন্ধকার যুগের দিকে এগোচ্ছি, যেখানে আমাদের মাতৃভাষা এবং ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো ক্রমশ গুরুত্বহীন ও পরিত্যক্ত হয়ে পড়ছে।

(লেখক প্রাবন্ধিক। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৭৯

পাশাপাশি : ২। ষোড়শ শতকের সমাজ সংস্কারক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী ৫। গাছ বা মাছ হতে পারে ৬। মোটামুটি বা সামান্য ৮। সরু রাস্তা বা পথ ৯। স্ত্রী বা সহধর্মিণী ১১। গোরু তাড়াবার মোটা লাঠি ১৩। যে মালভূমিকে বলা হয় পৃথিবীর ছাদ ১৪। খুব বিপদে বা সংকটে পড়া।

উপর-নীচ : ১। স্থাবর ও অস্থাবর সব সম্পত্তি ২। বিষ্ঠা অথবা পায়ের গয়না ৩। সুপরিকল্পিত কর্মসূচি ৪। রূপ ও মন পরিবর্তন ৬। ছোট পতঙ্গ ৭। মহাভারতে যমরাজের মানুষ অবতার ৮। ঘাড় সমেত মাথা ৯। চোয়াল ও চিবুকের লোম ১০। কর্ণের পালক পিতা ১১। পা রাখার জায়গা ১২। রেশম ও তুলোর বস্ত্র ১৩। নদীর কিনারা।

সমাধান ■ ৪৩৭৮

পাশাপাশি : ১। ধামাচাপা ৩। অবুঝ ৫। নকড়া-ছকড়া ৬। রাজড়া ৭। দ্বাপর ৯। অবিমৃশ্যকারী ১২। মাইয়া ১৩। মধুমাস।

উপর-নীচ : ১। ধামাধরা ২। পাতক ৩। অগোছ ৪। ঝগড়া ৫। নড়া ৭। দ্বারী ৮। রসাভাস ৯। অণিমা ১০। মৃগয়া ১১। কাছিম।

বিন্দুবিসর্গ

মোদিকে খোঁচা

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি : ইজরায়েল সফরের ঠিক আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বিঁধলেন কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ। তাঁর কটাক্ষ, প্যালেস্তিনীয়দের পরিত্যাগ করেছে মোদি সরকার। গাজায় নিরীহ প্যালেস্তিনীয়দের নৃশংসভাবে হত্যা করেছে ইজরায়েল। তারপরও প্রধানমন্ত্রী সেই দেশটিতে যাচ্ছেন। রমেশ সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'ওয়েস্ট ব্যাংকে হাজার হাজার প্যালেস্তিনীয়কে উচ্ছেদ করেছে ইজরায়েল। এই ঘটনায় সারাবিশ্বে নিন্দার ঝড় উঠেছে। নিরীহ প্যালেস্তিনীয়দের ওপর বর্বরোচিত আক্রমণ চালাচ্ছে ইজরায়েল। শুধু তাই নয় ইরানের ওপরও যৌথভাবে হামলা চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে আমেরিকা ও ইজরায়েলের। তা সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ইজরায়েল যাচ্ছেন।' প্যালেস্তাইন নিয়ে মোদি সরকার সুবিধাবাদী নীতি নিচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন রমেশ।

ঘর ওয়াপসি

ঢাকা, ২৪ ফেব্রুয়ারি : বিপুল ভোটে জিতে বাংলাদেশের নতুন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন খালেদা-পুত্র তারেক রহমান। বিএনপি ক্ষমতায় আসতেই বিদায় নিয়েছে ১৮ মাসের অন্তর্বর্তী সরকার। পদ্মাপারে আনুষ্ঠানিক পালাবদলের পরে সদ্যপ্রাক্তন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস ফিরে গিয়েছেন নিজের পুরোনো অলাভজনক সংস্থার কাজে। রবিবার মীরপুরে ওই সংস্থার দপ্তরেও আসেন তিনি। তাঁকে স্বাগত জানান সংস্থার কর্মী-আধিকারিকরা। পরে গ্রামীণ ও ইউনূস সেন্টারের ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং পরামর্শদাতাদের সঙ্গেও বৈঠক করেন নোবেল জয়ী। তিনি থাকবেনও ঢাকার গুলশনের বাড়িতে।

সাগরে কপ্টার

পোর্ট ব্লেয়ার, ২৪ ফেব্রুয়ারি : ওড়ার একটু পরেই মুখ থুবড়ে পড়ল পবন হংসের হেলিকপ্টার। বঙ্গোপসাগরে মায়াবন্দরের কাছে। কেউ হতাহত হননি। মঙ্গলবার আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের পোর্ট ব্লেয়ার থেকে যাত্রা করে মায়াবন্দর থেকে ৩০০ মিটার দূরে জরুরি অবতরণের মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আছড়ে পড়ে কপ্টারটি। পবন হংসের মুখপাত্র জানিয়েছেন, হেলিকপ্টারে পাঁচজন যাত্রী ও দু'জন পাইলট ছিলেন। সবাইকে উদ্ধার করা হয়েছে। প্রত্যেকেই নিরাপদে আছেন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, প্রযুক্তি সংক্রান্ত ত্রুটি বা আকস্মিকভাবে আবহাওয়া পরিবর্তনে পাইলট নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেছিলেন।

প্রশ্নে এইমস

লখনউ, ২৪ ফেব্রুয়ারি : গোরক্ষপুর এইমসে কর্মরত নাগাল্যান্ডের আবাসিক চিকিৎসক শ্লীলতাহানির শিকার হলেন। অভিযোগ, তরুণী চিকিৎসককে শ্লীলতাহানির সঙ্গে গালিও দেওয়া হয়েছে। রবিবার সন্ধের ঘটনা। পুলিশ অভিযুক্ত তিনজনের মধ্যে দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে। গোরক্ষপুরের এসপি অভিনব ত্যাগী জানিয়েছেন, ধৃত দু'জনকে মঙ্গলবার আদালতে তোলা হয়েছে। তৃতীয়জনকে ধরার জন্য অভিযান চলছে পুলিশের। নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমা ঘটনাকে 'গভীর লজ্জাজনক' বলে মন্তব্য করেছেন। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'উত্তরপূর্ব ভারতে একজন চিকিৎসকের ওপর এমন আচরণ অত্যন্ত দুর্ভাগ্য ও লজ্জাজনক। আমরা দ্রুত বিচার দাবি করছি ও কঠোরতম শাস্তির জন্য উত্তরপ্রদেশ সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।'

ছেলের কীর্তি

লখনউ, ২৪ ফেব্রুয়ারি : কেরিয়ার নিয়ে বাবার ধমকানি সইতে না পেরে মেজাজ হারিয়ে বাবাকেই গুলি করে মারল ছেলে। এখানেই শেষ নয়। তারপর বাবার দেহ টুকরো টুকরো করে কাটল। বোন দেখে ফেলায় তাকে ভয় দেখিয়ে চুপ করিয়ে দেয়। শুক্রবার লখনউ এমনই এক নৃশংস কাণ্ডের সাক্ষী থাকল। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত ও ধৃত অক্ষতপ্রতাপ সিং দোষ স্বীকার করেছে। অক্ষতর বাবা মহেন্দ্র সিং ওষুধ ও মদের ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর ছেলে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ডাক্তারি পড়ুক। ছেলে তাতে রাজি ছিল না। বাবার বকুনিতে হিতাহিতজ্ঞান হারায়। পুলিশের ধারণা, অক্ষত কেরিয়ার সংক্রান্ত মানসিক চাপ থেকেই চরম পথ বেছে নেয়।

এক টাচেই

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি : বাসনার সেরা বাসা রসনায়। মেল ও এক্সপ্রেস ট্রেনে রসনাতৃপ্তির ব্যবস্থা করে দিল ভারতীয় রেলের কেটারিং ও ট্যুরিজম কর্পোরেশন (আইআরসিটিসি)। পছন্দের খাবার মিলবে স্রেফ আঙুলের ডগার এক স্পর্শে। খাবারের অর্ডার দেওয়ার জন্য আপনার ১০ সংখ্যার পিএনআর নম্বরটি পোর্টালে দিন। যে স্টেশনে খাবার ডেলিভারি চান, তার নাম সিলেক্ট করে পছন্দের ডিশ বাছুন। পেমেন্ট হলেই মোবাইলে কনফার্মেশন মেসেজ আসবে। ট্রেন সেই স্টেশনে পৌঁছোলেই গরম গরম খাবার চলে আসবে। আইআরসিটিসি-র এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, পরিষেবাটি পরীক্ষামূলকভাবে বিবেক এক্সপ্রেসে চালু করা হয়েছিল। এখন মিলছে ২৫টি মেল, এক্সপ্রেস ট্রেনে।

~~কেরল~~ কেরলম, ঝুলেই বাংলার নামবদল

বিজেপি-সিপিএমের লিখিত জোট, মমতার অভিযোগে নীরব বৈষ্ণো

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারি : কেরলের নাম বদলে 'কেরলম' হওয়ার প্রস্তাবে সরকারি সিলমোহর দিয়ে দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো এই রদবদলের কথা ঘোষণা করেছেন। আগামী এপ্রিল-মে মাসেই দক্ষিণের এই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। তার ঠিক আগেই মোদি সরকারের এই পদক্ষেপে স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক তর্জা শুরু হয়েছে। কারণ, কেরল নিজেদের ঐতিহ্যবাহী নাম ফিরে পেলেও, পশ্চিমবঙ্গের নাম বদলে 'বাংলা' করার দাবি বছরের পর বছর ধরে পড়ে রয়েছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের হিমঘরে।

এই ঘটনায় বিজেপির সঙ্গে সিপিএমের লিখিত জোট রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেরলের নাম বদলের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেও তাঁর তোপ, 'বাংলাকে কেন বারবার বঞ্চনা করা হচ্ছে? আমরা দুই থেকে তিনবার বিধানসভায় বাংলার নাম পরিবর্তনের প্রস্তাব পাশ করিয়েছি। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি। আমি অবাক হচ্ছি, সব জায়গার নাম বদল হয়, পশ্চিমবঙ্গের নাম বদল হয় না।' মুখ্যমন্ত্রীর সাফ কথা, 'কেরলে বিজেপির সঙ্গে সিপিএমের জোট গড়ে উঠেছে। অলিখিত নয়, লিখিত জোট।' বাংলা নামও তিনি আদায় করে ছাড়বেন বলে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী।

অশ্বিনী বৈষ্ণোকে বাংলার নাম পরিবর্তন করা হচ্ছে না কেন, তা জানতে চেয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি অবশ্য কোনও উত্তর দেননি। তবে কেরলের নাম পরিবর্তনের সঙ্গে ভোটের কোনও সম্পর্ক নেই বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ প্রসঙ্গে রাজ্যের বিজেপি নেতা দেবজিৎ সরকার বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গ নামের মধ্যে একটি ইতিহাস আছে। মুখ্যমন্ত্রী সেই ইতিহাস ভুলিয়ে দিতে চাইছেন।' অপরদিকে সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তীর মতে, সব জিনিসকে রাজনীতির দৃষ্টিতে দেখা ঠিক নয়। কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরী জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গ নামের মধ্যে কোনও অসুবিধা নেই। তবে রাজ্যের মানুষ চান নামের বদলে কাজের মাধ্যমে বাংলা যেন প্রতিষ্ঠিত হয়।

> কেরলে বিজেপির সঙ্গে সিপিএমের জোট গড়ে উঠেছে। অলিখিত নয়, লিখিত জোট।
>
> -মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

সংবিধানের ৩ নম্বর অনুচ্ছেদ মেনে কেরলের নাম বদলের আইনি প্রক্রিয়া অত্যন্ত দ্রুতগতিতে এগিয়েছে। ২০২৪ সালের জুনে কেরল বিধানসভা নাম বদলের প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে পাশ করে। মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের যুক্তি ছিল, স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় থেকেই মালয়ালি ভাষাভাষীদের জন্য এক অখণ্ড 'কেরলম' রাজ্যের দাবি ছিল। সেই আবেগকেই মান্যতা দিল কেন্দ্র। খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র নেতৃত্বাধীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এবং আইনমন্ত্রক এই প্রক্রিয়ায় পূর্ণ সমর্থন জুগিয়েছে। এখন রাষ্ট্রপতির সম্মতির পর তা সংসদে বিল আকারে পেশ হওয়া শুধু সময়ের অপেক্ষা।

অথচ, বাংলার ক্ষেত্রে চিত্রটা সম্পূর্ণ বিপরীত। ২০১১ সালে পালাবদলের পর থেকেই রাজ্যের নাম পরিবর্তন নিয়ে সরব মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পিছনে নিছক আবেগ নয়, রয়েছে চরম বাস্তব এক প্রশাসনিক ভোগান্তি। ইংরেজি বর্ণমালায় 'W' (West Bengal) একেবারে শেষের দিকে থাকায়, দিল্লিতে নীতি আয়োগ বা কেন্দ্রের যে কোনও গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে বাংলার ডাক পড়ে সবার শেষে। অনেক সময় দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর বৈঠকের শেষে রাজ্যের প্রতিনিধিরা বলার সুযোগই পান না। তাছাড়া, ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর বাংলার নামের আগে জুড়ে থাকা এই 'পশ্চিম' শব্দটির আর কোনও ঐতিহাসিক বা ভৌগোলিক যৌক্তিকতা অবশিষ্ট নেই।

এই নাম বদল নিয়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে দড়ি টানাটানি কম হয়নি। ২০১১ সালে প্রথমে 'পশ্চিমবঙ্গ' নাম প্রস্তাব করা হয়। এরপর ২০১৬ সালে তিন ভাষার জন্য তিনটি নাম—ইংরেজিতে 'বেঙ্গল', বাংলায় 'বাংলা' এবং হিন্দিতে 'বঙ্গাল' প্রস্তাব করে রাজ্য বিধানসভা। কিন্তু কেন্দ্র সেই তত্ত্বে আপত্তি জানায়। শেষমেশ, দিল্লির আপত্তির কথা মাথায় রেখেই ২০১৮ সালের জুলাই মাসে রাজ্য বিধানসভায় সর্বসম্মতভাবে একটিমাত্র নাম 'বাংলা' রাখার প্রস্তাব পাশ করে ফের পাঠানো হয়। কিন্তু তারপর কেটে গিয়েছে দীর্ঘ আট বছর। ফাইল আর নড়েনি। কেন্দ্রের যুক্তি ছিল, 'বাংলা' নামটি প্রতিবেশী দেশ 'বাংলাদেশ'-এর সঙ্গে বড্ড বেশি মিলে যায়, যা আন্তর্জাতিক স্তরে কূটনৈতিক বিভ্রান্তি তৈরি করতে পারে।

বসন্তের রং... *মঙ্গলবার কর্নাটক বিধান সৌধ প্রাঙ্গণে।*

যুব নেতার গ্রেপ্তারে ক্ষুব্ধ রাহুল-খাড়গে

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি : এআই সামিটে জামা খুলে প্রতিবাদ দেখানোর ঘটনায় যুব কংগ্রেস সভাপতি উদয় ভানু ছিবকে মঙ্গলবার কাকভোরে গ্রেপ্তার করল দিল্লি পুলিশ। গ্রেপ্তারির আগে তাঁকে প্রায় ২০ ঘণ্টা ধরে জেরাও করা হয়। পাতিয়ালা হাউস আদালতে তাঁকে তোলা হলে বিচারক তাঁর ৪ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশের অভিযোগ, তদন্তে যুব কংগ্রেস সভাপতি মোটেও সহযোগিতা করছেন না। তাঁর বিরুদ্ধে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, একজন সরকারি কর্মচারীকে ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করা, তাঁকে কর্তব্যপালনে বাধাদান এবং ইচ্ছাকৃতভাবে আদেশ অমান্য করার মতো একাধিক ধারায় অভিযোগ রুজু করা হয়েছে। যুব

এআই সামিটে প্রতিবাদ

কংগ্রেস সভাপতিকে গ্রেপ্তার করার ঘটনায় ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তিনি সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ আমাদের ঐতিহ্য। এটা আমাদের রক্তে রয়েছে আর এটা প্রত্যেক ভারতীয়র গণতান্ত্রিক অধিকার। যুব কংগ্রেসের বব্বর শেরদের জন্য আমি গর্বিত। তাঁরা একজন আপস করে ফেলা প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নির্ভয়ে দেশহিতে সুর চড়িয়েছেন। শাসককে সত্যের প্রতিবিম্ব দেখানো অপরাধ নয়, দেশভক্তি। ভয় পাবেন না। সত্য আর সংবিধান আমাদের সঙ্গে রয়েছে।' অপরদিকে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে বলেন, 'যুব কংগ্রেস সভাপতি এবং আমাদের বাকি তরুণ সঙ্গীদের গ্রেপ্তারির নিন্দা করছি আমি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের জন্য কিছু ভালো কাজ করবেন এটাই আমি চেয়েছিলাম। কিন্তু দেশকে বরবাদ করে দিয়েছেন।' এআই সামিটে যুব কংগ্রেসের প্রতিবাদের ঘটনায় রবিবারই হাত শিবিরকে নিশানা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এর আগে ওই ঘটনায় ৪ জন যুব কংগ্রেস কর্মীদের গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। সূত্রের খবর, উদয় ভানু যে গোটা ঘটনার পরিকল্পনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন সেই সম্পর্কিত প্রমাণ মিলেছে। তাই তাঁকে নিজেদের হেপাজতে নিয়ে জেরা করতে চায় পুলিশ। উদয় ভানুর আইনজীবী অবশ্য জানিয়েছেন,

> শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ আমাদের ঐতিহ্য। এটা আমাদের রক্তে রয়েছে আর এটা প্রত্যেক ভারতীয়র গণতান্ত্রিক অধিকার। যুব কংগ্রেসের বব্বর শেরদের জন্য আমি গর্বিত।
>
> -রাহুল গান্ধি

তিনি প্রতিবাদস্থলে হাজির ছিলেন না। যদিও পুলিশের বক্তব্য, উদয় ভানুই গোটা ঘটনার মূল কুচক্রী। এদিকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী গিরিরাজ সিং যুব কংগ্রেসের জামা খোলা প্রতিবাদের নিন্দা করতে গিয়ে রাহুল গান্ধিকে বিঁধেছেন। তিনি বলেন, 'উনি হয়তো এবার শুধু অন্তর্বাস পরে সংসদে আসবেন। উনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছেন।'

এদিন ভোপালে কৃষকদের একটি সভায় রাহুল গান্ধি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কম্প্রোমাইজড হয়ে গিয়েছেন। আর এটা ওঁর চোখ দেখলেই বোঝা যায়।' একবিংশ শতাব্দীতে ডেটা সবথেকে জরুরি। কিন্তু বাণিজ্য চুক্তির ফলে নরেন্দ্র মোদি ভারতের ডেটা আমেরিকার হাতে তুলে দিচ্ছেন। ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন মল্লিকার্জুন খাড়গেও।

সংসদীয় বন্ধুত্বে আগ্রহী নয় তৃণমূল

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি : বিশ্বের ৬০টিরও বেশি দেশের সঙ্গে ভারতের আন্তঃসংসদীয় সম্পর্ক জোরদার করতে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা 'পার্লামেন্টারি ফ্রেন্ডশিপ গ্রুপ' গঠন করেছেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাংসদদের নিয়ে তৈরি এই প্রতিনিধিদল আন্তর্জাতিক পর্যায়ে যোগাযোগ ও সহযোগিতা বাড়ানোর লক্ষ্যে কাজ করবে। এই গোষ্ঠীতে পশ্চিমবঙ্গ থেকে রয়েছেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষ দস্তিদার এবং রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। পাশাপাশি কংগ্রেসের পি চিদম্বরম, মণীশ তিওয়ারি, শশী থারুর, এনসিপির সুপ্রিয়া সুলে এবং বিজেপির অনুরাগ ঠাকুর, নিশিকান্ত দুবে সহ একাধিক সাংসদ এই দলে রয়েছেন।

তবে আন্তর্জাতিক এই উদ্যোগের মধ্যেই স্পষ্ট ও কঠোর অবস্থান নিয়েছে তৃণমূল। দলীয় সূত্রের খবর, পার্লামেন্টারি ফ্রেন্ডশিপ গ্রুপে অংশগ্রহণ এই মুহূর্তে অগ্রাধিকার নয়। রাজ্যে চলমান এসআইআর সংক্রান্ত পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগে বাধা ও হয়রানির অভিযোগই এখন দলের মূল উদ্বেগের বিষয়। মঙ্গলবার ডেরেক ও'ব্রায়েন বলেন, 'বাংলার একজন বৈধ ভোটারের ভোটাধিকার যাতে খর্ব না হয়, তা নিশ্চিত করাই তৃণমূলের প্রথম এবং প্রধান দায়িত্ব। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে অন্য সব ইস্যু অর্থহীন।' তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বের তরফেও ইঙ্গিত মিলেছে, রাজ্যের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার লড়াইকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রতিনিধিত্বের প্রশ্নে এখনই কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে না। ফলে পার্লামেন্ট ফ্রেন্ডশিপ গ্রুপে তৃণমূলের সক্রিয় অংশগ্রহণ থাকবে কি না, তা নিয়ে জল্পনা অব্যাহত থাকলেও, আপাতত দলের অগ্রাধিকার স্পষ্ট, বাংলায় ভোটাধিকার রক্ষা।

সাহাবুদ্দিনের কথার বিরোধী শফিকুর

ঢাকা, ২৪ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি মো.সাহাবুদ্দিনের বক্তব্যের বিরোধিতা করলেন জামায়াতের আমীর ড.শফিকুর রহমান। সম্প্রতি রাষ্ট্রপতির এক সাক্ষাৎকারে মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে মঙ্গলবার বিকালে সমাজমাধ্যমে শফিকুর জানিয়েছেন, ২০২৪ সালের ৫ অগাস্টের ব্যাপারে তিনি অনেক কিছুই বলেননি। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পদত্যাগের বিষয়ে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের নেতাদের যা বলেছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে দেশের মানুষকে যা বলেছিলেন, সাক্ষাৎকারে তা স্বীকার করেননি। এদিকে ইউনূস জমানায় রাজনৈতিক প্রতিহিংসা ও হয়রানির উদ্দেশ্যে দায়ের করা একাধিক মামলা প্রত্যাহারের উদ্যোগ নিয়েছে তারেক রহমানের সরকার।

পড়ল সেনসেক্স

মুম্বই, ২৪ ফেব্রুয়ারি : মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ফের ট্যারিফ নিয়ে হুমকির জেরে ধস নামল বিশ্বের শেয়ার বাজারে। যার প্রভাব পড়েছে এদেশেও। মঙ্গলবার একদিনের লেনদেনেই লগ্নিকারীরা খোয়ালেন প্রায় ৩ লক্ষ কোটি টাকা।

বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক সেনসেক্স ১০৬৮.৭৮ পয়েন্ট নেমে ৮২২২৫.৯২ পয়েন্টে পৌঁছেছে। একইভাবে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক নিফটি ২৮৮.৩৫ পয়েন্ট খুইয়ে থিতু হয়েছে ২৫৪২৪.৬৫ পয়েন্টে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ট্রাম্পের ট্র্যারিফ নিয়ে হুমকি, তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলির শেয়ারদরে পতন, ডলারের তুলনায় টাকার দামে পতন, ইরান-আমেরিকা সংঘাতের আশঙ্কায় ধস নেমেছে ভারতীয় শেয়ার বাজারে।

রানার নাগরিকত্ব কাড়ছে কানাডা

বৃহস্পতিবার ভারতে কার্নি

অটোয়া, ২৪ ফেব্রুয়ারি : দু'দিন বাদেই ভারত সফরে আসছেন কানাডার নতুন প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি। তাঁর সফরের আগেই মুম্বই হামলার অন্যতম মূলচক্রী তাহাউর রানার নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কানাডা সরকার, যা দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কের বরফ গলাতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

বর্তমানে দিল্লির তিহার জেলে বন্দি ৬৫ বছর বয়সি এই পাক বংশোদ্ভূত জঙ্গিকে গত এপ্রিল মাসে আমেরিকার থেকে হাতে পায় ভারত। কানাডার সংবাদমাধ্যম 'গ্লোবাল নিউজ'-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, মূলত ভুল তথ্য দেওয়ার কারণেই রানার নাগরিকত্ব খারিজের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কানাডার অভিবাসন ও নাগরিকত্ব দপ্তর। তদন্তে দেখা গিয়েছে, ২০০০ সালে নাগরিকত্বের আবেদন করার সময় রানা কানাডায় থাকার যে দাবি করেছিলেন, তা মিথ্যা। আসলে সেই সময় তিনি ছিলেন শিকাগোয়।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডোর আমলে নিজ্জর হত্যাকাণ্ডকে কেন্দ্র করে ভারত-কানাডা সম্পর্কে যে তিক্ততা তৈরি হয়েছিল, কার্নি তা স্বাভাবিক করতে আগ্রহী। এই আবহে রানার নাগরিকত্ব বাতিলের পদক্ষেপকে ভারতের প্রতি কানাডার ইতিবাচক বন্ধুত্বের ইঙ্গিত হিসাবেই দেখছেন বিশেষজ্ঞরা।

প্রায় ৮ লক্ষ টাকা ধার করে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্স ভাড়া নিয়ে রাঁচি থেকে দিল্লিতে উন্নত চিকিৎসার জন্য যাচ্ছিলেন ঝাড়খণ্ডের হোটেল ব্যবসায়ী সঞ্জয়কুমার সাউ। কিন্তু আকাশে ওড়ার সঙ্গে সঙ্গেই চাতরার ঘন জঙ্গলে ভেঙে পড়ে 'রেডবার্ড এয়ারওয়েজ'-এর বিচক্রাফট সি৯০ এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সটি। মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় সঞ্জয়, তাঁর স্ত্রী সহ সাতজন মারা গিয়েছেন।

বঞ্চনায় চড়া সুরে জোড়াফুল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি : বাংলার প্রাপ্য দুর্যোগ তহবিলের বিপুল বকেয়া, আর এই 'বঞ্চনা'র ইস্যুকে সামনে রেখেই মঙ্গলবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীনস্থ সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে তীব্র সওয়াল করল তৃণমূল। একটি সূত্র জানিয়েছে, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, নদীভাঙন ও ভূমিধসে বারবার ক্ষতিগ্রস্ত পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন প্রক্রিয়া কেন কেন্দ্রীয় অর্থ-ছাড়ের অভাবে বাধাগ্রস্ত হবে, তা জানতে চান তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন। উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমবঙ্গ দু'টি ভৌগোলিকভাবে স্পর্শকাতর অঞ্চলের উন্নয়ন, দুর্যোগ মোকাবিলা এবং পরিকাঠামো নির্মাণের ক্ষেত্রে কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সম্পর্কের ভারসাম্য পুনর্বিবেচনার দাবি উঠেছে সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকেই।

বিভিন্ন বছরে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কেন্দ্রের কাছে রাজ্যের তরফে দাবি করা অঙ্ক বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫৩,৬৯৬ কোটি টাকা। 'আমফান', 'ইয়াস', 'বুলবুল', 'রেমাল' ও 'ডানা'-র মতো ঘূর্ণিঝড়, উত্তরবঙ্গের বন্যা-ভূমিধস এবং জিএলওএফ-জনিত বিপর্যয়ের পর দীর্ঘদিন ধরে প্রাপ্য অর্থ না মেলায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় দীর্ঘমেয়াদি সহনশীল পরিকাঠামো গড়ে তোলা ও পুনর্বাসন কার্যত চাপা পড়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল সাংসদের তরফে।

কমিটির সভাপতি ড. রাধামোহন দাস আগরওয়ালের কাছে পেশ করা এক বিশদ চিঠিতে উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমবঙ্গ দু'টি সংবেদনশীল অঞ্চলে কেন্দ্র-রাজ্য আর্থিক সমন্বয়ের ঘাটতি নিয়ে একাধিক গুরুতর প্রশ্ন তোলেন বিরোধী সাংসদরা।

মেঞ্চোকে ধরিয়েছে তার প্রেমিকাই

মিচোয়াকান, ২৪ ফেব্রুয়ারি : মেক্সিকোর কুখ্যাত মাদক-সম্রাট নেমেসিও ওসেগুয়েরা ওরফে 'এল মেঞ্চো'-র দীর্ঘ অপরাধ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটেছে। এই দুর্ধর্ষ মাদক-সম্রাটকে বাগে আনতে মেক্সিকোর সেনাবাহিনীকে সাহায্য করেছে তারই এক ঘনিষ্ঠ সঙ্গিনী। দীর্ঘদিন ধরেই মেঞ্চোর ওই সঙ্গিনীর

গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখছিলেন তদন্তকারীরা। মেঞ্চো থাকত পাহাড়ের গভীরে দুর্ভেদ্য নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে। তার ডেরা ঘিরে থাকত সশস্ত্র বাহিনী। সেখান থেকে ওই তরুণী বাইরে বেরোতেই সেনার কাছে মেঞ্চোর ঠিক অবস্থান পরিষ্কার হয়ে যায়। তার পরের দিন সেই তরুণীর সাহায্য নিয়েই মেঞ্চোর গোপন ডেরায় হানা দেয় মেক্সিকোর সেনা। তাদের সঙ্গে গুলির লড়াই শুরু হলে রক্ষীরা জখম মেঞ্চোকে নিয়ে পাশের জঙ্গলে লুকানোর চেষ্টা করে। তবে শেষরক্ষা হয়নি। জঙ্গল থেকে গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে হেলিকপ্টারে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পথেই ৬০ বছর বয়সি মাদক-অপরাধীর মৃত্যু হয়।

মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট ক্লডিয়া শেনবাউম জানিয়েছেন, এই অভিযানে আমেরিকা গোয়েন্দা তথ্য দিয়ে সাহায্য করলেও সরাসরি অংশ নেয়নি। মেঞ্চো আগে ছিল পুলিশ আধিকারিক। এরপর মাদক পাচার, খুন ও তোলাবাজির মতো একাধিক গুরুতর অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে সে বিশ্বের অন্যতম 'মোস্ট ওয়ান্টেড' অপরাধী হয়ে উঠেছিল। মেঞ্চোর মৃত্যুর খবরে ক্ষুব্ধ তার সমর্থকরা মেক্সিকোর বিভিন্ন প্রান্তে রাস্তা অবরোধ ও অগ্নিসংযোগ করে বিক্ষোভ শুরু করে।

আত্মঘাতী হামলায় কাঁপল মস্কো, হত ২

মস্কো, ২৪ ফেব্রুয়ারি : রাজধানী মস্কোর ব্যস্ততম সাভিওলোভস্কি রেলস্টেশন চত্বরে এক ভয়াবহ আত্মঘাতী বোমা হামলায় মৃত্যু হয়েছে হামলাকারী ছাড়াও এক পুলিশকর্মীর। পরই নিরাপত্তা বাহিনী এলাকাটি ঘিরে ফেলে এবং আহতদের দ্রুত হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

রাশিয়ার শীর্ষ তদন্ত কমিটি এই ঘটনায় ফৌজদারি মামলা দায়ের

সোমবার মধ্যরাতের ওই বিস্ফোরণে আরও দুই পুলিশকর্মী গুরুতর আহত হন। অভ্যন্তরীণ মন্ত্রকের মতে, এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তি বিস্ফোরক সহ পুলিশের একটি টহল গাড়ির কাছে গিয়ে নিজেকে উড়িয়ে দেয়। এতে গাড়িটি বিধ্বস্ত হয় এবং ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় হামলাকারীর। ঘটনার করে তদন্ত শুরু করেছে। গত ডিসেম্বরেও দক্ষিণ মস্কোয় একই ধরনের হামলায় দুই পুলিশকর্মী নিহত হয়েছিলেন। সাম্প্রতিক সময়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ওপর এমন ধারাবাহিক হামলায় সে দেশে নতুন করে নিরাপত্তার বিষয়টি প্রশ্নের মুখে পড়ে গিয়েছে।

রাজ্যসভায় প্রশ্নহীন গগৈ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যসভার সাংসদ হিসেবে মেয়াদ ফুরোতে চলেছে দেশের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগৈয়ের। শেষলগ্নে তাঁকে ঘিরে নতুন করে শুরু হয়েছে জল্পনা। পরিসংখ্যান বলছে, গত ছয় বছরে উচ্চকক্ষে তাঁর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত সীমিত। কোনও প্রশ্ন তোলেননি, প্রাইভেট মেম্বার বিল আনেননি। উপস্থিতির গড় হার মাত্র ৫৩ শতাংশ। আর ছয় বছরের পুরো কার্যকালে তিনি অংশ নিয়েছেন মাত্র একটি বিতর্কে। ২০১৯ সালের নভেম্বরে তিনি দেশের প্রধান বিচারপতি পদ থেকে অবসর নেন। অবসরের কয়েক মাসের মধ্যেই ২০২০ সালের মার্চে কেন্দ্র তাঁকে রাজ্যসভায় মনোনীত করে।

অভিন্ন বিধির সওয়াল মোহনের

দেরাদুন, ২৪ ফেব্রুয়ারি : দেশজুড়ে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করার পক্ষে জোরালো সওয়াল করলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। মঙ্গলবার আরএসএসের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক প্রাক্তন সৈনিক সম্মেলনে তিনি বলেন, 'পুরো দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু হলে তা খুবই ভালো ব্যাপার হবে।'

ভাগবত বিশেষভাবে উত্তরাখণ্ড মডেলের প্রশংসা করে বলেন, সারা দেশে এই পথেই অভিন্ন দেওয়ানি বিধি কার্যকর করা উচিত। গত বছরের ২৭ জানুয়ারি উত্তরাখণ্ড দেশের প্রথম রাজ্য হিসাবে এই বিধি কার্যকর করে। সংঘপ্রধানের মতে, সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য এই আইন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তিনি বলেন, উত্তরাখণ্ডে প্রায় ৩ লক্ষ সাধারণ মানুষের পরামর্শ ও মতামত গ্রহণ করে এই বিধির খসড়া চূড়ান্ত করা হয়েছিল বলে গোটা বিষয়টি অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য

হয়েছে সর্বসাধারণের কাছে।

দেরাদুনের ওই সম্মেলনের মঞ্চ থেকে প্রাক্তন সেনাকর্মীদের সংঘের বিভিন্ন সেবাধর্মী কাজে সক্রিয়ভাবে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান ভাগবত।

> পুরো দেশে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু হলে তা খুবই ভালো ব্যাপার হবে।
>
> -মোহন ভাগবত

তিনি বলেন, স্বাধীন ভারতের অখণ্ডতা রক্ষায় প্রতিরক্ষা বাহিনীর গুরুত্ব অপরিসীম। সেই অভিজ্ঞতা সংঘের কাজেও লাগানো উচিত।

পাঠ্যে বিচার ব্যবস্থার দুর্নীতি

নয়াদিল্লি, ২৪ ফেব্রুয়ারি : এনসিইআরটি-র অষ্টম শ্রেণির নতুন সমাজবিজ্ঞান পাঠ্যবইয়ে বিচারব্যবস্থার দুর্নীতি এবং মামলার দীর্ঘসূত্রতা নিয়ে আলোচনার জেরে নতুন বিতর্ক তৈরি হয়েছে।

'সমাজে বিচারব্যবস্থার ভূমিকা' শীর্ষক অধ্যায়টিতে দেশের বিচারব্যবস্থার কাঠামোর বিভিন্ন সমস্যার কথা সরাসরি তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিচারব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও নৈতিকতা নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই এই পাঠ্যক্রমের সংযোজন। বইটিতে দুর্নীতিকে অন্যতম বড় উদ্বেগ হিসাবে চিহ্নিত করার পাশাপাশি বিপুল পরিমাণ অমীমাংসিত মামলার পরিসংখ্যানও তুলে ধরা হয়েছে। তথ্যানুযায়ী, বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে প্রায় ৮১ হাজার, হাইকোর্টগুলিতে সম্মিলিতভাবে ৬২.৪ লক্ষ এবং জেলা ও নিম্ন আদালতগুলিতে প্রায় ৪.৭ কোটি মামলা নিষ্পত্তির

বিতর্কে এনসিইআরটি

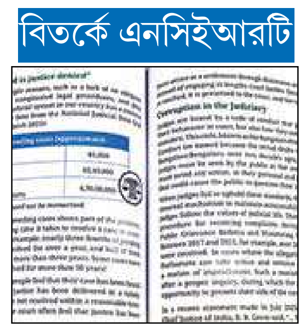

অপেক্ষায় রয়েছে। পর্যাপ্ত বিচারকের অভাব, জটিল আইনি প্রক্রিয়া এবং আদালতের দুর্বল পরিকাঠামোকে এই বিলম্বের প্রধান কারণ হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বইটিতে সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বিআর গাভাইয়ের মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, দুর্নীতির কারণে বিচারব্যবস্থার ওপর জনগণের আস্থা নষ্ট হতে পারে। তবে এই পাঠ্যক্রম নিয়ে আইনজীবীদের একাংশের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছে।

প্রবীণ আইনজীবী কপিল সিবালের মতে, সমাজ ও প্রশাসনের অন্যান্য ক্ষেত্রের দুর্নীতির কথা এড়িয়ে কেবল বিচারব্যবস্থার দুর্নীতিকে এভাবে পাঠ্যবইয়ে তুলে ধরা সমর্থনযোগ্য নয়। কেন্দ্র ও বিচারবিভাগের মধ্যে বিচারপতি নিয়োগ এবং ক্ষমতার পরিধি নিয়ে চলমান দ্বন্দ্বের আবহে এনসিইআরটি-র এই পদক্ষেপ আগুনে ঘি ঢালবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ছাঁদনাতলায়

বিজয়, রশ্মিকা। প্রাক বিয়ে নিয়ে হইচই। কী করছেন দুজনে? বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে মেতে উঠেছেন কীভাবে? বিয়ের তথ্য-তালাশে তারাদের কথা

বিয়ের প্রস্তুতি কেমন?

উদয়পুরের আইটিসি মেমেন্টোস। সেখানে পৌঁছে গিয়েছেন এখনকার সবচেয়ে চর্চিত 'কাপল' বিজয় আর রশ্মিকা। ২৬ তারিখে বাজবে তাঁদের বিয়ের সানাই। উদয়পুরের সবচেয়ে বিলাসবহুল হোটেলে ইতিমধ্যেই বিজয়ের খুব কাছের বন্ধুরাও গিয়ে হাজির হয়েছেন। নাচ, গান, বিনোদন আর দেদার খানাপিনায় ভাসছে এখন আইটিসি মেমেন্টোস।

বিজয় আর রশ্মিকার সঙ্গীত অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। গোটা প্রাসাদটাই সেজে উঠেছে অভিনব সাজে। কান পাতলেই গান আর নাচের আওয়াজ। আসলে, সঙ্গীত অনুষ্ঠানের রিহার্সাল।

রশ্মিকা নিজেই নাকি তাঁর সঙ্গীত অনুষ্ঠানে লিড করবেন। তাহলে আর বিজয়ই বা পিছিয়ে থাকবেন কেন?

হলদি অনুষ্ঠানের প্রস্তুতিও চূড়ান্ত। সেই সঙ্গে চূড়ান্ত হচ্ছে নিরাপত্তা। সবচেয়ে হাই ভোল্টেজ বিয়ের জন্যে নিরাপত্তা তো দরকার। তবে শুধু তাই নয়, অতিথিদের মাধ্যমেও যাতে কোনও ছবি বাইরে না বেরিয়ে যায়, সেদিকেও কড়া নজর রাখা হয়েছে। কারণ এ ব্যাপারটা বিজয় আর রশ্মিকা আগেই অনুরোধ করে রেখেছিলেন।

সব মিলিয়ে উদয়পুর একেবারে জমজমাট।

জাপানি খাবারে অনুষ্ঠান শুরু

জাপানি খাবার দিয়ে বিয়ের অনুষ্ঠান শুরু করলেন বিজয়, রশ্মিকা। শুরু হয়ে গেছে তাঁদের প্রাক বিবাহ উৎসব। শুরুতেই পুল পার্টির কিছু ঝলক সামনে এনেছেন বিজয় দেবেরাকোন্ডা নিজে। সকালে পুলের মধ্যে বন্ধুদের সঙ্গে পুল-ভলিবল খেলায় মেতেছেন তিনি। দূর থেকে ছবি দিয়েছেন। কারা আছেন পুলে, তা অবশ্য স্পষ্ট করে বোঝা যাচ্ছে না। সেই ছবিতেই আবার লাল কাপ দিয়ে সাজানো ভাসমান পানীয় স্টেশনও দেখা যাচ্ছে।

এদিনের মেনুতে অতিথিদের জন্য জাপানি খাবার পরিবেশন করা হয়েছিল। রশ্মিকা মান্দানা তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে ক্যান্ডেললাইট ডিনারের একটি ছবি শেয়ার করেছেন। যেখানে সোনালি আলোয় সজ্জিত টেবিলটি খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। টেবিলের মাঝখানে ব্লাশ, গোলাপি লিলি এবং সবুজ হাইড্রেঞ্জিয়াস ফুল দিয়ে সাজানো। রাখা রয়েছে তাজা ফল। বিশেষ ব্যাপার হল, ডিনারে ছিল জাপানিজ খাবার।

প্রতিটি প্লেটের নীচে একটি সবুজ রঙের ন্যাপকিন রাখা ছিল। যেখানে 'ভিরোশ' নামটি সূচিকর্মের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হয়। এই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ্যে আসার পর ভক্তদের প্রতিক্রিয়া ছিল দেখার মতো। প্রিয় দম্পতির বিয়ের ছবির জন্য সকলে উন্মুখ।

কলকি ২ সেটে অমিতাভ, কমল মুখোমুখি

কলকি প্রথম ভাগে দুজনের দৃশ্য খুব বেশি ছিল না। ছবির দ্বিতীয় ভাগে দুজনের দারুণ লড়াই হবে—এমনটাই শোনা যাচ্ছিল। এবার কলকি ২-এর সেই অভাবনীয় শুটিং শুরু হল অমিতাভ বচ্চন ও কমল হাসানকে নিয়ে। অমিতাভ অশ্বত্থামা সেজে সেটে কাজ শুরু করছেন। সেখানেই এলেন কমল হাসান, তিনি অবশ্য চরিত্রানুযায়ী হয়ে আসেননি, দেখা করতেই এসেছিলেন অমিতাভর সঙ্গে। সেই সাক্ষাতের ছবি পোস্ট করে অমিতাভ সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, 'মহান কমল হাসানের সঙ্গে দেখা হল। আবার একসঙ্গে কাজ করছি—শেষ কাজ করেছিলাম গ্রেফতার-এ।' ছবিতে কমল ভয়ংকর ভিলেন সুপ্রিম ইয়াসকিন। তিনি দ্বিতীয় ভাগে বড় ও গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে আসবেন। ইয়াসকিনের সঙ্গে অশ্বত্থামার লড়াই কলকি ২-এর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। পরিচালক নাগা অশ্বীনের ডেবিউ ছবি এটি, তাতে দুই মহান তারকা কাজ করছেন। হায়দরাবাদে ইতিমধ্যেই শুটিং শুরু হয়েছে, সে কারণে অমিতাভ গত রবিবার তাঁর বাড়ি জলসার সামনে ভিড় করা ভক্তদের দর্শন দিতে পারেননি।

ছবির নায়ক প্রভাস অন্য ছবির শুটিংয়ে ব্যস্ত। তাই আপাতত অমিতাভ-কমলদের নিয়ে ছবির শুটিং শুরু করছেন অশ্বীন। পরে অন্য তারকারা শুটিংয়ে যোগ দেবেন।

যিশু শেয়ার করলেন অক্ষয়ের নতুন লুক

ভূত বাংলা ছবিতে ২৪ বছর পর একসঙ্গে দেখা যাবে অক্ষয় কুমার ও পরিচালক প্রিয়দর্শনকে। এই জুটির কমেডি দেখে বহু দর্শক বড় হয়েছেন। আবারও সেই সুযোগ আসছে, ফলে উত্তেজনা বাড়ছেই। ছবিতে আছেন কলকাতার যিশু সেনগুপ্ত, ফলে বাংলাতেও ছবির আগ্রহ বাড়ছে। যিশু সেনগুপ্ত ছবির নতুন মোশন পোস্টার শেয়ার করেছেন। তাতে আছে অক্ষয়ের নতুন লুক। অক্ষয় পরে আছেন রুদ্রাক্ষের মালা, চোখে কালো চশমা, বিভৎস-দর্শন মূর্তি সম্বলিত সিংহাসনে তিনি বসে আছেন—এতে তৈরি হয়েছে ভয় আর কমেডির মিশ্র ছোঁয়া। সঙ্গে ক্যাপশন, 'দস কো দেঙ্গে দস-তক, ইন্তেজার করো তবতক।' মজা শুরু হোক এবার। সঙ্গে জানিয়েছেন ছবির মুক্তির তারিখ ১০ এপ্রিল। নেটমহল এরপর উচ্ছ্বসিত। অনেকে বলেছেন অক্ষয় স্যার, আমরা আর অপেক্ষা করতে পারছি না। ছবির প্রতীক্ষা যে বাড়ছে, তা বলাই বাহুল্য। অক্ষয়, যিশু ছাড়া ছবিতে আছেন পরেশ রাওয়াল, তাব্বু, ওয়ামিকা গাব্বি প্রমুখ। প্রযোজক একতা কাপুর।

বাংলা ছবিতেও অরিজিতের গান

রাজি করিয়েছেন আমির খান। এবার বাংলা ছবির এক অভিনেতা ও প্রযোজক এবং এক পরিচালকের ছবিতে শোনা যাবে অরিজিৎ সিংয়ের গান। 'আর প্লেব্যাক করব না' বলে যতই ঘোষণা করুন-- বলিউড বা কলকাতা কেউই তাঁকে ছাড়ছে না। ইতিমধ্যে জানা গিয়েছে, আমির খানের আগামী ছবি 'এক দিন'-এ অরিজিৎ টাইটেল সং গাইছেন। ছবির নায়ক জুনেইদ খান ও নায়িকা সাই পল্লবী। এবার কলকাতার ছবিতেও থাকছে তাঁর গান। এই পরিচালক ছবির জন্য জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন। তাঁর কাছে অরিজিৎ সন্তানের মতো। ফলে তাঁর অনুরোধ অরিজিৎ ফেলতে পারেননি। অভিনেতা-প্রযোজকের এটাই প্রথম ছবি এবং খুব শিগগির সে ছবি আসছে। ওই চিত্র পরিচালক সুরকারও এবং তাঁর সুরেই অরিজিৎ গাইবেন। তাঁরা জিয়াগঞ্জে অরিজিতের বাড়ি দৌড়েছেন গায়ককে রাজি করানোর জন্য। তবে তাঁদের এই সফরের কথা মিডিয়া সেভাবে জানতে পারেনি। তাঁরাও নিজেদের নাম বা অন্য সব পরিকল্পনা গোপনই রেখেছেন। ইন্ডাস্ট্রির ভিতরের খবর, অভিনেতা ও প্রযোজকের নাম পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় এবং পরিচালক-সুরকার ইন্দ্রজিৎ দশগুপ্ত। তাঁরা নিজেরা অবশ্য কিছু জানাননি। তবে অরিজিৎ সিং বাংলা ছবিতে গান গাইবেন, এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই।

একনজরে সেরা ৫

গোলমালে প্রিয়ামণি

রোহিত শেট্টির গোলমাল ইউনিভার্স-এর গোলমাল ৫-এ যোগ দিলেন প্রিয়ামণি। সোমবার থেকে তিনি শুটিং শুরু করেছেন, তবে তাঁর চরিত্র এখনও অজানা। ছবির নায়ক অজয় দেবগণ। ছবির ভিলেন অক্ষয় কুমার। দুজনকে রোহিতেরই সিংহম এগেইনে শেষবার দেখা গিয়েছে। ছবিতে আছেন আরশাদ ওয়ারসি, শ্রেয়স তলাপাড়ে, তুষার কাপুর, কুণাল খেমু, জনি লিভার প্রমুখ।

কেরালায় কাট

সেন্সর বোর্ড দ্য কেরালা স্টোরি ২ গোজ বিয়ন্ড-কে ইউ এ ১৬ প্লাস সার্টিফিকেট দিয়েছে। এর জন্য নির্মাতাদের ১৬টি দৃশ্য কাটতে হয়েছে। এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ দৃশ্য, ধর্ষণ, বিভিন্ন শারীরিক আঘাতের দৃশ্যও পরিবর্তন করতে হয়েছে। এদিকে ছবির মুক্তি রদের দাবিতে হাইকোর্টে মামলা হয়েছে, তাই কোর্ট মুক্তির আগে ছবিটি দেখবে বলে জানিয়েছে।

ফের গ্রেপ্তার নোবেল

বাংলাদেশি গায়ক মইনুল আহসান নোবেলকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গায়কের বিরুদ্ধে এক তরুণীকে বিয়ের লোভ দেখিয়ে আটকে রাখার অভিযোগ উঠেছে। নোবেলের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করা হয়। আইনি প্রক্রিয়া শেষ হলে তাঁকে আদালতে তোলা হবে। এর আগে তাঁর বিরুদ্ধে প্রতারণা, গার্হস্থ্য হিংসার অভিযোগ ওঠে। যৌন হেনস্তার জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

অজয়ের জন্য

অনিল কাপুর অভিনীত সুবেদার ছবির মুক্তি আসন্ন। তার মধ্যেই জানা গেল তাঁকে ধামাল ৪ থেকে বাদ পড়তে হয়েছে। এক সাক্ষাৎকারে নিজেই বলেছেন এ কথা। পরিচালক ইন্দ্র কুমারকেই অনিল জিজ্ঞাসা করেন, তুমি এ ছবিতে আমাকে নাওনি, অজয় বারণ করেছে? পরে অনিল হেসে বলেন এরকমই কিছু হয়েছে নিশ্চয়।

দুই নায়িকা

প্রিয়দর্শন পরিচালিত ভাগম ভাগ ২ ছবিতে অক্ষয় কুমারের নায়িকা হচ্ছেন মীনাক্ষী চৌধুরি এবং ধুরন্ধর খ্যাত আয়েশা খান। দুজনেই গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে থাকবেন এবং ভুল বোঝাবুঝি, দ্বন্দ্ব এবং দারুণ হাসির পরিস্থিতি তৈরি করবেন। ছবিতে আছেন পরেশ রাওয়াল, মনোজ বাজপেয়ী। মনোজ গোবিন্দার চরিত্রে আসছেন। তাঁর নায়িকা এখনও ঠিক হয়নি।

কান্তারা কাণ্ডে রেহাই রণবীরের

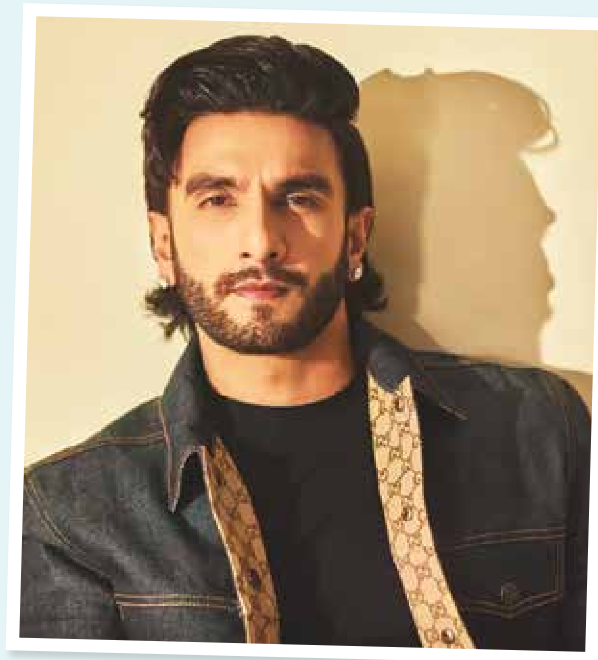

কান্তারা-কাণ্ডে রণবীর সিংকে কর্ণাটক হাইকোর্ট স্বস্তি দিল। হিন্দু দেবীকে অপমানের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে হওয়া এফআইআর-এর বিরুদ্ধে অভিনেতা পালটা মামলা করছিলেন হাইকোর্টে। এর একদিন পরেই কোর্ট জানিয়েছে, অভিনেতার বিরুদ্ধে কোনও কড়া পদক্ষেপ করা যাবে না। ঘটনাটি ঘটে কয়েক মাস আগে, গোয়ায়। সেখানে এক অনুষ্ঠানে কান্তারা চ্যাপ্টার ১-এর প্রশংসা করতে গিয়ে একটি দৃশ্যে চামুণ্ডা দেবীকে নকল করেন রণবীর সিং, তঁকে মহিলা ভূত বলে আখ্যা দেন, তাও ছবির নায়ক ঋষভ শেট্টির সামনে। এরপর কর্ণাটকের উপকূলবর্তী অঞ্চলের চৌভূণ্ডি দৈব্য সংস্কৃতি ও হিন্দু ধর্মকে অপমান করার অভিযোগে অভিনেতার বিরুদ্ধে কর্ণাটক হইকোর্টে এক আইনজীবী মামলা করেন। তাঁর অভিযোগ, অভিনেতা কর্ণাটকের দেবীকেও অপমান করেছেন। এই ঘটনা সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়লে রণবীর হেনস্তার মুখে পড়েন, লিখিত ক্ষমা চান কিন্তু লাভ হয়নি। কোর্ট রণবীরকে আপাতত স্বস্তি দিলেও তাঁকে নির্দেশ দিয়েছে বিষয়টি তদন্তাধীন, তাই তাঁকে এ ব্যাপারে পূর্ণ সহযোগিতা করতে হবে। মামলার শুনানি হবে ২ মার্চ। ততদিন এই নির্দেশ বহাল থাকবে।

যোগী সাক্ষাতে সঞ্জয়, রাজনীতিতে আসছেন?

উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে দেখা করলেন অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত। গলায় গেরুয়া উত্তরীয়, চোখে কালো চশমা পরে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের ছবি তিনি নিজেই পোস্ট করেছেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। এই সাক্ষাতে তিনি খুবই খুশি। তাঁর কথায়, 'মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের সঙ্গে লখনউতে দেখা করে খুব ভালো লাগল।' তারপর থেকেই জল্পনা শুরু, সঞ্জয় কি রাজনীতিতে আসছেন? এ প্রশ্নের উত্তর অবশ্য কেউই দেননি। বস্তুত, ভারতীয় জনতা পার্টির এক বিধায়ক রাজেশ্বর মিশ্রের লখনউয়ের কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন সঞ্জয়। বিধায়কের সঙ্গে লখনউকে সুজলা-সুফলা বানানোর যৌথ কর্মসূচি নিয়েছেন সঞ্জয়। তারপরই তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। উল্লেখ্য, এর আগে ২০০৯ সালে সমাজবাদী পার্টির হয়ে সঞ্জয়ের রাজনীতিতে আসার ও ভোটে দাঁড়ানোর কথা শোনা গিয়েছিল।

জগদীশ বিদ্যাপীঠের ছাত্রী পুনম মণ্ডল বেশ ভালো নাচ করে। পঞ্চম শ্রেণির এই ছাত্রীর আগ্রহে খুশি শিক্ষক-শিক্ষিকারা।

মিত্র সম্মিলনীর ১১৭ বছরে লা-জবাব চন্দ্রিল

সমাবর্তনে রাজনৈতিক সৌজন্য

রামসিংহাসন মাহাতো

শিলিগুড়ি, ২৪ ফেব্রুয়ারি : মানুষের বই পড়ার অভ্যাস কমছে এবং নতুন প্রজন্ম বইয়ের চেয়ে মোবাইলের পেছনে সময় বেশি ব্যয় করছে বলে হা-হুতাশ করার কিছু নেই। মঙ্গলবার দীনবন্ধু মঞ্চে শিলিগুড়ি মিত্র সম্মিলনীর ১১৭ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সমাবর্তনে স্মারক বক্তৃতা দিতে গিয়ে এই উপসংহার টেনেছেন এই সময়ের জনপ্রিয় চিন্তাবিদ চন্দ্রিল ভট্টাচার্য। তাঁর আলোচনার বিষয় ছিল- 'বই এবং বদলে যাওয়া সময়'।

তিনি তাঁর দীর্ঘ মনোগ্রাহী বক্তব্য শুরু করেন দ্য গার্ডিয়ান পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবরের সূত্র ধরে। ওই পত্রিকায় ভারতের সাহিত্য সম্মেলনগুলি নিয়ে সম্প্রতি একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে, যা বেশ বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে যে, ভারতে বর্তমানে ১০০-টিরও বেশি সাহিত্য উৎসব হয়, কিন্তু সেই তুলনায় মানুষের মধ্যে 'আনন্দের জন্য বই পড়ার' অভ্যাস বেশ কম। সাহিত্য উৎসবগুলোতে বইয়ের চেয়ে অন্য পণ্য বিক্রি ও বাহ্যিক আড়ম্বরের উপরে বেশি জোর দেওয়া হয়। ওই প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, উৎসবগুলোতে প্রচুর ভিড় হলেও তা সরাসরি বই বিক্রির ওপর তেমন প্রভাব ফেলে না। ভারতের কথকতার ঐতিহ্যের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, হয়তো সেই কারণেই ভারতীয়দের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে বই পড়ার চেয়ে শোনার বা দেখার প্রতি আগ্রহ বেশি। চন্দ্রিল তাঁর বক্তব্যে এই খবরের প্রতিক্রিয়ার কথাও আমাদের জানিয়েছেন। আর কথকতার সূত্র ধরে মহাভারতের যুগ থেকে শুরু করে এখনকার হলোগ্রাম প্রযুক্তি এবং এআই নির্ভর প্রযুক্তির উল্লেখ করে বলেছেন বই পড়ার অভ্যাস কমছে কি না সেটা বড় কথা নয়, মানুষের জ্ঞান আহরণের আগ্রহ বাড়ছে কি না সেটাই আসলে দেখার বিষয়। তিনি যুক্তি দিয়ে বুঝিয়েছেন, বই পড়ার চেয়ে অন্য মাধ্যমে এখনকার ছেলেমেয়েরা যদি জ্ঞান আহরণের ক্ষেত্রে বেশি আগ্রহী হয় তাহলে বাধা দেওয়া উচিত নয় বরং তাকে স্বাগত জানানো উচিত।

মঞ্চে চন্দ্রিল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে যে দীর্ঘ বক্তব্য রাখেন তা এতটাই প্রাঞ্জল এবং বিভিন্ন রসে পরিপূর্ণ ছিল যে শ্রোতারা তা দারুণ উপভোগ করেছেন। দমকে দমকে চাপা হাসি দিয়ে শুধু উপভোগ করা নয়, অনেকেই যে তাঁর যুক্তি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেছেন, তাঁর মতের সঙ্গে একমত হয়েছেন তা বোঝা গেল চন্দ্রিল বক্তব্য শেষ করে মঞ্চ থেকে নামতেই।

নতুন-পুরোনোর মেলবন্ধন। মঙ্গলবার দীনবন্ধু মঞ্চে।

চন্দ্রিল মঞ্চ থেকে নেমে দর্শক আসনে প্রথম সারিতে বসেন। তাঁর পেছনের সারিতে ছিলেন শিলিগুড়ি গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অত্যুহা বাগচী। অত্যুহা চন্দ্রিলের কানের কাছে মুখ নিয়ে অকপটে স্বীকার করলেন, 'অনেক কিছু শিখলাম। বাচ্চাদের মোবাইল ব্যবহার সম্পর্কে আমার ভুল ধারণা ছিল, এখন ভেঙে গেল।'

শুধু এই হেডমিস নন, ভোটের মুখে উপস্থিত রাজনৈতিক নেতাদেরও চন্দ্রিল শিখিয়েছেন নিজের বক্তব্য কীভাবে মানুষের সামনে তুলে ধরলে তাঁরা তা বিশ্বাস করেন এবং গ্রহণ করেন। সবাই আপ্তবাক্যে স্বীকার করেছেন চন্দ্রিল লা-জবাব।

মিত্র সম্মিলনীর এই সমাবর্তনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল এই অনুষ্ঠান শহরের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সূত্র ধরে এক সোপানে মিলিয়ে দিয়েছে তৃণমূল, সিপিএম এবং কংগ্রেসকে। এই শহরের দুই প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য এবং গঙ্গোত্রী দত্তের সঙ্গে মঙ্গলদীপ জ্বালিয়েছেন বর্তমান মেয়র গৌতম দেব। আলোকচিত্রীদের অনুরোধে এক সারিতে বসে তাঁরা ছবিও তুলেছেন। বোঝা গেল এ শহরে মিত্র সম্মিলনীই পারে সব রাজনৈতিক দলকে এক ছাতার নীচে বসাতে।

এদিন নিউ আলিপুর নাট্যচর্চার প্রযোজনায় 'মুখ' মঞ্চস্থ হয়।

বিজেপিকে তোপ

শিলিগুড়ি, ২৪ ফেব্রুয়ারি : বিজেপি স্বপ্নের ফেরিওয়ালা। বিজেপি পাহাড়ের মানুষকে ধোঁকা দিয়েছে। ওই দলে থেকে সাধারণ মানুষের হয়ে কাজ করা সম্ভব হচ্ছিল না। সদ্য তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদানের পর মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠকে এমনই মন্তব্য করলেন কার্সিয়াংয়ের বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা। বিজেপির সমালোচনা করার পাশাপাশি এদিন তিনি দার্জিলিং-র সাংসদের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। তাঁর কথায়, 'মানুষ উন্নয়ন চায়। তাই আমি তৃণমূলে যোগ দিয়েছি।'

এক দশক পূর্তি

ইসলামপুর, ২৪ ফেব্রুয়ারি : এক দশক পূর্তি উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার ইসলামপুর পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন ইনস্টিটিউটের নবনির্মিত সেমিনার হলের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ইসলামপুরের বিধায়ক আবদুল করিম চৌধুরী। বিধায়ক তহবিলের অর্থ দিয়ে সেমিনার হলটি তৈরি হয়েছে। এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহকুমা শাসক অঙ্কিতা আগরওয়াল, ইসলামপুরের বিডিও পিনাকী দেবনাথ প্রমুখ।

দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২৪ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার দুপুরে অজ্ঞাতপরিচয় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হল তিনবাত্তি মোড় সংলগ্ন তিস্তা ব্যারেজ এলাকায়। এনজেপি থানার পুলিশ গিয়ে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান মৃত ব্যক্তি ভবঘুরে ছিলেন।

সমস্যা সমাধানে নয়া উদ্যোগ

শহর ঢাকছে 'অবৈধ' বিজ্ঞাপনে

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ২৪ ফেব্রুয়ারি : একাধিকবার অভিযান চালানো সত্ত্বেও এখনও শহর শিলিগুড়ির নানা প্রান্তে 'অবৈধ' বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং নজরে পড়ছে। রীতিমতো শিলিগুড়ি পুরনিগমের নির্দেশ উপেক্ষা করেই নো-হোর্ডিং জোনে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন লাগানো হচ্ছে। চতুর্দিকে বিজ্ঞাপনের হোডিং নিয়ে সমালোচনা করছেন আমজনতা। এমনকি বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা। এমন ঘটনায় পুরনিগম কর্তৃপক্ষকেই কাঠগড়ায় তুলেছেন তিনি।

বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের বক্তব্য, 'শহরজুড়ে এখনও বহু অবৈধ বিজ্ঞাপন রয়েছে। পুরনিগম আগে তা চিহ্নিত করুক। লাইসেন্স নম্বর উল্লেখ করলেই সমস্যার সমাধান হবে, এমনটা নয়। কারণ, লাইসেন্স নম্বর নকল হতেই পারে। পুরনিগমের তরফে নির্দিষ্ট হলোগ্রাম তৈরি করার পশাপাশি জিও ট্যাগিং করা প্রয়োজন।' যদিও পুরনিগমের সাফাই, অবৈধ বিজ্ঞাপন নজরে এলেই তা খুলে ফেলা হচ্ছে। নিয়ম করে অভিযানও চলছে। এবার অবৈধ বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে রাশ টানতে নয়া পদক্ষেপ করা হচ্ছে। বিজ্ঞাপন বিভাগের মেয়র পারিষদ রাজেশ প্রসাদ শা'র কথায়, 'প্রতিটি সংস্থাকে বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং-এ লাইসেন্স নম্বর উল্লেখ করতে হবে। লাইসেন্স নম্বরের সূত্র ধরেই সহজে অবৈধ বিজ্ঞাপনী হোর্ডিং চিহ্নিত করা যাবে। ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলিকে চিঠিও পাঠানো হয়েছে। কেউ যদি নিয়ম না মানে প্রথমে নোটিশ পাঠানো হবে। পরবর্তীতে আইনানুগ পদক্ষেপ করা হবে।'

শহর শিলিগুড়ির চতুর্দিকে নজর ঘোরালেই বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ছোট-বড় বিজ্ঞাপন নজরে আসে। তবে কোন বিজ্ঞাপন বৈধ আর কোনটি অবৈধ তা অবশ্য বোঝা দায়। সাধারণ মানুষ তো দূর অস্ত, পুর আধিকারিকরাও অনেক সময় তা নিশ্চিত হতে গিয়ে বিপাকে পড়েন। অভিযোগ, এই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই শহরজুড়ে অবৈধ হোর্ডিং ছেয়ে যাচ্ছে। এমনকি পুরনিগমের তরফে চিহ্নিত করা নো-হোর্ডিং জোনেই বিজ্ঞাপন নজরে আসছে।

পুরনিগম সূত্রে খবর, কোর্ট মোড়, হাসমিচক এলাকা নো-হোর্ডিং জোন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে ওই এলাকাতেও একাধিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন নজরে আসছে। এমনকি পুরনিগমের তরফে লাগানো নো-হোর্ডিং জোনের সাইনবোর্ডের পাশেও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপন জ্বলজ্বল করছে।

শিলিগুড়ির বাসিন্দা সৌরভ দাস বললেন, 'বিজ্ঞাপনে শহরের মুখ ঢাকছে। কোনটা বৈধ আর কোনটা অবৈধ, তা অবশ্য আমরা বুঝতে পারি না।'

রমজান উপলক্ষ্যে শিলিগুড়িতে আলোকসজ্জা। -সঞ্জীব সূত্রধর

মিউটেশন দাবি নিয়ন্ত্রিত বাজারে

ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠকে মেয়র

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ২৪ ফেব্রুয়ারি : প্রায় এক দশকের বেশি পুরোনো ভাড়াতে স্টলের মিউটেশন করানোর দাবি উঠেছে শিলিগুড়ির নিয়ন্ত্রিত বাজারের একাংশে। অভিযোগ, ২০১৭-২০১৮ সালের ভাড়ার হিসাবে মিউটেশন করানোর দাবি তুলছেন ব্যবসায়ীদের কেউ কেউ। সেজন্য বাইরের লোক স্টল নিয়ে ভাড়া খাটাচ্ছেন বলেও অভিযোগ তাঁদের। মঙ্গলবার শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবকে সেই দাবি জানিয়েছিলেন শিলিগুড়ি ফুড অ্যান্ড ভেজিটেবল কমিশন এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশন। তারপর সংগঠনের অফিসে গিয়ে বৈঠক করেন মেয়র। পরে তিনি বলেন, 'নিয়ন্ত্রিত বাজারে নানা রকম সমস্যা রয়েছে। মিউটেশন, ট্রাফিক সহ নানা বিষয় নিয়ে কথা হয়েছে। চেয়ারম্যানকে অনুরোধ করলাম যাতে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে নেন।' বুধবার মহকুমা পরিষদের সভাঘরে জেলা শাসকের সঙ্গে ওই ব্যবসায়ীদের নিয়ে বৈঠক করার কথা জানিয়েছেন মেয়র।

অভিযোগ, নিয়ন্ত্রিত বাজারে কয়েকশো স্টলের মিউটেশন করানোর দাবি উঠেছে। ৮০ পয়সা থেকে এক টাকা কিংবা দেড় টাকা স্কোয়ার ফুট দরে মিউটেশনের দাবি করে যাচ্ছেন ফল এবং আনাজ বাজারের ওই ব্যবসায়ীদের একাংশ। প্রশাসন সূত্রে খবর, মিউটেশন করাতে বর্তমান ভাড়া কার্যকর করা বাধ্যতামূলক। বর্তমানে ২০ টাকার বেশি স্কোয়ার ফুট দরে ভাড়া দিতে হবে। তাতেই আপত্তি জানাচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। কিন্তু ব্যবসায়ীদের সেই আপত্তি মানা কোনও মতেই সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন মার্কেট কর্তৃপক্ষের আধিকারিকদের একাংশ। প্রশ্ন উঠছে, সেজন্য কি মেয়রের হস্তক্ষেপ চাইছেন ব্যবসায়ীরা?

যদিও ফল এবং আনাজ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ী সংগঠনের সম্পাদক শিব কুমারের দাবি, 'মিউটেশন তিন পদ্ধতিতে ২০১১ সালে হয়েছিল। কেউ বংশপরম্পরায় ব্যবসা করছেন। কেউ দুজন মিলে করছেন। তাঁদের ক্ষেত্রে মিউটেশনের নিয়ম অনুসারে মালিকানা বদল হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ করতে চাইছে না। স্টল নিয়ে ভাড়া দেওয়ার ফলে বহিরাগত ব্যবসায়ীর সংখ্যা বেড়েছে। তাতে যানজট বাড়ছে।' তবে ব্যবসায়ীদেরই একাংশ স্টল নিয়ে ভাড়া দেওয়ার সঙ্গে যুক্ত বলে অভিযোগ। অন্যদিকে, ফল এবং মাছের বাজারে সম্প্রতি কিছু স্টল বিলির প্রক্রিয়া আটকে গিয়েছে। সেটা নিয়েও আপত্তি রয়েছে ব্যবসায়ীদের। যদিও সেই স্টলগুলি বিলির জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

স্মারকলিপি

ইসলামপুর, ২৪ ফেব্রুয়ারি : ইসলামপুর শহরের ক্ষুদিরামপল্লিতে একের পর এক চুরির ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে এলাকাবাসী মঙ্গলবার ইসলামপুর থানায় স্মারকলিপি দেন। স্মারকলিপিতে শতাধিক বাসিন্দারা স্বাক্ষর করেন। কর্মসূচির নেতৃত্বে থাকা এলাকার বাসিন্দা গৌতম বর্মন বলেন, 'দুষ্কৃতীরা এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে। এলাকার স্কুলও রেহাই পাচ্ছে না। তাই আমরা পুলিশের আরও সক্রিয়তার দাবি জানিয়েছি।' পুলিশ বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে।

প্রতিবাদ মিছিল

শিলিগুড়ি, ২৪ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়িতে একটি নার্সিংহোমের চিকিৎসককে মারধরের ঘটনায় দোষীদের গ্রেপ্তারি ও শাস্তির দাবিতে শহরে প্রতিবাদ মিছিল করা হল। মঙ্গলবার ওই নার্সিংহোমের চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীদের পাশাপাশি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও ক্লাবের সদস্যরা ওই প্রতিবাদ মিছিলে অংশ নেন। সোমবার সেবক রোড এলাকায় ওই চিকিৎসককে মারধর করার অভিযোগ উঠেছিল। পুলিশ ইতিমধ্যে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

আজ শহরে

- মিত্র সম্মিলনীর ১১৭ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে দু'দিনব্যাপী সমাবর্তন অনুষ্ঠানের আজ সমাপ্তি। সন্ধ্যা সওয়া ৬টায় শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে মঞ্চস্থ হবে সম্মিলনীর প্রযোজিত নাটক 'শ্যামের সাইকেল'। গান গেয়ে শোনাবেন শ্রীকান্ত আচার্য।

রংয়ের উৎসবের কেনাকাটা শুরু

শিলিগুড়ি, ২৪ ফেব্রুয়ারি : নতুন প্রজন্মের কাছে হোলি মানে শুধু রং খেলা নয়। তার থেকে বেশি হল নিত্যনতুন সাজ। সবমিলিয়ে পিকচার পারফেক্ট। সেই কারণেই বেশ কয়েক বছর ধরে হোলির জন্য নতুন পোশাক কেনা থেকে নিত্যনতুন সাজের জিনিস কেনার হিড়িক শুরু হয়েছে।

সবমিলিয়ে হোলি এখন আর শুধু রংয়ের উৎসব নয়, বরং অনেকটা থিমের উৎসবে পরিণত হয়েছে। সেই কারণে কেনাকাটাও শুরু হয়ে গিয়েছে। আর নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের সেই হোলি স্পেশাল টি-শার্ট, কুর্তি, পাঞ্জাবির পসরা সাজিয়ে বিধান মার্কেট, মহাবীরস্থান, শেঠ শ্রীলাল মার্কেট, কালীবাড়ি রোডে বসেছেন বিক্রেতারা। কোনও টি-শার্টে লেখা রয়েছে, 'হ্যাপি হোলি' কোনওটাতে আবার 'রং বরসে', 'বুড়া না মানো হোলি হ্যায়'। এছাড়াও জামাজুড়ে রয়েছে রং, পিচকারির ছবি। পোশাকের পাশাপাশি বিভিন্ন রকমের মুখোশও হাজির বাজারগুলিতে।

হোলিকে কেন্দ্র করে এভাবে বেচাকেনা হওয়ায় খুশি ব্যবসায়ীরা। মহাবীরস্থানের ব্যবসায়ী শংকর সরকার বললেন, 'শুধু আবির, পিচকারি নয়, মুখোশ, চশমা, রঙিন চুল ও পোশাকের চাহিদা রয়েছে। ছোটদের পাশাপাশি বড়রাও হোলিতে ভিন্ন সাজের জন্য এগুলি কিনছেন।' হোলি ঘিরে কয়েক বছর ধরে আধুনিক পিচকারি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। এই পিচকারি ছোটদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে বলে জানালেন শেঠ শ্রীলাল মার্কেটের ব্যবসায়ী রাজীব দাস। তিনি বলেন, 'পিচকারিগুলি একশো, চারশো, পাঁচশো টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। এছাড়াও একশো, দেড়শো টাকা থেকে পাওয়া যাচ্ছে রঙিন চুল।'

হকার্স কর্নারে দোল উপলক্ষ্যে ছেলের জন্য বাজার করতে আসা মিলনপল্লির বাসিন্দা কুসুম বিশ্বাস বললেন, 'ছেলে প্লে স্কুলে পড়ছে। ওদের স্কুলে এই দিনটি পালন করা হবে বলে সাদা পাঞ্জাবি পরে যেতে বলেছে। বাজারে এসে দেখি দোল উপলক্ষ্যে ছোটদের দারুণ দারুণ পাঞ্জাবি এসেছে। ছেলের পাশাপাশি নিজের জন্যও দোল থিমের কুর্তি কিনলাম। এটা পরেই সেলিব্রেশনের দিন ছেলের স্কুলে যাব।'

বসন্তের এই উৎসব ঘিরে শহরে যে বাজার তৈরি হয়েছে তা দেখে বেজায় খুশি বিক্রেতারা। অনেক বিক্রেতা আবার ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নিজেরাও টুপি, মুখোশ, রঙিন চুল পরে দোকানদারি করছেন।

মুখ না মুখোশ। মঙ্গলবার হকার্স কর্নারে সূত্রধরের তোলা ছবি।

নামেই নেত্রী

ইসলামপুর পুরসভার একাধিক ওয়ার্ডে মহিলা কাউন্সিলার থাকলেও ক্ষমতার রাশ তাঁদের স্বামীদের হাতেই।

ওয়ার্ডে 'দাপট' কাউন্সিলারের স্বামীরই

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২৪ ফেব্রুয়ারি : গত বোর্ডে (২০১৪-১৯) ইসলামপুর পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্বে ছিলেন নাগিনা বেগম। তবে সেই সময় পুর এলাকায় তাঁর স্বামী হাজি শরিফেরই 'দাপট' বেশি ছিল। বর্তমান বোর্ডে নাগিনা শুধুই ৯ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার। তবে তাঁর স্বামীর 'দাপট' এখনও একই জায়গায় রয়েছে।

রাখঢাক না করে শরিফও নিজের আধিপত্য ও সক্রিয়তার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে কাউন্সিলার হিসেবে তাঁর স্ত্রীও যে সময়বিশেষে সক্রিয় থাকেন তা জানাতেও ভোলেননি। নাগিনাও স্বামী নির্ভরতার কথা অস্বীকার করেননি। শরিফ বলেছেন, 'মহিলা হিসেবে যতটা করা সম্ভব আমার স্ত্রী করেন। তবে সামাজিক সমস্যার কারণে অনেক ক্ষেত্রেই আমাকে সামনে থেকে ওয়ার্ড পরিচালনা করতে হয়।'

শরিফ জানালেন, ওয়ার্ডের অধিকাংশ সমস্যার সমাধান তাঁর বাড়িতে বসেই হয়। সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন তিনিই। সেইসব বৈঠকে বাইরের পুরুষরাও থাকেন। ফলে স্ত্রী আড়ালে থেকে পর্যবেক্ষণ করেন কী সিদ্ধান্ত হল। শরিফের কথায়, 'উন্নয়নের কাজকর্মের জটিলতা মহিলা হিসেবে যেখানে বুঝতে ওর অসুবিধা হয়, সেখানে আমি সিদ্ধান্ত নিই। যদিও বোর্ড মিটিং

নাগিনা বেগম।

সহ পাড়ার অনুষ্ঠান বাড়িতে নিমন্ত্রণ পেলে জনসংযোগ স্ত্রীই রক্ষা করে।'

শরিফ এমন কথা জানালেও, ৯ নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন এলাকায় একাধিক জনের সঙ্গে কথা বলে স্পষ্ট বোঝা গিয়েছে ওয়ার্ডের ক্ষমতার রাশ কাউন্সিলারের স্বামীর হাতেই। একাধিক ব্যক্তি এই বিষয়ে সায় দিলেও কাউন্সিলার ও শরিফের কাছে 'খারাপ হতে চাই না' বলে মুখ খুলতে রাজি হননি।

অনেকে জানিয়েছেন, পথবাতি, কোন এলাকায় কতটা রাস্তা হবে, নিকাশিনালার প্রয়োজন কোন কোন এলাকায় এসব কাজ শরিফ সামলান। স্বভাবতই অন্য মহিলা সংরক্ষিত ওয়ার্ডের মতো এই ওয়ার্ডেও শাসনক্ষমতা নিয়ন্ত্রণে মহিলাদের পিছিয়ে থাকার চিত্র স্পষ্ট। তিস্তা ক্যানালের পাশে দাঁড়িয়ে এলাকার এক ব্যক্তি বলছিলেন, 'দলীয় নেতৃত্বও এর দায় অস্বীকার করতে পারে না। আসলে রাজনৈতিক ভারসাম্য ও ভোটব্যাংক অক্ষুণ্ণ রাখতে দলের শীর্ষ নেতৃত্বও এই বিষয়ে উদাসীন। ফলে ভোটের লড়াইয়ে মহিলা নির্বাচিত হলেও ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণ স্বামী বা পরিবারের অন্যদের হাতেই থেকে যাচ্ছে।'

এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের ইসলামপুর টাউন সভাপতি বাপি পাল চৌধুরীর মন্তব্য, 'দলের মহিলা কাউন্সিলাররা যথেষ্ট সক্রিয়তার সঙ্গে মানুষের পাশে থেকে কাজ করছেন। তবে কিছু ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার কারণে অনেক সময় হয়তো স্বামী বা পরিবারের সদস্যদের সাহায্য নিতেই পারেন।'

বিয়েতে অস্বীকার, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত

শিলিগুড়ি, ২৪ ফেব্রুয়ারি : বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে সহবাস। পরবর্তীতে বিয়ে করতে অস্বীকার। এক মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করল আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃতের নাম অতনু বসাক। বাড়ি শিবমন্দির এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রায় দু'বছর আগে কাজের সূত্রে অতনুর সঙ্গে পরিচয় হয় ওই মহিলার। ধীরে ধীরে তাদের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ হয়। তবে মহিলার অভিযোগ, বিয়ের কথা বলেই অভিযুক্ত দীর্ঘদিন ধরে তার সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছিল। তবে এখন বিয়ের বিষয়ে কথা তুললেই অভিযুক্ত তা এড়িয়ে যায়। চলতি মাসেও অভিযুক্ত জোর করে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে। এরপর বিয়ের বিষয়ে স্পষ্ট জবাব চাইলে অভিযুক্ত তা অস্বীকার করে।

২৩ ফেব্রুয়ারি ওই মহিলা আশিঘর ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে ওই রাতেই পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে পেশ করা হলে তাকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেয় আদালত।

ঢোলকের দৌলতে একসুতোয় দিল্লি-শিলিগুড়ি

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২৪ ফেব্রুয়ারি : পাতা ঝরার মরশুম। চারিদিকে রংবেরংয়ের ফুল। শীতের আমেজ সরে গিয়ে গরমের আভাস আসতে শুরু করেছে। একইভাবে বইছে বসন্তের হালকা বাতাস। রংয়ের উৎসবের প্রাক্কালে বাজারে বাজারে বিভিন্ন ধরনের আবির, রংয়ের পসরা বসতে শুরু করেছে। এরই মধ্যে প্রায়দিন লাল, নীল, হলুদ রংয়ের ঢোলক কাঁধে ঝুলিয়ে বছর পনেরো-ষোলোর কয়েকজন ছেলে ঘুরছে বিধান মার্কেট, হিলকার্ট রোডে। মঙ্গলবারও এই ছবির ব্যতিক্রম ঘটেনি। বিভিন্ন রংয়ের ঢোলক কাঁধে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে, কাঠি দিয়ে আওয়াজ তুলছে। ভিড়ে ঠাসা বাজারে সেই আওয়াজ পৌঁছাল এক খুদের কানে। সঙ্গে সঙ্গে বায়না! এখনই তাকে ঢোলক কিনে দিতে হবে। যদিও কোনওমতে 'পরে আরও বড় ঢোল কিনে দেব' এই আশ্বাসে খুদের বায়না থামালেন তার মা-বাবা।

বেশ কয়েকদিন ধরেই শহর শিলিগুড়ির বিভিন্ন স্থানে ঢোলক কাঁধে ঘুরতে দেখা যাচ্ছে কয়েকজন ছেলেকে। কিন্তু এই সময়? আসলে হোলির প্রাক্কালে প্রতিবছরই এরা আসে। কয়েকদিন বেচাকেনা করে আবার ফিরে যায়। কিন্তু কেথায় যায়? এদের বাড়ি কোথায়?

ছেলেগুলির সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, প্রত্যেকেই দিল্লি থেকে এসেছে। আসলে ঢোলক বিক্রি করাই তাদের পেশা। সারাবছর দেশের বিভিন্ন জায়গা ঘুরে ঘুরে ঢোলক বিক্রি করে বেড়ায় তারা। বংশপরম্পরায় এই ব্যবসা শিখেছে। ছোটবেলা থেকেই কেউ বাবার সঙ্গে, কেউবা ঠাকুরদার সঙ্গে কখনও মুম্বইয়ে গণেশপুজোয় আবার কখনও হোলিতে শিলিগুড়ি কিংবা ওডিশায় ঘুরে বেরিয়েছে ঢোলক বিক্রির জন্য। শিখতে শিখতে এখন নিজেরাই বেরিয়ে পড়েছে ঢোলক বিক্রি করতে।

হোলিতে শিলিগুড়ি শহরে নানা জায়গায় হোলি পার্টির আয়োজন

ঢোলক নিয়ে বিধান মার্কেটে দিল্লির দুই বিক্রেতা। মঙ্গলবার। -সংবাদচিত্র

করা হয়। ঢোলকে কাঠি পড়তেই 'বুরা না মানো হোলি হ্যায়'তে মেতে ওঠে আট থেকে আশি। আসলে সেই ঢোলকের আমদানি করে দিল্লির এই ছেলেগুলি।

বাবার সঙ্গে এসে শিলিগুড়ি চিনেছিল তালিফ খান। তবে তিন বছর ধরে হোলির আগে একাই আসে ঢোলক নিয়ে। তার কথায়, 'গোয়ায় যখন যাই তখন বিদেশিরা অনেকেই ঢোলক কেনেন। শিলিগুড়িতেও প্রচুর মানুষ কেনেন, সে কারণেই আসি। শহরের বিভিন্ন বাজারগুলিতে ঘুরি। কোথাও মেলা হচ্ছে জানতে পারলে সেখানেও চলে যাই। বাচ্চারা এই ঢোলক খুব পছন্দ করে। অনেকগুলি বিক্রি হয়ে গিয়েছে, কয়েকটা আছে, সেগুলি বিক্রি হয়ে গেলেই দিল্লি ফিরে যাব।'

হিলকার্ট রোডে ঢোলক নিয়ে হাঁটছিল মহম্মদ নাসির। সে বলল, 'সপ্তাহখানেক আগে শিলিগুড়িতে এসেছি। নাসিক, মিরাট থেকে ঢোলক কিনে নিয়ে আসি। কাজের জন্য সারাবছরই প্রায় বাড়ির বাইরে থাকতে হয়। শিলিগুড়িতে এসে এনজেপি এলাকায় ছোট ঘর ভাড়া নিয়ে কয়েকজন থাকছি।' নাসিরও দশ বছর আগে বাবার সঙ্গে এসে শিলিগুড়ি চিনেছিল। তারপর থেকে একাই আসে।

ঢোলক বিক্রি হলেই নতুন কোনও গন্তব্যে হাঁটা দেবে নাসির, তালিফরা। আবার বছর ঘুরবে, গাছে নতুন পাতা জন্মাবে। সময়ের অপেক্ষায় থেকে আবার ঢোলক নিয়ে এসে শিলিগুড়ির রাস্তায় ঘুরবে তারা। আসলে উৎসব এভাবেই মানুষে মানুষে মেলবন্ধন ঘটায়, জুড়ে দেয় দিল্লি-শিলিগুড়িকে।

পৃথিবীর পাঠশালা

বাতাস থেকে খাবার

ফ্রিৎজ হেবার—এই বিজ্ঞানীর জীবন এক ট্র্যাজেডি। তিনি বাতাস থেকে নাইট্রোজেন নিয়ে অ্যামোনিয়া তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কার করেন, যা দিয়ে সার তৈরি হয়। এই আবিষ্কারের ফলে বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচে। তাঁকে নোবেল দেওয়া হয়। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি ক্লোরিন গ্যাসও আবিষ্কার করেন, যা হাজার হাজার মানুষ মারে। তিনি বলতেন, 'শান্তির সময় বিজ্ঞানী বিশ্বের, কিন্তু যুদ্ধের সময় দেশের।' নিজের স্ত্রীকে তিনি বাঁচাতে পারেননি, যিনি তাঁর বিষাক্ত গ্যাস তৈরির বিরোধিতায় আত্মহত্যা করেছিলেন। কোটি মানুষের জীবনদাতার হাতেই লেগে আছে গণহত্যার দাগ।

গোপন ফ্ল্যাট

বাড়িভাড়া দিতে না পেরে অনেকেই রাস্তায় ঘোরেন। কিন্তু মাইকেল টাউনসেন্ড নামের এক শিল্পীর মাথা থেকে বেরিয়েছিল এক আজব বুদ্ধি। আমেরিকার রোড আইল্যান্ডের এক বিশাল শপিং মলের ভেতরে তিনি আস্ত একটি গোপন ফ্ল্যাট বানিয়ে ফেলেছিলেন। মলের গাড়ি পার্কিংয়ের এক পরিত্যক্ত জায়গায় তিনি সোফা, টিভি, প্লে-স্টেশন থেকে শুরু করে রান্নার সরঞ্জাম— সব সাজিয়ে নিয়েছিলেন। টানা চার বছর তিনি সেখানে দিব্যি সংসার পেতেছিলেন। মলের হাজার হাজার ক্রেতা বা নিরাপত্তারক্ষীরা টেরই পায়নি যে তাদের নাকের ডগায় কেউ লুকিয়ে বাস করছে। শেষে একদিন ভুলবশত তিনি ধরা পড়েন। মজার ব্যাপার হল, শপিং মল কর্তৃপক্ষও তাঁর এই নিখুঁত কাজ দেখে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর এই গোপন জীবনের কাহিনী ফের ভাইরাল হয়ে খবরের শিরোনামে এসেছে।

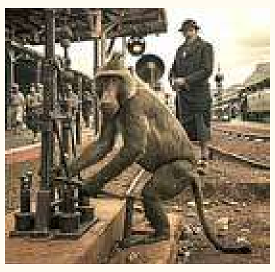

বাঁদর যখন সিগন্যালম্যান

রেলস্টেশনে সিগন্যাল দেওয়ার কাজটা ভীষণ দায়িত্বের। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে দক্ষিণ আফ্রিকার একটি স্টেশনে এই কাজটি করত জ্যাক নামের একটি বাঁদর। স্টেশনের সিগন্যালম্যান জেমস ওয়াইডের একটি পা দুর্ঘটনায় কাটা পড়ে। কাজ হারানোর ভয়ে তিনি জ্যাককে সিগন্যাল দেওয়ার প্রশিক্ষণ দেন। ট্রেনের হুইসল শুনে জ্যাক নিখুঁতভাবে লিভার টেনে সিগন্যাল পরিবর্তন করত। যাত্রীরা যখন দেখলেন এক বাঁদর ট্রেন থামাচ্ছে, তখন তাঁরা রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ করেন। কিন্তু তদন্তে এসে অফিসাররা দেখেন, জ্যাক একটিও ভুল করছে না। এরপর কর্তৃপক্ষ তাকে সরকারিভাবে চাকরি দেয়। পারিশ্রমিক হিসেবে সে পেত রোজ ২০ সেন্ট আর অর্ধেক বোতল বিয়ার। দীর্ঘ ৯ বছর সে এই কাজ করেছিল। মানুষের চেয়েও যে পশুরা অনেক সময় বেশি দায়িত্ববান হয়, জ্যাক তার সেরা প্রমাণ।

'সাইলেন্ট টুইনস'

জুন এবং জেনিফার গিবনস—এই যমজ বোনরা ছোটবেলা থেকে একে অপরের সঙ্গে ছাড়া পৃথিবীর আর কারও সঙ্গে কথা বলত না। তাদের বলা হত 'সাইলেন্ট টুইনস'। তাদের নিজস্ব এক ভাষা ছিল। তারা বিশ্বাস করত, একজনকে স্বাভাবিক জীবন পেতে হলে অন্যজনকে মরতে হবে। অবশেষে জেনিফার হঠাৎ মারা যান, আর তারপরই জুন সবার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করেন এবং স্বাভাবিক জীবনযাপন করেন। তাদের এই অদ্ভুত মানসিক বন্ধন আজও মনোবিজ্ঞানীদের কাছে এক ধাঁধা।

দার্জিলিংয়ে হিম, শীতের আমেজে মুগ্ধ পর্যটকরা

বসন্তে তুষারপাত সান্দাকফুতে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৪ ফেব্রুয়ারি : এ যেন একেবারে সোনায় সোহাগা ব্যাপার। একদিকে দার্জিলিংয়ে বৃষ্টির সঙ্গে হিমপাত, অন্যদিকে সান্দাকফুতে তুষারপাত। আর সব মিলিয়ে বসন্তেও শীতের আমেজে দার্জিলিং জমজমাট। যে সব পর্যটকরা এখন শৈলশহরে রয়েছেন, তাঁরা মঙ্গলবার চুটিয়ে উপভোগ করলেন ছুটি। অন্যদিকে, গত রবিবার থেকেই ভারী তুষারপাতে ঢেকেছে পূর্ব সিকিমের ছাঙ্গু ও নাথু লা পাস। সেখানে মঙ্গলবারও পর্যটকদের নিয়ে ১০০টির বেশি গাড়ি আটকে পড়েছে বলে জানা গিয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলেছেন, 'সিকিম এবং সান্দাকফুতে তুষারপাতের পূর্বাভাস ছিল। এর সঙ্গেই এদিন দার্জিলিং সহ পাহাড়ের উঁচু জায়গাগুলিতে বৃষ্টি হয়েছে। পাহাড়ে বৃষ্টির জেরে সমতলের আবহাওয়ায় কিছুটা বদল হলেও বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা নেই।'

সমতল থেকে যখন শীত বিদায়ের পথে তখন দার্জিলিংয়েও ঠান্ডার দাপট অনেকটাই কমে এসেছিল। এরই মধ্যে গত সোমবার থেকে দার্জিলিং, টাইগার হিল সহ আশপাশের এলাকায় মেঘের আনাগোনা শুরু হয়। সান্দাকফুতেও তাপমাত্রা নামতে শুরু করে। মঙ্গলবার দুপুর নাগাদ সান্দাকফু, ফালুটে ধীরে ধীরে তুষারপাত শুরু হয়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তুষারপাতের পরিমাণ বাড়তে থাকে। স্থানীয় বাসিন্দা তথা সিঙ্গালিলা ল্যান্ড রোভার অ্যাসোসিয়েশনের আহ্বায়ক অনিল তামাং এনিয়ে বলেন, 'এদিন প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে টানা তুষারপাত হয়েছে। চারিদিক প্রায় চার ইঞ্চি পুরু বরফে ঢেকে গিয়েছে। বিকেলের দিকে তুষারপাত বন্ধ হলেও তীব্র ঠান্ডা হাওয়া বইতে শুরু করে।'

তিনি আরও জানালেন, এদিন ছয়টি ল্যান্ড রোভারে করে প্রায় ৪০ জন পর্যটক সান্দাকফু বেড়াতে এসেছিলেন। তাঁরা টুংলু পার করার পরেই তুষারপাতের মধ্যে পড়েন।

পুরু তুষারের চাদরে ঢেকেছে সান্দাকফু। মঙ্গলবার।

গাড়িগুলি ধীরে ধীরে পর্যটকদের নিয়ে সান্দাকফু পৌঁছেছে। এপ্রসঙ্গে সান্দাকফুর বাসিন্দা মুন্না প্রধান বলছিলেন, 'সাধারণত ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিকে এখানে এত ভারী মাত্রায় তুষারপাত হয় না। কিন্তু এদিন সমস্ত রেকর্ড ভেঙে প্রচুর তুষারপাত হয়েছে। যে পর্যটকরা এসেছিলেন তাঁরা প্রায় সকলেই বিকেলে দার্জিলিং ফিরে গিয়েছেন।' এদিকে, সান্দাকফু যখন তুষারে ঢেকে গিয়েছে, সেই সময় দার্জিলিংয়েও বৃষ্টি শুরু হয়। বেলা ১২টা নাগাদ দু'-চার ফোঁটা করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করে। আধ ঘণ্টা পরেই ঝমঝমিয়ে নামে। কিছুক্ষণ পর বৃষ্টির সঙ্গে হিম পড়ায় গোটা শহরের রাস্তাঘাট সাদা হয়ে যায়। তবে শৈলশহর থেকে অনেকটা উঁচুতে হওয়ায় টাইগার হিলে বৃষ্টির সঙ্গে হিমপাতের জেরে দীর্ঘক্ষণ পুরো এলাকা সাদা চাদরে ঢাকা ছিল। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা ধরে দার্জিলিংয়ে বৃষ্টি চলেছে।

কলকাতা থেকে এদিনই দার্জিলিংয়ে পৌঁছেছেন ব্যারাকপুরের বাসিন্দা সানন্দা দত্ত। বৃষ্টির মধ্যে তিনি ম্যালের চৌরাস্তায় আটকে পড়েছিলেন। পরে বললেন, 'দার্জিলিং পৌঁছেই একপ্রকার বরফের আমেজ পেলাম। ঠান্ডা ভীষণ। কিন্তু আনন্দও হচ্ছে খুব।' তবে, গত রবিবার থেকে ছাঙ্গু ও নাথু লায় তুষারপাত হচ্ছে। সেখানে বেড়াতে গিয়ে আটকে পড়া পর্যটকদের সেনাবাহিনী উদ্ধার করে গ্যাংটকে ফেরত পাঠিয়েছে। সোমবারও প্রচুর পর্যটক ওই পথে গিয়েছেন। ভারী তুষারপাতের জেরে সেখানে তাঁদের গাড়িগুলিও আটকে পড়ে। সেনাবাহিনী পর্যটকদের উদ্ধার করে শিবিরে রেখেছে বলে জানা গিয়েছে।

কিশনগঞ্জে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

কিশনগঞ্জ, ২৪ ফেব্রুয়ারি : জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কৌশলগত এলাকায় অবস্থিত কিশনগঞ্জে ফের দু'দিনের সফরে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তার আগে মঙ্গলবার নিরাপত্তা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হল মেচি অডিটোরিয়ামে। উপস্থিত ছিলেন এএসএল-এর সদস্য এবং জেলা প্রশাসনের শীর্ষকর্তারা।

বৈঠক শেষে কিশনগঞ্জের জেলা শাসক বিশাল রাজ সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, বুধবার বিকেল সাড়ে ৪টে নাগাদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হেলিকপ্টার খাগড়া এয়ারস্ট্রিপে এসে নামবে। এরপর বিশেষ বিমানে পূর্ণিয়ার চুনাপুরে বায়ুসেনা ঘাঁটির উদ্দেশে রওনা হবেন তিনি। সেখান থেকে হেলিকপ্টারে কিশনগঞ্জ পৌঁছে ঘণ্টা দুয়েক মেচি অডিটোরিয়ামে বিশেষ বৈঠক করবেন। রাতে স্থানীয় বেসরকারি মেডিকেল কলেজে থাকবেন। বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা নাগাদ হেলিকপ্টারে আরারিয়ার উদ্দেশে রওনা হবেন শা।

পাকা ব্যবস্থা

প্রথম পাতার পর

ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর, প্রশাসন এবং পুলিশের চোখের সামনে এই পাচার হলেও কেউ বাধা দেয়নি। 'উত্তরবঙ্গ সংবাদে' ধারাবাহিকভাবে সেই খবর প্রকাশিত হওয়ার পর চাপের মুখে ওই এলাকায় পাচার কিছুদিন বন্ধ ছিল। কিন্তু কাঁচা পয়সার লোভ কে আর ছাড়তে পারে! বালির কারবারি থেকে শুরু করে রাজনৈতিক নেতা, প্রশাসনের একাংশের মদতে তাই কয়েকদিন আগে বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়ে পাচার শুরু করা হয়।

ওই বৈঠকে পাচারকারী তো বটেই, পঞ্চায়েত এবং প্রশাসনের একাংশ উপস্থিত ছিল। সেখানেই পঞ্চায়েত কর্তা এবং পুলিশকে পৃথকভাবে ডাম্পার প্রতি ৫০০ এবং ট্র্যাক্টর প্রতি ২৫০ টাকা নজরানা দেওয়ার রফা হয়। তবে ডাম্পার মাটিগাড়ার বাইরে নিয়ে গেলে বৈধ ঘাটের রয়্যালটি না থাকলে আরও ৭০০ টাকা দিতে হবে বলে ঠিক হয়। রয়্যালটি নিতে একটি ডাম্পারকে ১৫০০-২০০০ টাকা দিতে হয়। রয়্যালটি ফাঁকি দিতে তাই ৭০০ টাকা ঘুষের বন্দোবস্ত।

তথ্য যাচাই বিচারকদের

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

২৪ ফেব্রুয়ারি : শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের দুই বিচারক মঙ্গলবার এসআইআর শুনানির তথ্য যাচাই করলেন। শিলিগুড়ির তিন বিধানসভা এলাকার ভোটারদের তথ্য যাচাই করা হয়। আদালত সূত্রে খবর, এদিন অ্যাডিশনাল সেকেন্ড কোর্ট ও অ্যাডিশনাল ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টের বিচারকরা সমস্ত তথ্য যাচাই করেন। শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের বার অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি সন্দীপ দাস অবশ্য বলেন, 'যে কোর্টের বিচারক তথ্য যাচাইয়ে যাচ্ছেন, সেই কোর্টের দায়িত্ব অন্য কোর্টের বিচারককে দেওয়া হচ্ছে। সেই কারণে তেমন সমস্যা হয়নি।'

দার্জিলিং জেলা আদালতের তিনজন বিচারককে এদিন এসআইআর-এর কাজে নিযুক্ত করা হয়েছে। ফলে সেখানে অনেক মামলার শুনানি পিছিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। শিলিগুড়ি ফার্স্ট কোর্টের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজের তত্ত্বাবধানে এদিন থেকে খড়িবাড়ি বিডিও অফিসে এসআইআর প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত নথি যাচাইয়ের কাজ শুরু হয়। বিচারক খড়িবাড়ি বিডিও অফিসে নির্বাচনি আধিকারিকদের নিয়ে আলোচনা করেন। বিডিও দীপ্তি সাউ, খড়িবাড়ি থানার ওসি মনতোষ সরকার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। চোপড়া ব্লকেও এসআইআর সংক্রান্ত তথ্য যাচাই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ইসলামপুর কোর্টের অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজ (প্রথম) প্লাবন মুখোপাধ্যায় তথ্য সংক্রান্ত কাজ খতিয়ে দেখেন বলে চোপড়ার বিডিও সৌরভ মাজি জানান।

তাজমহলের সামনে ফুল গাছের পরিচর্যায় কর্মী। মঙ্গলবার আগ্রায়। -পিটিআই

পুলিশ হেপাজত

চোপড়া, ২৪ ফেব্রুয়ারি : চোপড়া থানার লোছুগছে মহিলা চা শ্রমিক খুনের ঘটনায় ধৃতদের তিনজনকে আদালত মঙ্গলবার পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেয়। সোমবার সকালে বাড়ি থেকে বিধবা জীবন্তি ওরাওঁয়ের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়। সেদিনেই পুলিশ প্রতিবেশী ওই তিনজনকে আটক করে। পরে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের মঙ্গলবার ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

সূর্যাপুরি উৎসব

কিশনগঞ্জ, ২৪ ফেব্রুয়ারি : কিশনগঞ্জে প্রথমবার বিহার রাজ্যে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর ও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে ২৮ ফেব্রুয়ারি, শনিবার সূর্যাপুরি মহোৎসব অনুষ্ঠিত হতে চলেছে খাগড়ার পরিবহণ দপ্তরের অডিটোরিয়ামে।

ক্ষুদ্র বাগানে ঋণের সুযোগ

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৪ ফেব্রুয়ারি : বিধানসভা নির্বাচনের মুখে স্বল্প সুদে উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র চা বাগানগুলিকে ঋণ দেওয়ার জন্য সমবায় ব্যাংকগুলিকে নির্দেশ দিল নাবার্ড। উত্তরবঙ্গের ৫০ হাজার ক্ষুদ্র চা বাগানকে এই ঋণের আওতায় নিয়ে আসতে চলেছে জলপাইগুড়ি সেন্ট্রাল কোঅপারেটিভ ব্যাংক। এই ব্যাংকের চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী মঙ্গলবার সাংবাদিক বৈঠক করে ঋণ দেওয়ার বিষয়টি ঘোষণা করেন। সৌরভ বলেন, 'সাত শতাংশ সুদে ক্ষুদ্র চা বাগানের মালিক বা সমবায় করে চালানো ক্ষুদ্র বাগান মালিকদের প্রত্যেককে ১ লক্ষ ৪৩ হাজার টাকা করে ঋণ দেব। যদি ঋণপ্রাপক এক বছরের মধ্যে ঋণের পুরো টাকা পরিশোধ করেন, তাহলে সাত শতাংশ থেকে সুদের হার কমে দাঁড়াবে চার শতাংশে। দ্বিতীয় বছর একই হারে আরও ৬৪ হাজার টাকা ঋণ দেওয়া হবে।' নাবার্ড এই ঋণ প্রক্রিয়াকে রি-ফিন্যান্সের মধ্যে রেখেছে। এবারই প্রথম ক্ষুদ্র চা বাগানগুলিকে নতুন চা বাগান তৈরি বা চা গাছের পরিচর্যা, সেচ ও চা বাগানের উন্নতির জন্য এই ঋণ দেওয়া হচ্ছে।

কৃষি ক্ষেত্রে বিভিন্ন শস্য চাষে সমবায় সমিতিগুলিকে ঋণ দিয়ে থাকে কোঅপারেটিভ ব্যাংক। কিন্তু ক্ষুদ্র চা বাগানগুলি বছরের পর বছর আবেদন করলেও বঞ্চিত ছিল। চা শিল্পকে নাবার্ড কৃষির মধ্যে না রাখাতেই ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা ছিল। এবার নাবার্ড ঋণ দেওয়ার অনুমোদন দিয়েছে। ক্ষুদ্র চা চাষিরা জমি সংক্রান্ত নথি সহ কিছু কাগজ জমা দিলে ঋণ পাবেন বলে জানান সৌরভ। জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সভাপতি রজত রায় কার্জি বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে স্বল্প সুদে ঋণের আবেদন করে আসছিলাম। এবার তা সফল হতে যাচ্ছে। অনেক প্রান্তিক চাষি

উপকৃত হবেন। ব্যাংককে আমরা সবরকম সহযোগিতা করব।' এদিকে, বিষয়টিকে নিজেদের কৃতিত্ব বলে দাবি করছে বিজেপি। বিজেপির শিলিগুড়ি জোন ইনচার্জ বাপি গোস্বামী বলেন, 'কেন্দ্র চা শিল্পে কিছু করেনি বলে তৃণমূল এতদিন চিৎকার জুড়ে দিত। এবার কেন্দ্রের উদ্যোগ নাবার্ডের মাধ্যমে রূপায়িত হতে চলেছে।'

ক্ষুদ্র চা চাষিদের সর্বভারতীয় সংগঠন কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলছেন, 'এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছি। এমন ঋণের ফলে ক্ষুদ্র চা চাষিদের আর্থিক সমস্যা মিটবে। মূলত প্রান্তিক এলাকার চা চাষিরা উপকৃত হবেন।'

চোর অপবাদে কিশোরকে গণপ্রহার

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৪ ফেব্রুয়ারি : মঙ্গলবার দুপুরে একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয় (ভিডিওটির সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার বাংলা-বিহার সীমানা লাগোয়া কুশিদা হাটে এক কিশোরকে মোবাইল চোর সন্দেহে গণপিটুনি দেওয়া হয়। হাতজোড় করে ক্ষমা চাওয়ার পরেও উন্মত্ত জনতা নাবালকটিকে রেহাই দেয়নি। গণপ্রহারের সময় উন্মত্ত জনতা ওই নাবালকের জামা-প্যান্ট খুলে নিতে উদ্যত হয়। শেষমেশ হাট কমিটির সদস্যরা ওই কিশোরটিকে উদ্ধার করেন। এই প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি অনুপ ঘোষ বলেন, 'খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থলে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমরা পৌঁছানোর আগেই হাট কমিটি ওই নাবালকটিকে উদ্ধার করে। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

স্থানীয় বাসিন্দা মহম্মদ সৈয়দ বলেন, 'এদিন সকালবেলা হাটের কিছু ব্যবসায়ী মোবাইল চোর সন্দেহে ওই নাবালককে আটক করে। আটক করার পর ব্যবসায়ীরা ছেলেটিকে মারতে শুরু করে। হাটে উপস্থিত অন্যরাও নাবালকটিকে মারধর শুরু করে। আমরা বেশ কয়েকজন বাধা দিতে যাই, কিন্তু কেউ আমাদের কথা শোনেনি।' তিনি যোগ করেন, 'আমরা বারবার সবাইকে অনুরোধ করি যাতে ছেলেটাকে না মেরে, পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু উন্মত্ত জনতা কিছুই শুনতে চায়নি। কোনও অপরাধ সংঘটিত হলে পুলিশের কাজ বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করা। এভাবে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়া কোনওমতেই কাম্য নয়।'

সংযোজিত এলাকা

প্রথম পাতার পর

সূর্য সেন 'এ' ব্লকে দেখা গেল, পুরনিগমের অপেক্ষায় না থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা নিজেদের উদ্যোগে দিনমজুর লাগিয়ে রাস্তার ধারের আগাছা পরিষ্কার করাচ্ছেন। অথচ এই দায়িত্বটি সম্পূর্ণভাবে পুরনিগমের সাফাইকর্মীদের পালন করার কথা। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা সন্ধ্যা দাস তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন, 'এখানে সাফাইকর্মীরা নিয়মিত আসতেই চান না, কাজ করা তো অনেক দূরের বিষয়!'

পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে বঞ্চনার অভিযোগটি আরও জোরালো হয়। প্রায় প্রতিটি সংযোজিত ওয়ার্ডেই জনসংখ্যার তুলনায় সাফাইকর্মীর সংখ্যা অত্যন্ত কম। উদাহরণস্বরূপ, ৩২ নম্বর ওয়ার্ডে ১৪ হাজার বাসিন্দার জন্য মাত্র ৪০ জন সাফাইকর্মী বরাদ্দ করা হয়েছে। স্থানীয় কাউন্সিলার তাপস চট্টোপাধ্যায় বললেন, '১৯ নম্বর ওয়ার্ডে যেখানে তিন হাজারেরও কম মানুষের বাস, সেখানেও সাফাইকর্মীর সংখ্যা প্রায় সমান। এই অসামঞ্জস্যপূর্ণ বণ্টনই পরিষেবা ব্যাহত হওয়ার মূল কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।' লেকটাউনের বিকাশ সাহার কণ্ঠেও একই সুর, 'গোড়া থেকেই এই এলাকাগুলো পিছিয়ে থাকায় যে কোনও সমস্যার সমাধানে আমাদের অন্তহীন অপেক্ষা করতে হয়।'

শক্তিগড়ের ১০ নম্বর রাস্তার প্রবীণ বাসিন্দা বিকাশ সরকার এক গভীর সংকটের কথা তুলে ধরলেন। তিনি জানান, শিলিগুড়ি পুরনিগম এলাকায় বসবাস করেও তাঁদের প্রশাসনিক কাজের জন্য বারবার জলপাইগুড়িতে ছুটতে হয়। পরিষেবা পাওয়ার ক্ষেত্রেও তাঁরা অগ্রাধিকার পান না। বর্ষার জমা জল এখানকার দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা। যদিও বর্তমানে পিডব্লিউডি মোড় থেকে নিকাশিনালার কাজ শুরু হয়েছে, তবে তাতে কতটা সুরাহা হবে সে বিষয়ে তিনি সন্দিহান।

তবে ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড, যা খোদ মেয়র গৌতম দেবের এলাকা, সেখানকার ছবিটা একটু আলাদা। রাস্তার ধারে গাছ লাগিয়ে সৌন্দর্যায়নের চেষ্টা হয়েছে। স্থানীয় তরুণ আবির বিশ্বাস জানালেন, এলাকার সৌন্দর্যায়ন হলেও নিকাশিনালায় আবর্জনা জমে থাকার সমস্যাটি এখনও কাটেনি। অন্যদিকে, ৩২ থেকে ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দারা পুরনিগম ও রেল কর্তৃপক্ষের দ্বন্দ্বের মাশুল গুনছেন। বিশেষ করে রেল এলাকার অন্তর্গত তিনবাত্তি রেল কলোনিতে পানীয় জল, রাস্তা ও আলোর অবস্থা শোচনীয়। বিরাজ দাসের মতো বাসিন্দারা দশকের পর দশক ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়েই যাতায়াত করছেন। কাউন্সিলারের অভিযোগ, তাঁরা কাজ করতে চাইলেও রেল কর্তৃপক্ষ বাধা দিচ্ছে; এমনকি পানীয় জলের লাইন বসাতে গিয়ে মামলা পর্যন্ত লড়তে হচ্ছে।

হতাশার মাঝেও ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শম্পা নন্দী অবশ্য আশার আলো দেখাচ্ছেন। তাঁর ওয়ার্ডের মূল রাস্তাগুলো তুলনামূলক ভালো। তিনি জানালেন, এলাকায় 'নির্মল সাথী' ও 'নির্মল বন্ধু'র সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে এবং বাসিন্দাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে ধীরে ধীরে পরিস্থিতির উন্নতি ঘটছে। তবে সামগ্রিকভাবে শিলিগুড়ির এই ১৪টি ওয়ার্ডের পূর্ণাঙ্গ উন্নয়নের বিষয়টি আজও এক বড় প্রশ্নচিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে। মেয়রের আশ্বাস, 'আগে এই সমস্ত এলাকায় বহু সমস্যাই ছিল। আমরা ব্যবস্থা নিয়ে সে সব মিটিয়েছি। সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাফাইকর্মীদের নিয়োগ করা হয়েছে। এখনও যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে সেগুলি মেটানোর চেষ্টা চলছে।'

ভিনরাজ্য থেকেও

প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন, 'সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে ভোটার তালিকার এই স্ক্রুটিনিতে যদি বিচারকদের ভুল হয়, তবে তাঁরাও আইনের আতশকাচের তলায় চলে আসবেন।'

জগন্নাথের স্পষ্ট কথা, 'পাঁচ বছর পর যদি দেখা যায়, বিচারকের হাত গলে গিয়েছেন কোনও বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী কিংবা ভূতুড়ে ভোটার, তাহলে তার দায় সুপ্রিম কোর্টকে নিতে হবে।' বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য আবার নির্বাচন কমিশনকে চাপে রাখতে চেয়েছেন।

শমীকের ভাষায়, 'আমাদের একটাই কথা- নো এসআইআর, নো ভোট। শেষ অভিযোগ থাকা পর্যন্ত শুনানি করতে হবে নির্বাচন কমিশনকে। তাতে যতদিন লাগে লাগুক। দেশের অন্য জায়গায় যদি এসআইআর নির্বিঘ্নে হতে পারে, তাহলে এই রাজ্যে নয় কেন?' মঙ্গলবার আদালতে কমিশন অবশ্য জানিয়ে দিয়েছে, ২৮ ফেব্রুয়ারি নির্ধারিত সময়ে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হলেও পরে প্রয়োজন হলে সংযোজনী তালিকা তৈরি হবে।

আদালত সেই দাবিতে সায় দিলেও শর্ত দিয়েছে, পরবর্তী সব সংযোজনকে ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত তালিকার অংশ হিসেবেই গণ্য করতে হবে। কমিশনের আইনজীবী ডিএস নাইডু জানান, সংযোজনী তালিকা প্রকাশের নির্দিষ্ট সময় নেই, প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র পেশের পরেও করা যেতে পারে।

একইদিনে, ভুয়ো আধার কার্ড সম্পর্কিত এক অভিযোগে মামলাকারীর আইনজীবী অশ্বিনী উপাধ্যায়কে আদালত জানিয়ে দেয়, এই ধরনের অভিযোগ গ্রহণযোগ্য নয়। নির্দিষ্ট তথ্যপ্রমাণ থাকলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে উপস্থাপন করা যেতে পারে, যেখানে বিষয়টি তদন্তের মাধ্যমে খতিয়ে দেখা সম্ভব। প্রয়োজনে আইন সংশোধনের পথও খোলা। যদিও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী মনে করিয়ে দেন, আধার কার্ড নিছক একটি পরিচয়পত্র, কখনোই নাগরিকত্বের চূড়ান্ত প্রমাণপত্র নয়।

ফারুককে নিয়ে বহু রহস্য

প্রথম পাতার পর

থেকেই ফারুকের সম্বন্ধে দেওয়া তথ্য নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা।

ফারুকের পরিবারের দাবি, বেশ কয়েক বছর ধরে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কর্মরত ফারুক। তামিলনাড়ু, মুম্বই, চেন্নাই সহ ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে তিনি কাজ করেছেন বলে দাবি পরিবারের। কিন্তু কত বছর ধরে তিনি গ্রামের বাইরে রয়েছেন, তা স্পষ্ট বলতে পারছেন না ফারুকের স্ত্রীও। আর ফারুক পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে ঠিক কী কাজ করেন, সেটাও নাকি বাড়ির কেউ জানেন না। তিনি কখন কোথায় থাকেন, তা বাড়ির লোকজন বলতে পারছেন না। নিউটাউনে তিনি কী কাজ করছিলেন, সেখানে গিয়েছিলেনই বা কবে, সেসম্পর্কেও নাকি বাড়ির লোকজন কিছু জানেন না।

পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করে মাসে ঠিক কত টাকা আয় করতেন ফারুক? এই প্রশ্নের জবাবও নির্দিষ্ট করে বলতে পারেননি ধৃতের স্ত্রী সিমি খাতুন। তবে জানিয়েছেন, আর্থিক সমস্যায় কখনও পড়তে হয়নি তাঁদের। ফোন করে টাকা চাইলেই ফারুক টাকা পাঠাতেন। প্রয়োজন মোতাবেক মাসে কখনও ৫ হাজার টাকা, কখনও ১০ হাজার টাকাও পাঠাতেন বলে স্ত্রীর দাবি।

তাছাড়া ধৃতের পরিবারের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ফারুকের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েও ধন্দ দানা বেঁধেছে। পরিবারের লোকজন প্রথমে দাবি করেছিলেন, ফারুক নাকি সপ্তম শ্রেণি অবধি পড়াশোনা করেছেন। প্রথমে গ্রামেই দিনমজুরের কাজ করতেন। পরে পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে ভিনরাজ্যে চলে যান। আবার মঙ্গলবার ফারুকের স্ত্রী দাবি করেছেন, ফারুক উচ্চশিক্ষিত। নিজের এলাকাতেই চাকরির খোঁজ করছিলেন।

স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মণিরুল শেখও দাবি করেছেন, উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর চাকরির জন্য চেষ্টা চালাচ্ছিলেন ফারুক। আর চাকরি খুঁজতে মাঝেমধ্যে বাইরেও যেতেন তিনি। এলাকার কয়েকজন তরুণের আবার দাবি, মানিকচকের একটি হাইস্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে মালদার বাইরে অন্য কোনও জেলার কলেজ থেকে ডিএলএড পাশ করেন ফারুক। প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য টেটের প্রস্তুতিও নাকি নিচ্ছিলেন। ডিএলএড পাশ করা ফারুক পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে ভিনরাজ্যে কী কাজ করতেন তাহলে? উত্তর মিলছে না।

ফারুকের গ্রেপ্তারির খবর পাওয়ার পর পরিবারের কেউ মঙ্গলবার পর্যন্ত দিল্লি রওনা দেননি। তবে সেখানকার বিশেষ আদালতে ফারুকের হয়ে আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে। কে করল? উত্তর পাওয়া যায়নি।

অশরীরীর সন্ধানে 'ঘোস্ট রাইড'

প্রথম পাতার পর

সবসময় রাইড রাতে হয় তা নয়, কতগুলো জায়গায় দিনেরবেলা নিয়ে যাওয়া হয়, কতগুলোতে সন্ধ্যার পর। ২০০০ থেকে ৪০০০ টাকা পর্যন্ত ঘোস্ট রাইডের প্যাকেজ আছে। যার কাছে যেমন নেওয়া যায় আর কী! কিন্তু কেন গোপনীয়তা? নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক গাইড জানান, শহরের বহু হোটেল, হোমস্টে মালিক এটা ভেবে ভয় পান যে, ভূতের গল্প বেশি ছড়িয়ে পড়লে পরিবার নিয়ে আসা পর্যটক কমে যাবে। তাই ভূতুড়ে কারবারে হইচই নেই।

ফলে সমস্যা একটা অবশ্য আছে। চাইলেই ঘোস্ট রাইডের সুযোগ মিলবে না। তারজন্য ঘোস্ট গাইডের দেখা পাওয়াটা জরুরি। এই গাইডরা কোনও বিজ্ঞাপন দেন না, ম্যাল বা আশপাশের কোথাও তাদের কোনও ব্যানারও টাঙানো নেই। এই গাইডরাও অনেকটা ভূতের মতো। দিনের আলোয় তাঁরা খুব সাধারণ মানুষ- কেউ হোটেলের রিসেপশন সামলান, কেউ ট্যাক্সি চালান, কেউ আবার গরম পোশাক বিক্রি করেন। রাত নামলেই তাঁরা হয়ে ওঠে অদৃশ্যের গল্পকার। তাঁদের কাছে আছে ব্রিটিশ আমলের বাংলোর কাহিনী, আছে পরিত্যক্ত বোর্ডিং স্কুলের নিঃশব্দ করিডরের ফিশফাশ, আছে পাহাড়ি পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকা সাদা ছায়ার উপাখ্যান।

বিভিন্ন হোটেলে, ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে, ম্যালের আশপাশে ঘোস্ট গাইডদের সোর্স থাকে। পর্যটকদের কথাবার্তা শুনে তাঁরা আগ্রহীদের খুঁজে নেন। সেইমতো যোগাযোগ হয়। সোমবার সন্ধ্যা থেকে খুঁজতে খুঁজতে মঙ্গলবার দুপুরে ম্যালের কাছে দেখা মিলল এক ঘোস্ট গাইডের। পর্যটক সেজে গিয়ে খুঁটিনাটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেই সন্দেহ হল গাইডের। উলটো পথে হাঁটা দিলেন। নাছোড়বান্দা হয়ে তাঁর পিছু নিতেই ডজনখানেক শর্তে কথা বলতে রাজি হলেন। গরম কফিতে চুমুক দিয়ে শোনালেন ঘোস্ট রাইডের নানা গল্প। বললেন, 'ঘোস্ট রাইড আসলে মানুষের মনস্তত্ত্বের এক খেলা। আমরা ভয় পেতে ভালোবাসি, তবে নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে। অন্ধকারে একটু কাঁপতে চাই, কিন্তু হাতের মুঠোয় টর্চ রাখতে চাই। আমরা সেই চাহিদাকে গল্পের মোড়কে বেঁধে দিয়ে কিছু আয় করছি, এই যা।'

বিশ্বের নানা শহরে এমন রাতের সফর বহুদিন ধরেই জনপ্রিয়। স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গের অন্ধকার গলিতে প্লেগ-পীড়িত আত্মার গল্প শোনানো হয়। ইংল্যান্ড বা আয়ারল্যান্ডেও এই জাতীয় ভূতুড়ে পর্যটন চালু আছে। ভারতেও রাজস্থানের ভানগড় কেল্লাতে এমন রোমাঞ্চের ছোঁয়া মেলে। সেই তালিকায় নিঃশব্দে নাম লেখাচ্ছে দার্জিলিং। কিন্তু শৈলরানির ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে হাড়কাঁপানো ঠান্ডার সঙ্গে মিশে থাকে পাইন বন আর পাহাড়ি কুয়াশা, তার মধ্যে যখন গাইড ফিশফিশ করে শোনান কোনও এক অতৃপ্ত আত্মার করুণ কাহিনী, তখন বুকের ধুকপুকানি বেড়ে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। ভূতের গুজবেই এই পর্যটনের জনপ্রিয়তা।

বিদেশি পর্যটকদের এক অংশ এখন আর কেবল শৈলশহরের প্রাকৃতিক শোভা দেখতে আসেন না, তাঁরা আসেন এই নিষিদ্ধ ছায়াময় হাতছানির সন্ধানে। যুক্তি আর বাস্তবের দেওয়াল ভেঙে দার্জিলিং এখন অশরীরীকে অনুভব করার এক মায়াবী কুহক। হয়তো কয়েক বছর পর এই সফর আর গোপন থাকবে না। হয়তো ওয়েবসাইট খুলবে, টিকিট কাটা হবে, রিভিউ লেখা হবে। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে, দার্জিলিংয়ের কুয়াশায় যে ফিশফিশানি ভাসছে, তা যেন এক নতুন আবিষ্কার।

বাবার অসুখে বাড়ি ফিরলেন রিঙ্কু

চিপকে অভিষেকের ‘বোলিং’ রহস্য!

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সঞ্জীবকুমার দত্ত

চেন্নাই, ২৪ ফেব্রুয়ারি : সবরমতীর তীর ছেড়ে এবার পরীক্ষা মেরিনা বিচের কোল ঘেঁষে। আহমেদাবাদের সেই এক ধাক্কাতেই টিম ইন্ডিয়ার ফুরফুরে মেজাজ উধাও, বদলে রক্তচাপ এখন ঊর্ধ্বমুখী। বৃহস্পতিবার জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে মরণ-বাঁচন লড়াই। আর সেই ‘ডু অর ডাই’ ম্যাচের আগে মঙ্গলবার চিপকের নেটে দেখা গেল একঝাঁক ভুলভ্রান্তি শুধরে ঘুরে দাঁড়ানোর মরিয়া তাগিদ। চেন্নাইয়ের মন্থর এবং স্পিন-সহায়ক পিচের চিরাচরিত পরম্পরা ঝেড়ে ফেলে এবার ‘তাজা’ উইকেটের হাতছানি। সোমবার শহরে পা রেখেই টিম ম্যানেজমেন্টের আনঅফিশিয়াল আবদার পৌঁছে গিয়েছে কিউরেটরদের কাছে- ব্যাটারদের রানে ফেরাতে চাই প্রাণবন্ত পিচ। হালকা সবুজ আভার সেই বাইশ গজে বল দারুণভাবে ব্যাটে আসবে এবং ব্যাটাররা শট খেলা উপভোগ করবেন বলেই খবর।

পিচ যেমনই হোক, দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের অফস্পিন-জুজু কাটাতে এদিন ভারতীয় নেটে হাজির করানো হয়েছিল স্থানীয় জনা পাঁচেক অফস্পিনারকে। তাঁদের বিরুদ্ধেই স্পিনের জাঁতাকল ছিঁড়তে রিভার্স সুইপ থেকে শুরু করে সোজা ব্যাটে ছক্কা হাঁকানোর মহড়া সারলেন ঈশান কিষান। অন্যদিকে, সূর্যকুমার যাদবকেও দেখা গেল তাঁর চেনা ছন্দে, কবজির মোচড়ে নিখুঁত সব ফ্লিক করতে। জসপ্রীত বুমরাহ আবার মূল দল থেকে আলাদা হয়ে স্টেডিয়াম লাগোয়া বাইরের নেটে একাকী বোলিং অনুশীলনে মগ্ন থাকলেন। জিম্বাবোয়ের মতো ‘জায়েন্ট কিলার’-দের আটকাতে তাঁর ওপেনিং স্পেলই যে দলের তুরুপের তাস, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

তবে মঙ্গলবারের অনুশীলনে সবার চোখ আটকে ছিল ওই অভিষেক শর্মার দিকেই। টানা তিন ম্যাচে শূন্য করার পর সবাই যখন তাঁর ব্যাটিং দেখার অপেক্ষায়, তখন তিনি নেটে ব্যস্ত বোলিং করতে! বরুণ চক্রবর্তী, কুলদীপ যাদব, অক্ষর প্যাটেলদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ হাত ঘোরালেন তরুণ এই বাঁহাতি। সম্ভবত অফ ফর্মের চাপ কাটিয়ে উঠতে নিজেকে একটু ‘মেন্টাল স্পেস’ দেওয়ার জন্যই এই অভিনব পন্থা। তবে ঘণ্টা দুয়েক পর যখন ব্যাট হাতে নেটে ঢুকলেন, তখন রীতিমতো অভিষেক-ঝড়! অনসাইডে সরে গিয়ে তাঁর সেই সিগনেচার ‘ঘাতক’ মিড উইকেট শট থেকে শুরু করে গ্যালারি-পার করা বিগ হিট- সবই দেখা গেল। পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন, টানা ব্যর্থ হলেও নিজের চেনা আগ্রাসী স্টাইলে কোনও আপস তিনি করবেন না। পাশাপাশি, দুই নেটে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দীর্ঘক্ষণ ব্যাটিং করলেন সঞ্জু স্যামসন, যা তাঁর প্রথম একাদশে ঢোকার জল্পনা আরও উসকে দিল।

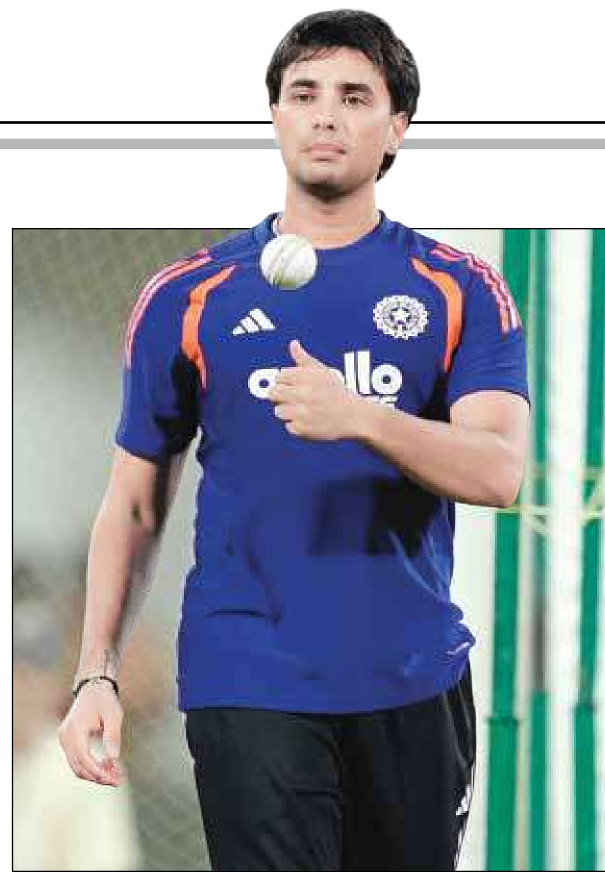

ব্যাটিং ব্যর্থতার মাঝেই বল হাতে চমক দেওয়ার চেষ্টায় অভিষেক শর্মা।

সঞ্জু যদি ঢোকেন, তবে বাদ পড়বেন কে? এই অঙ্কের মাঝেই ভারতীয় শিবির থেকে এল এক দুঃসংবাদ। বাবার আচমকা অসুস্থতার কারণে দল ছেড়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছেন ফিনিশার রিঙ্কু সিং। ফলে প্রথম একাদশ সাজানো নিয়ে গম্ভীরের কাজটা আরও একটু জটিল হল। চিপকের ঘরের ছেলে ওয়াশিংটন সুন্দরের বদলে অক্ষর প্যাটেলের ফেরা কার্যত নিশ্চিত হলেও, চূড়ান্ত কম্বিনেশন টসের আগে বলা কঠিন। এর মধ্যেই আবার জিম্বাবোয়ে কোচ জাস্টিন স্যামন্স রীতিমতো হুংকার দিয়ে রেখেছেন। গ্রুপ পর্বে এই সিকান্দার রাজার দলই অস্ট্রেলিয়াকে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে দিয়েছিল। ফলে তাঁদের হালকাভাবে নেওয়ার কোনও জায়গাই নেই। বাঁচা-মরার এই ম্যাচে তাঁরাও যে সর্বশক্তি নিয়ে আগ্রাসী মেজাজেই ঝাঁপাবেন, তা স্পষ্ট।

সব মিলিয়ে, অঙ্কটা এখন দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। সুপার এইটের বাকি দুটো ম্যাচই জিততে হবে, আর প্রার্থনা করতে হবে গ্রুপের অন্য ম্যাচগুলোর ফলাফলের দিকে তাকিয়ে। আপাতত ফোকাস শুধুই চিপক। বৃহস্পতিবারের ‘লক্ষ্মীবারে’ একাধিক হিসেব মেলানোর এই কঠিন পরীক্ষায় সূর্যরা কতটা সফল হন, মেরিনা বিচের হাওয়া এখন সেই উত্তরেরই অপেক্ষায়।

শ্রীকান্তের নিশানাতে হেডকোচ গম্ভীর

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সঞ্জীবকুমার দত্ত

চেন্নাই, ২৪ ফেব্রুয়ারি : মেরিনা বিচের গুমোট গরমকেও যেন অনায়াসে ছাপিয়ে যাচ্ছে চিপকের ড্রেসিংরুমের উত্তাপ! আহমেদাবাদে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে ৭৬ রানের লজ্জার হারের ধাক্কা সামলে টিম ইন্ডিয়া এখন মহেন্দ্র সিং ধোনির খাসতালুক চেন্নাইয়ে। কিন্তু চিপকের বাইশ গজে নামার আগেই সূর্যকুমার যাদব ও হেডকোচ গৌতম গম্ভীরের রণকৌশলকে বিদ্ধ করছে প্রাক্তনদের তীক্ষ্ণ সমালোচনা।

অক্ষর-বিতর্কে ফুটছে চিপক

চেন্নাইয়ের ক্রিকেটপ্রেমীদের হিসেবনিকেশ এমনিতেই খুব নিখুঁত। সকালে চিপকে দেখা হয়ে গেল প্রাক্তন ওপেনার তথা এই শহরের ‘ঘরের ছেলে’ কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্তের সঙ্গে। ফিল্টার কফিতে চুমুক দিতে দিতেই ক্ষোভ উগরে দিলেন তিনি। ফর্মে থাকা দলের সহ অধিনায়ক অক্ষর প্যাটেলকে বসিয়ে ওয়াশিংটন সুন্দরকে খেলানোর সিদ্ধান্ত কিছুতেই হজম করতে পারছেন না ‘চিকা’। তাঁর চাঁছাছোলা প্রশ্ন, ‘সুস্থ মস্তিষ্কে কেউ অক্ষরকে বসিয়ে রাখার কথা ভাবতে পারে?’

টিম ম্যানেজমেন্টের দিকে রীতিমতো তোপ দেগেছেন শ্রীকান্ত। তাঁর দাবি, ‘ম্যাচ-আপ’-এর অঙ্কে বাঁহাতি স্পিনারের বদলে অফস্পিনার খেলানোর যে ফাটকা গম্ভীর খেলেছিলেন, তা ডাহা ফেল করেছে। প্রোটিয়াদের বাঁহাতি ব্যাটারদের আটকানোর ছক কষে যাঁকে দলে নেওয়া হল, সেই সুন্দর বল করলেন মাত্র ২ ওভার! ভুল দল নির্বাচনই যে ভারতের ব্যাটিং বিপর্যয়ের পাশাপাশি হারের অন্যতম প্রধান কারণ, তা নিয়ে রীতিমতো ফুঁসছেন বিশ্বকাপজয়ী এই তারকা।

তবে এই অন্ধকারের মধ্যেও ‘শাপে বর’ দেখছেন প্রাক্তন হেডকোচ রবি শাস্ত্রী। তাঁর মতে, সুপার এইটের মতো গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে ভারতের এমন একটা কড়া ‘ধাক্কা’ বা ‘ওয়েক আপ কল’-এর খুব প্রয়োজন ছিল। টানা জিততে জিততে দলের অন্দরে যে আত্মতুষ্টির বাতাবরণ তৈরি হচ্ছিল, প্রোটিয়াদের অলরাউন্ড পারফরমেন্স সেটা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। শাস্ত্রী সরাসরি বর্তমান কোচ গম্ভীরকে বার্তা দিয়ে বলেছেন, অক্ষর বনাম সুন্দর- এই দুজনের মধ্যে কাকে বাছবেন, সেই কঠিন সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় চলে এসেছে। আবেগে না ভেসে, পিচ আর পরিস্থিতির বিচারে গম্ভীরকে এবার কঠোর হতেই হবে। পাশাপাশি, ভারতের ছন্নছাড়া ব্যাটিং নিয়েও স্কাইদের আয়নার সামনে দাঁড় করিয়েছেন শাস্ত্রী।

এমনিতে চিপকের মন্থর পিচ বরাবরই স্পিনারদের স্বর্গরাজ্য। তাই আগামী ‘মাস্ট উইন’ ম্যাচের আগে অনুশীলনে নেমে ভারতীয় শিবিরকে বিপক্ষের স্পিন সামলানোর পাশাপাশি নিজেদের মানসিকতাও নতুন করে সাজাতে হবে। চেন্নাইয়ের ভ্যাপসা গরমে অনুশীলনের ফাঁকে ক্রিকেটারদের বারবার ঘাম মুছতে আর তেষ্টা মেটাতে জল খেতে দেখা গেল। কিন্তু শুধু জল খেয়ে মাঠের বাইরের এই প্রবল বিতর্কের আগুন যে নেভানো সম্ভব নয়, তা বিলক্ষণ জানেন সূর্যকুমাররা।

সুপার এইটের অঙ্কে ভারত এখন রীতিমতো খাদের কিনারায়। চিপকের ২২ গজে কি গা-ঝাড়া দিয়ে চেনা মেজাজে ঘুরে দাঁড়াবে টিম ইন্ডিয়া? নাকি প্রথম একাদশ বাছাইয়ের এই মারাত্মক বিভ্রান্তি ঘরের মাঠে খেতাবরক্ষার স্বপ্নটাই ধূলিসাৎ করে দেবে? জবাব দেবে সময়!

চিপকের পিচ কেমন হল? ব্যাটিং কোচ সীতাংশু কোটাক ও জসপ্রীত বুমরাহকে নিয়ে সেদিকে নজর গৌতম গম্ভীরের। চেন্নাইয়ে মঙ্গলবার।

দিমিত্রির সঙ্গে আপুইয়াদেরও প্রশংসায় লোবেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারি : প্রথম একাদশে বারবার বদলের পক্ষপাতী নন সের্জি লোবেরা। নিজেই জানিয়ে দিলেন সেই কথা। যার অর্থ, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিপক্ষে তরুণদের সুযোগ দিয়ে দেখে নেওয়া নয় বরং পূর্ণ শক্তির দল নামিয়ে বেশি গোল তুলে এগিয়ে যেতে চাইছেন তিনি।

সোমবার চেন্নাইয়িন এফসি-র বিপক্ষে অবশ্য জেমি ম্যাকলারেনের গোল, অনিরুদ্ধ থাপার গোটা মাঠজুড়ে দুরন্ত ফুটবল, সব ছাপিয়ে গেল দিমিত্রিস পেত্রাতোসের গোলে ফেরা। সঙ্গে তাঁর বলে ফেলা, ‘কোচ বদলই সবথেকে বড় পরিবর্তন।’ যা বিতর্ক উসকে দিয়েছে। হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার সঙ্গে মনোমালিন্যের জেরে দলে ঠাঁই হচ্ছিল না সমর্থকদের প্রিয় ‘দিমি গড’-এর। কিন্তু লোবেরা এসেই বুঝে যান, দিমির মধ্যে আগুন আছে। আর সেটা উসকে দিলে সেটা যেমন দলের উপকারে লাগবে, তেমনি সমর্থকদের কাছেও গ্রহণযোগ্য হবে। আর তাই শুরু থেকেই তিনি পড়েন এই গ্রিক-অস্ট্রেলিয় তারকাকে নিয়ে। যদিও আহামরি খেলছেন তা এখনও বলা যাবে না। কিন্তু প্রথম ম্যাচে গোলের বল বাড়ানো থেকে চেন্নাইয়ান এফসি ম্যাচে নিজে গোল পাওয়া, সবমিলিয়ে দিমি ফেরার ইঙ্গিত দিচ্ছেন। লোবেরা অবশ্য কোনও বিশেষ ফুটবলার সম্পর্কে বাড়াবাড়ি পছন্দ করেন না বা নিজে কৃতিত্ব নিতেও নয়। তাই শুধু বলেছেন, ‘আমাদের দলে খুব ভালো ভালো ফুটবলার আছে। কিন্তু তাঁরা তখনই নিজেদের মেলে ধরতে পারে যখন গোটা দল ভালো খেলে। দিমি অসাধারণ ফুটবলার। ও গোল করায় যেমন খুশি হয়েছি তেমনি বাকিদের ক্ষেত্রেও হব। আর কোচ হিসাবে আমার কাজ একজন ফুটবলারকে তাঁর সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া। ঠিক সেটাই করেছি।’ দিমি কথা বলার সময়ে, ‘আমি খুব খুশি গোল করতে পেরেছি বলে’তে থেমে গেলেও মাঠে তাঁর নিজস্ব স্টেনগান সেলিব্রেশন আবারও দেখা গেল। সম্ভবত এবার আর প্রতিপক্ষ নয়, বন্দুকটা তাক করেছিলেন সুদূর স্পেনে বসে থাকা মোলিনার দিকেই।

অন্যান্য দলের মাঝমাঠে বিদেশি ফুটবলারের ঝলমলানি। সেখানে মোহনবাগানের মাঝমাঠ সামাল দিচ্ছেন নিখাদ দুই ভারতীয় থাপা ও আপুইয়া। পরিবর্ত হিসাবে সাহাল আব্দুল সামাদ। এই প্রসঙ্গে লোবেরার মন্তব্য, ‘একজন কোচের হাতে যদি ওদের মতো ভারতীয় থাকে, তাহলে বিদেশি খেলানোর কোনও প্রয়োজনই পড়ে না। আমি তো মনে করি, এরা লিগের অনেক বিদেশির থেকে ভালো। ভারতীয় ফুটবলারদের গুরুত্ব দেওয়াটা খুব জরুরি। আর আমি মনে করি আমাদের হাতে সত্যিই প্রচুর ভালো ভালো ভারতীয় ফুটবলার আছে।’ দ্বিতীয় ম্যাচের পর গোলসংখ্যার বিচারে ইস্টবেঙ্গলের থেকে পিছিয়ে দুই নম্বরে মোহনবাগান। তবে এখনই এই সব নিয়ে না ভেবে আপাতত মহমেডান ম্যাচে ফোকাস সবুজ-মেরুন শিবিরের।

সের্জিও লোবেরার হাতে পড়ে বদলে গিয়েছেন দিমিত্রিস পেত্রাতোস।

অক্ষর-তত্ত্বে ব্রাত্য সুন্দর?

চেন্নাইয়ে প্রশ্ন শুধু ঘরের ছেলে নিয়ে

বিশ্বকাপে উত্তরবঙ্গ সংবাদ
সঞ্জীবকুমার দত্ত

চেন্নাই, ২৪ ফেব্রুয়ারি : ভোরের বিমান ধরার জন্য যখন দমদম এয়ারপোর্টের দিকে রওনা দিয়েছি, তখন মাথার ওপর যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে। দমকা হাওয়ার সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। কিন্তু বঙ্গোপসাগর পেরিয়ে তামিলনাড়ুর রাজধানী চেন্নাইয়ে নামতেই আবহাওয়া তুলনামূলক অনেক শান্ত। আকাশে মেঘের আনাগোনা থাকলেও, শহরের বাতাসে ঘুরপাক খাচ্ছে এক অদ্ভুত ক্রিকেটীয় আশঙ্কা। বৃহস্পতিবারের হাইভোল্টেজ জিম্বাবোয়ে ম্যাচে ভারতের প্রথম একাদশে খেলবেন তো ‘ঘরের ছেলে’?

রবিচন্দ্রন অশ্বীন টিম ইন্ডিয়াকে বিদায় জানিয়েছেন। তামিল ক্রিকেটের সঙ্গে ভারতীয় দলের সেই যোগসূত্রের ব্যাটন এখন তাঁরই উত্তরসূরি ওয়াশিংটন সুন্দরের হাতে। কিন্তু চলতি বিশ্বকাপে সুন্দরের কেরিয়ারে এই মুহূর্তে রোদ-বৃষ্টির খেলা। মোতেরায় দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম একাদশে থাকলেও, তাঁর পারফরমেন্স নিয়ে বিস্তর সমালোচনা হয়েছে। চারদিকে জোরালো দাবি উঠেছে, তাঁকে বসিয়ে অক্ষর প্যাটেলকে ফেরানোর। আশ্চর্যের বিষয় হল, এই দাবিতে খোদ অশ্বীনও সুর মিলিয়েছেন! ফলে ‘ঘরের ছেলে’-কে নিয়ে চিপকের বাতাসে এখন শুধুই আশা-আশঙ্কার দোলাচল।

সুন্দরের বেড়ে ওঠা, ক্রিকেটে হাতেখড়ি থেকে শুরু করে বিশ্বক্রিকেটের সর্বোচ্চ আঙিনায় পা রাখা— সবকিছুর সঙ্গেই জড়িয়ে আছে এই চিপক আর চেন্নাইয়ের আবেগ। সেই কবে বাবার স্কুটারে চেপে দিদির সঙ্গে মেরিনা বিচে ব্যাট হাতে ক্রিকেটের প্রথম পাঠ নেওয়া। ওই বালির পিচেই ছোট্ট ‘ওয়াশি’র ক্রিকেটার হিসেবে বড় পদক্ষেপ ফেলা। আরেকটু বড় হয়ে চিপকের ‘বি’ গ্রাউন্ডে ঘাম ঝরানো। বৃহস্পতিবার ভারত-জিম্বাবোয়ে ম্যাচে গ্যালারিতে এমন অনেক দর্শকই ভিড় জমাবেন, যাঁদের চোখে সেদিনের ছোট্ট ছেলেটার এই বিশ্বকাপ সফর চাক্ষুষ করার স্বপ্ন।

চেন্নাই বিমানবন্দর থেকে হোটেলে যাওয়ার পথে গাড়ির চালক ভিগনেশের কথাতেও শুধু ওয়াশির বন্দনা। কলকাতা থেকে ম্যাচ কভার করতে এসেছি শুনেই ক্রিকেটের গল্প জুড়ে দিলেন। ভাগ করে নিলেন নিজের প্রিয় ক্রিকেটার অশ্বীনকে নিয়ে তাঁর আবেগ। আর এখন সেই জায়গাটা যে গুটিগুটি পায়ে সুন্দর নিচ্ছেন, সেটাও বুক বাজিয়ে জানালেন। কিন্তু কথায় কথায় দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের পর থেকে ঘুরতে থাকা সেই অমোঘ প্রশ্নটাই ছুড়ে দিলেন আমার দিকে, ‘দাদা, ২৬ তারিখের ম্যাচে সুন্দর প্রথম একাদশে থাকবে তো?’ এখানেই থামেননি, রীতিমতো ওয়াশির পক্ষে সওয়াল করে বলে উঠলেন, ‘অভিষেক শর্মা, তিলক ভার্মারা কেউ তো রান পাচ্ছে না, সুন্দর তো তাও চেষ্টা করেছে!’

আবেগ আর বাস্তবের কী অদ্ভুত সংঘাত! ভিগনেশকে উত্তর দেওয়ার আগে কয়েক মুহূর্ত ভাবতে হল। আসল সত্যিটা হল, দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের পর গম্ভীরের সহকারী রায়ান টেন ডোসেট যা ইঙ্গিত দিয়েছেন, তাতে চিপকের ঘূর্ণিতে সুন্দর যদি খেলেন আর অক্ষরকে যদি ফের রিজার্ভ বেঞ্চে বসে থাকতে হয়, সেটাই হবে সবচেয়ে বড় চমক।

কিন্তু এই ক্রিকেটীয় যুক্তি মানতে নারাজ ওয়াশি-ভক্তরা। আর চেন্নাই যখন কাউকে একবার হৃদয় দিয়ে বসে, তখন তাদের কাছে বাস্তব বা ক্রিকেটীয় অঙ্ক ঠান্ডা ঘরে চলে যায়। মহেন্দ্র সিং ধোনি যার সবচেয়ে জ্বলন্ত উদাহরণ। মাহির এই ‘সেকেন্ড হোম’ চিপক স্টেডিয়াম থেকে ঢিলছোড়া দূরত্বে ‘ট্রিপ্লিকেন’ অঞ্চলের ছেলে সুন্দর। মেরিনা বিচ আর চিপক লতায়-পাতায় জড়িয়ে আছে তাঁর কেরিয়ারের সঙ্গে। তিনি আপাতত নতুন বাড়ি করে অন্য জায়গায় উঠে গিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু পুরোনো পাড়া, বন্ধুবান্ধব আর ওয়াশির ক্রিকেটার হয়ে ওঠার নানা রঙিন গল্প এখনও এই শহরের অলিগলিতে কান পাতলেই শোনা যায়।

চেন্নাইয়ে আগামী কয়েকদিন যে হোটেলে আমার ঠিকানা, সেই হোটেলের কেয়ারটেকার ‘বালি’ও আমাকে শোনাচ্ছিলেন ওয়াশিংটনের ক্রিকেটের বাইরের নানা অজানা গল্প। আগামী বৃহস্পতিবার চিপকের বাইশ গজে সেই গল্পের সঙ্গে বিশ্বকাপের কোনও নতুন অধ্যায় যোগ হয় কি না, এখন সেটাই দেখার।

অনুশীলনের মাঝে ফুরফুরে মেজাজে তিলক ভার্মা, অক্ষর প্যাটেলরা।

ফাইনালে দাপট জম্মু ও কাশ্মীরের

জম্মু ও কাশ্মীর-২৮৪/২ (প্রথম দিনের শেষে)

হুবলি, ২৪ ফেব্রুয়ারি : রনজি ট্রফির ফাইনালেও দাপট দেখাচ্ছে জায়েন্ট কিলার জম্মু ও কাশ্মীর।

দিল্লি, হায়দরাবাদ, মধ্যপ্রদেশ, বাংলার মতো একের পর এক হেভিওয়েট দলকে হারিয়ে ফাইনালের মঞ্চে পা রেখেছে ভূস্বর্গের ক্রিকেট দল। এবার কর্ণাটককে তাদেরই মাঠে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার হাতছানি। সেই লক্ষ্যে শুরুটা ভালোই করল জম্মু ও কাশ্মীর। প্রথম দিনে বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না কর্ণাটকের বোলাররা।

ফাইনালে টস জিতে শুরুতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় জম্মু ও কাশ্মীর। প্রথম দিনের শেষে ২ উইকেট খুইয়ে ২৮৪ রান তুলেছে তারা। সৌজন্যে শুভম পুন্দিরের শতরান এবং ইয়াওয়ার হাসান, আবদুল সামাদের অর্ধশতরান। দ্রুত প্রথম উইকেট হারালেও দ্বিতীয় উইকেটের জুটিতে ১৩৯ রান যোগ করেন ইয়াওয়ার-শুভম। ইয়াওয়ার ব্যক্তিগত ৮৮ রানে আউট হন। এরপর ব্যাট করতে নেমে চোট নিয়ে মাঠ ছাড়েন অধিনায়ক পরস ডোগরা। প্রথম দিনের শেষে ১১৭ রানে অপরাজিত রয়েছেন শুভম পুন্দির। ৫২ রান করে উইকেটে রয়েছেন আবদুল সামাদ। জম্মু ও কাশ্মীরের দুইটি উইকেটই নিয়েছেন প্রসিধ কৃষ্ণা।

বর্ণবিদ্বেষে নির্বাসিত প্রেস্তিয়ানি

মাদ্রিদ, ২৪ ফেব্রুয়ারি : ফের ফুটবলে বর্ণবিদ্বেষের কালো ছায়া! রিয়াল মাদ্রিদের ব্রাজিলীয় তারকা ভিনিসিয়াস জুনিয়ারকে বর্ণবিদ্বেষী আক্রমণের দায়ে এক ম্যাচের জন্য নির্বাসিত হলেন বেনফিকার জিয়ানলুকা প্রেস্তিয়ানি। গত সপ্তাহের চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে এই ন্যক্কারজনক ঘটনার কড়া পদক্ষেপ করেছে উয়েফা। বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি মেনেই বেনফিকা তারকাকে এই কড়া শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

উয়েফা আরও জানিয়েছে, এটাই চূড়ান্ত শাস্তি নয়। এই আবহের মধ্যেই বুধবার স্যান্তিয়াগো বার্নাবুতে ফিরতি লেগের ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে রিয়াল-বেনফিকা। প্রথম লেগে রিয়াল জিতলেও ব্যবধান মাত্র এক গোলের।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

আটালান্টা বনাম ক্লাব বরুসিয়া ডর্টমুন্ড
সময় : রাত ১১.১৫ মিনিট

জুভেন্তাস বনাম গালাতাসারে

প্যারিস সাঁ জাঁ বনাম মোনাকো

রিয়াল মাদ্রিদ বনাম বেনফিকা
সময় : রাত ১.৩০ মিনিট
সম্প্রচার : সোনি স্পোর্টস নেটওয়ার্ক

টি২০ বিশ্বকাপে আজ

ICC MEN'S T20 WORLD CUP INDIA & SRI LANKA 2026

শ্রীলঙ্কা বনাম নিউজিল্যান্ড
সন্ধ্যা ৭টা, কলম্বো
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

জোড়া ধাক্কা, সিরিজের শুরুতেই চাপে স্মৃতিরা

ব্রিসবেন, ২৪ ফেব্রুয়ারি : মাঠে পরাজয়, সাজঘরে উদ্বেগ।

বিশ্বকাপ জয়ের পর ভারতীয় মহিলা দলের এটাই ছিল প্রথম ওডিআই ম্যাচ। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজের প্রথম ম্যাচে ৬ উইকেটে হারের সঙ্গে উদ্বেগ বাড়াল অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউরের চোট।

টস জিতে শুরুতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় ভারত। টপ অর্ডারে স্মৃতি মান্ধানা (৫৮) ও হরমনপ্রীত (৫৩) ছাড়া কেউই অজি বোলারদের সামনে ব্যাট হাতে বিশেষ সুবিধা করতে পারেননি। শেষবেলায় রিচা ঘোষের ২৩ ও কাশভী গৌতমের ৪৩ রানের ইনিংস ভারতকে সম্মানজনক জায়গায় পৌঁছে দেয়। ৪৮.৩ ওভার ২১৪ রানে অল আউট হয় টিম ইন্ডিয়া।

অর্ধশতরান করলেও এদিন ব্যাট করার সময় বাঁ হাঁটুতে চোট পান হরমনপ্রীত। ফলে আর মাঠে নামতে পারেননি তিনি। এদিকে, ব্যাট করতে নেমে ৩৮.২ ওভারে মাত্র ৪ উইকেট খুইয়েই জয়ের জন্য প্রয়োজনীয় রান তুলে নেয় অস্ট্রেলিয়া মহিলা দল। প্রথম উইকেটের জুটিতে ৫৫ রান তোলেন অ্যালিসা হিলি-ফোয়েবে লিচফিল্ড জুটি। ৩২ রান করেন লিচফিল্ড। ৫০ রান করেন অ্যালিসা। এরপর বেথ মুনির ৭৬ ও অ্যানাবেল সাদারল্যান্ডের ৪৮ রানের ইনিংসে ভর করে জয় ছিনিয়ে নেয় অস্ট্রেলিয়া।

১১ গোল বাংলার

রাঁচি, ২৪ ফেব্রুয়ারি : বাংলার গোলবন্যায় ভাসল আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ। ট্রাইবাল গেমস ফুটবলের দ্বিতীয় ম্যাচে ১১-১ গোলে তাদের চূর্ণ করল বাংলার ছেলেরা। জোড়া গোল করেছেন সুজল মুন্ডা, অমিত এক্কা, রাহুল মুর্মু ও সৌরভ সাব্বার। একটি করে গোল করেন আকাশ ওরাওঁ ও প্রভাত সোরেন। অপর একটি গোল আত্মঘাতী।

ছুটছে ক্যারিকের ইউনাইটেড

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৪ ফেব্রুয়ারি : মাইকেল ক্যারিকের কোচিংয়ে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের অশ্বমেধের ঘোড়া ছুটছেই। এবার প্রিমিয়ার লিগে এভার্টনকে ১-০ গোলে হারিয়ে নিজেদের অপরাজিত দৌড় অব্যাহত রাখল রেড ডেভিলসরা। বদলি হিসেবে নেমে অনবদ্য গোল করে দলের জয়ে বড় ভূমিকা নিলেন বেঞ্জামিন সেসকো। এই দাপুটে জয়ে লিগ টেবিলে নিজেদের অবস্থান আরও মজবুত করল ম্যান ইউ। ২৭ ম্যাচে ৪৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকায় চতুর্থ স্থানে উঠেছে এসেছে তারা।

নীরব মোতেরা এবার প্রোটিয়াদের জয়-প্রার্থনায়!

আহমেদাবাদ, ২৪ ফেব্রুয়ারি : রবিবার রাতে ঠিক এই আহমেদাবাদেই নেমে এসেছিল শ্মশানের নীরবতা। প্রোটিয়াদের দাপটে ভারতের ৭৬ রানের লজ্জার হারের দিন মোতেরার ৮২ হাজার দর্শক কার্যত পাথর হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু ক্রিকেটের কী অদ্ভুত সমীকরণ! মাত্র চারদিনের ব্যবধানে সেই মোতেরাতেই এবার আইডেন মার্করামদের জয়ের জন্য রীতিমতো গলা ফাটাবেন ভারতীয় সমর্থকরা। এমনকি খোদ টিম ইন্ডিয়ার ড্রেসিংরুমও এদিন প্রোটিয়াদের ‘ফ্যান’ হয়ে যাবে!

কারণটা খুব সহজ-সুপার এইটের জটিল অঙ্কে। বৃহস্পতিবার নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচে ক্যারিবিয়ানরা হারলে ভারতের সেমিফাইনালে যাওয়ার রাস্তা অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে যাবে। তাই নিজেদের হারানো দলের জয়েই এখন সূর্যকুমার যাদবদের সেমিফাইনালের ভাগ্য ঝুলে রয়েছে।

কিন্তু ভারতের এই আশায় জল ঢেলে দিতে তৈরি ‘ক্যারিবীয়-ঝড়’ শিমরন হেটমেয়ার। সোমবার রাতে জিম্বাবোয়েকে খড়কুটোর মতো উড়িয়ে দিয়ে মঙ্গলবার বিকেলেই আহমেদাবাদে পা রেখেছে শাই হোপের দল। ফর্মে থাকা হেটমেয়ার আর ছন্দে থাকা ওয়েস্ট ইন্ডিজ এখন টুর্নামেন্টের অন্যতম ত্রাস। জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে মাত্র ১৯ বলে অর্ধশতরান, আর শেষ পর্যন্ত ৩৪ বলে ৮৫ রানের এক বিধ্বংসী ইনিংস খেলে ম্যাচের সেরা হয়েছেন হেটমেয়ার।

জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে অর্ধশতরানের পর শিমরন হেটমেয়ার।

নিজের এই মারকাটারি ফর্ম নিয়ে ক্যারিবিয়ান কিংয়ের অকপট স্বীকারোক্তি, ‘আগে নিজের ব্যাটিং নিয়ে বড্ড বেশি ভাবতাম। মাঠে নেমে কোন শট খেলব, কীভাবে খেলব- সবই মাথায় ঘুরত। এখন আর সেই সব নিয়ে অহেতুক মাথা ঘামাই না। শুধু নিজের কাজটা ঠিকঠাক করে যাওয়ার চেষ্টা করি।’ গত ম্যাচে রান না পাওয়ার আক্ষেপ সুদে-আসলে মিটিয়ে নিয়ে হেটমায়ারের লক্ষ্য, সুপার এইটের বাকি ম্যাচগুলোতেও এই খুনে মেজাজ ধরে রাখা।

এবারের বিশ্বকাপে তিন নম্বরে ব্যাট করতে নামছেন হেটমায়ার। এই নতুন ভূমিকা যে তাঁর ব্যাটিংকে আরও ভয়ংকর করে তুলেছে, তা তাঁর কথাতেই স্পষ্ট। ‘নতুন পজিশনে আমার সুবিধাই হচ্ছে। অনেক বেশি বল খেলার সুযোগ পাচ্ছি, নিজের মতো করে ইনিংসটা গুছিয়ে নিতে পারছি। টি২০ বিশ্বকাপের মতো বড় মঞ্চে এই ছন্দ ধরে রাখাটা খুব জরুরি। দল আমার ওপর যে ভরসা রেখেছে, তার প্রতিদান দেওয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাব।’

সুপার এইটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাকি আর দুটো ম্যাচ—বৃহস্পতিবার দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ১ মার্চ ইডেনে ভারতের বিরুদ্ধে। হেটমায়ার যদি তাঁর এই বিধ্বংসী ছন্দ মোতেরাতেও ধরে রাখেন, তবে বৃহস্পতিবার প্রোটিয়াদের পাশাপাশি টিম ইন্ডিয়ার থিংকট্যাংকেরও রাতের ঘুম উড়বে। মোতেরায় তাই এক অদ্ভুত রোমাঞ্চের অপেক্ষা-যেখানে ভারতের সেমিফাইনালের চাবিকাঠি লুকিয়ে আছে নিজেদের হারানো সেই দক্ষিণ আফ্রিকার জয়ের মধ্যেই!

শুভেচ্ছা
বিবাহবার্ষিকী

☺ স্নেহের মনোদীপ ও মৌ : শুভ বিবাহবার্ষিকী, ভালো থেকো। আশীর্বাদান্তে- বু ও মা, রায়গঞ্জ।

সেমিফাইনালের জটে ইডেন

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারি : পড়ন্ত বিকেলের ইডেন গার্ডেন্স চত্বর। ক্লাবহাউস থেকে ময়দানের আনাচে-কানাচে কান পাতলেই এখন একটাই ফিশফাশ- '১ তারিখের টিকিট হবে দাদা?' সুপার এইটে আহমেদাবাদের সেই বিশ্রী হারের পর সূর্যকুমার যাদবদের টি২০ বিশ্বকাপ ভাগ্য এখন আক্ষরিক অর্থেই সুতোর ওপর ঝুলছে। বৃহস্পতিবার চেন্নাইয়ে জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে মরণ-বাঁচন লড়াই। সেই বৈতরণি পার হতে পারলে, তবেই ১ মার্চ ইডেনের বাইশ গজে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালে যাওয়ার আশা নিয়ে নামবে টিম ইন্ডিয়া। আর সেই 'ডু অর ডাই' ম্যাচ ঘিরেই এখন ক্রিকেটের নন্দনকাননে টিকিটের হাহাকার আর উন্মাদনার পারদ আকাশছোঁয়া।

টিকিট নিয়ে এই পাগলামির মাঝেই ময়দানে জোর চর্চা চলছে ইডেনের বাইশ গজ নিয়ে। কেমন হবে ১ মার্চের মেগা মহারণের পিচ? মঙ্গলবার সন্ধ্যায় উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে ইডেনের অভিজ্ঞ কিউরেটর সুজন মুখোপাধ্যায় আশ্বস্ত করে বললেন, 'ভারতীয় দলকে একটা স্পোর্টিং আর ভালো পিচ উপহার দেওয়ার জন্য আমরা সম্পূর্ণ তৈরি। ব্যাট আর বলের মধ্যে সেয়ানে সেয়ানে লড়াই হবে, এইটুকু নিশ্চিত। তবে নিজেদের ভুল শুধরে মাঠে আসল পারফর্মটা কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটারদেরই করতে হবে।'

> ভারতীয় দলকে একটা স্পোর্টিং আর ভালো পিচ উপহার দেওয়ার জন্য আমরা সম্পূর্ণ তৈরি। ব্যাট আর বলের মধ্যে সেয়ানে সেয়ানে লড়াই হবে, এইটুকু নিশ্চিত। তবে নিজেদের ভুল শুধরে মাঠে আসল পারফর্মটা কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটারদেরই করতে হবে।
>
> -সুজন মুখোপাধ্যায়
> ইডেন গার্ডেন্সের পিচ কিউরেটর

কিউরেটরের কথায় ভরসার সুর থাকলেও, ইডেনে বিশ্বকাপের সেমিফাইনাল হওয়া নিয়ে কিন্তু তৈরি হয়েছে ঘোর অনিশ্চয়তা। এমনিতেই ক্যারিবিয়ানদের হারিয়ে স্কাইরা

টিকিটের হাহাকার

শেষ চারে পৌঁছোতে পারবেন কি না, তা নিয়ে বিস্তর অঙ্কের জটিলতা রয়েছে। তার ওপর দোসর হয়েছে আইসিসি-র নয়া নিয়ম। মঙ্গলবারই ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা ৪ এবং ৫ মার্চের সেমিফাইনাল এবং ৮ মার্চের মেগা ফাইনালের অনলাইন টিকিট বিক্রি শুরু করেছে। আর সেই সঙ্গে মিডিয়া রিলিজ দিয়ে আইসিসি যে নতুন 'যদি-কিন্তু'র শর্ত চাপিয়েছে, তাতেই কার্যত কালঘাম ছুটছে সিএবি কর্তাদের।

নিয়মটা ঠিক কী? আগে থেকেই জানা ছিল, সেমিফাইনালের জন্য নির্দিষ্ট তিনটি কেন্দ্র হল— মুম্বই, কলকাতা ও কলম্বো। পাকিস্তান সেমিফাইনাল বা ফাইনালে উঠলে তারা খেলবে কলম্বোর আর প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে। আবার ভারত শেষ চারে উঠলে (প্রতিপক্ষ পাকিস্তান না হলে) তাদের ম্যাচ পড়বে মুম্বইয়ে। এই দুই নিয়মে কোনও বদল হয়নি। কিন্তু এদিন আইসিসি নতুন করে জানিয়েছে, পাকিস্তানের পাশাপাশি শ্রীলঙ্কাও যদি সেমিফাইনালে ওঠে এবং তাদের প্রতিপক্ষ যদি ভারত না হয়, তবে সেই সেমিফাইনাল ম্যাচটিও কলকাতা থেকে সরে সোজা কলম্বোয় চলে যাবে।

অর্থাৎ, আইসিসি-র এই রকমারি শর্তের গ্যাঁড়াকলে পড়ে ইডেনে সেমিফাইনাল হওয়ার সম্ভাবনা এখন কার্যত বিশবাঁও জলে। আর ঠিক এই কারণেই, ১ মার্চের ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ মহারণকেই চলতি বিশ্বকাপের শেষ হোম-ম্যাচ ধরে নিয়ে ময়দানে এখন টিকিট জোগাড়ের এই মরিয়া হাহাকার শুরু হয়ে গিয়েছে। ইডেনের বাতাসে এখন শুধুই অনন্ত অনিশ্চয়তার অদ্ভুত এক রোমাঞ্চ!

শতরানের পর হ্যারি ব্রুক।

ব্রুকের দাপটে বিদায়ের পথে পাকিস্তান

পাকিস্তান-১৬৪/৯
ইংল্যান্ড- ১৬৬/৮
(১৯.১ ওভারে)

পাল্লেকেলে, ২৪ ফেব্রুয়ারি : টি২০ বিশ্বকাপের সুপার এইটে টানা দ্বিতীয় জয় ইংল্যান্ডের। ২ উইকেটে জিতে সেমিফাইনালে জায়গা পাকা করার সঙ্গে টি২০ বিশ্বকাপে ইংরেজরা অস্তিত্বের সংকটে ফেলে দিল পাকিস্তানকে। ২ ম্যাচে ১ পয়েন্ট নিয়ে তারা বিদায়ের পথে।

ইংরেজদের জয়ে সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেন তাদের অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক। ৫১ বলে তাঁর ১০০ রানের ইনিংসটাই ম্যাচে ফারাক গড়ে দেয়। তাঁর দাপট বোঝাতে একটা তথ্যই যথেষ্ট-পাওয়ার প্লে-তে ইংল্যান্ডের ৫৩ রানের মধ্যে ৪১ রানই এসেছে ব্রুকের ব্যাট থেকে। ব্রুক বাদে তাদের টপ অর্ডারের কোনও ব্যাটারই ২০ রানের গণ্ডি পেরোতে পারেননি। ষষ্ঠ উইকেটে উইল জ্যাকসের (২৮) সঙ্গে ৫২ রানের পার্টনারশিপ বাদ দিলে স্পিন সহায়ক পাল্লেকেলের পিচে একাই লড়াই করলেন ব্রুক। অথচ চলতি বিশ্বকাপে আগের ৪ ম্যাচে স্পিনারদের উইকেট দিয়ে এসেছেন তিনি। ফলে মাঝের ওভারে স্পিনারদের এড়াতে ব্রুককে মঙ্গলবার তিন নম্বরে পাঠিয়েছিল ইংল্যান্ড টিম ম্যানেজমেন্ট। অথচ এর আগে তাঁর টি২০ আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম তিনে ব্যাট করার অভিজ্ঞতা ছিল না। মূলত তাঁর দাপটের জন্যই শাহিন শা আফ্রিদি (৩০/৪) ও উসমান তারিকের (৩১/২) প্রয়াস কাজে আসেনি। ইংল্যান্ড ১৯.১ ওভারে ৮ উইকেটে ১৬৬ রান তুলে নেয়।

প্রথমে ব্যাটিংয়ে নেমে নিয়মিত উইকেট হারিয়ে পাকিস্তান শেষ করে ১৬৪/৯ স্কোরে। ৪৫ বলে ৬৩ রান করে ভরাডুবি সামাল দেন সাহিবজাদা ফারহান। আবারও মন্থর ব্যাটিংয়ে বাবর আজম (২৪ বলে ২৫) সমালোচকদের হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছেন। শেষবেলায় কিছুটা লড়াই করলেন শাদাব খান (১১ বলে ২৩), ফখর জামানরা (১৬ বলে ২৫)। ২৪ রান দিয়ে ৩ উইকেট তুলে নেন লিয়াম ডসন।

'হান্ড্রেড'-এ পাক ফোকাস

লন্ডন, ২৪ ফেব্রুয়ারি : ইংল্যান্ডের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ 'দ্য হান্ড্রেড'-এ এবার পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের খেলাতে মরিয়া ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ড (ইসিবি)। লিগের সম্প্রচার স্বত্ব ও জনপ্রিয়তা বাড়াতেই বাবর আজম, শাহিন শা আফ্রিদিদের দিকে নজর তাদের। তবে বিসিসিআই ও আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলিকে চটাতে নারাজ ইসিবি। তাই ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রেখেই পাক তারকাদের লিগে টানার কৌশল নিচ্ছে ইসিবি।

আক্ষেপ বাকনারের

কিংস্টন, ২৪ ফেব্রুয়ারি : শচীন তেন্ডুলকারকে ২০০৪ সালের ব্রিসবেন টেস্টে একবার ভুল আউট দেওয়ার আক্ষেপ আজও তাড়িয়ে বেড়ায় স্টিভ বাকনারকে। তিনি এক সাক্ষাৎকারে অকপটে স্বীকার করলেন, মাস্টার ব্লাস্টারকে দেওয়া সেই ভুল সিদ্ধান্ত তাঁর কেরিয়ারের অন্যতম বড় ভুল। তিনি বলেছেন, 'আম্পায়াররাও মানুষ, ভুল হতেই পারে। তবে শচীনের ওই আউটের স্মৃতি আমি আজও ভুলতে পারিনি।'

প্রাগে গুকেশ

প্রাগ, ২৪ ফেব্রুয়ারি : বছরের প্রথম খেতাবের লক্ষ্যে প্রাগ দাবা উৎসবে নামছেন গ্র্যান্ডমাস্টার ডোম্মারাজু গুকেশ। গত বছর বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপের লড়াইয়ের পর, এবার প্রাগে নিজেকে ফের প্রমাণ করতে মরিয়া তিনি। টুর্নামেন্টে বিশ্বের সেরা দাবাড়ুদের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই কঠিন হলেও, গুকেশের ফর্ম আশাবাদী করছে সমর্থকদের।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন বিশাখা দাস।

শেষ চারে দাদাভাই স্পোর্টিং

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ ফেব্রুয়ারি : দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের মহিলাদের সর্বভারতীয় পর্যায়ের টি২০ ক্রিকেট প্রকাশচন্দ্র সাহা কাপে আয়োজকরা দ্বিতীয় জয় পেয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে। অজিতকুমার বিশ্বাস, মীরা বিশ্বাস, গোপাল পালচৌধুরী ও পূর্ণিমা চক্রবর্তী ট্রফিতে মঙ্গলবার দাদাভাই ৯ উইকেটে চূর্ণ করেছে সুদীপচন্দ্র স্পোর্টসকে। টসে জিতে সুদীপ ৭ উইকেটে ৫৪ রান করে। তাদের সর্বাধিক ১৬ রান জানভি থাপার। বিশাখা দাস ও কল্পনা চৌতাল ১৩ রানে ২ উইকেট নেন। জবাবে দাদাভাই ৭.২ ওভারে ১ উইকেটে ৫৭ রান তুলে নেয়। কাকলি সিংহ অপরাজিত থাকেন ২৬ রানে। ম্যাচের সেরা বিশাখা ২২ রানে আউট হন। দিনের প্রথম খেলায় কাটিহারের আলিয়াঞ্জ ক্রিকেট ক্লাব ১১ রানে জিতেছে শ্যামবাজারের প্রতীক সংঘের বিরুদ্ধে। টসে হেরে আলিয়াঞ্জ ৭ উইকেটে ১২০ রান করে। শিঞ্জিনী সরকার ১৭ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে প্রতীক ৭ উইকেটে ১০৯ রানে আটকে যায়। তোরিয়া সিংহরায়ের অবদান ৬৬ রান। বুধবার খেলবে চাকদহের আরকেএস-জলপাইগুড়ির আরএসসি এবং বারাণসীর পিএসএ-মধ্যমগ্রামের পল্লিশ্রী।

উত্তরের খেলা

সম্রাটের ৭০

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ ফেব্রুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ার ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগের সুপার সিক্সে মঙ্গলবার দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব ৩ রানে হারিয়েছে এনআরআই-কে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে প্রথমে দাদাভাই ৩৮ ওভারে ৯ উইকেটে ২৪২ রান করে। সম্রাট দে ৭০ ও শুভঙ্কর দে ৪৬ রান করেন। শুভম বাসফোরের অবদান ৪১ রান। রোহিত শা ৪১ রানে ৪ উইকেট পেয়েছেন। ভালো বোলিং করেছেন আমন মণ্ডলও (১৭/২)। জবাবে এনআরআই ৩৮ ওভারে ৯ উইকেটে ২৩৯ রানে আটকে যায়। নীতিন মল্লিক ১২৬ রান করেন। রাজদীপ বাড়ই রেখে এসেছেন ২০ রান। ম্যাচের সেরা শুভম ২৪ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন। সম্রাট ৩৮ রানে নেন ২ উইকেট। বুধবার খেলবে মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাব ও নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাব।

জয়ী বামুনডাঙ্গি

নকশালবাড়ি, ২৪ ফেব্রুয়ারি : রথখোলা ফুটবল অ্যাকাডেমির ইন্দো-নেপাল ফ্রেন্ডশিপ কাপ ফুটবলে মঙ্গলবার নেপালের বিওয়াইসি বামুনডাঙ্গি ৩ গোলে হারিয়েছে দুধিয়া এফসি-কে। ম্যাচের সেরা বামুনডাঙ্গির ঋত্বিক লামা।